চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
গৌরবের ৬৫ তম বছর
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister
masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 11 May 2019 ■ আগরতলা, ১১ মে, ২০১৯ ইং ■ ২৭ বৈশাখ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে অগ্নিগর্ভ হাইলাকান্দি
নিহত এক, গুলিবিদ্ধ আট, কার্ফু জারি

হাইলাকান্দি, ১০ মে (হি.স.) : নামাজ পড়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ মোকাবিলায় নিরাপত্তা কর্মীদের গুলিতে হাইলাকান্দিতে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। নিহত ব্যক্তির নাম জামির হুসেন। আরও আটজন গুলিবিদ্ধ অবস্থায় শিলচর ম্যাডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বিবদমান দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় বরাক উপত্যকার হাইলাকান্দি জেলা সদর শহরে অনির্দিষ্টকালীন কার্ফু জারি করেছে প্রশাসন। কার্ফুর সময় কাউকে ঘর থেকে বের হতে বারণ করা হয়েছে। শুক্রবার দুপুর ১২টায় প্রকাশ্য রাস্তায় পবিত্র জুম্মার নামাজ আদায়ের চেষ্টাকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদের সূত্রে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। মারমুখি জনতাতে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ প্রথমে লাঠিচার্জ করে। লাঠির দাওয়াই কাজ না করলে বেশ কয়েক রাউন্ড শূন্যে গুলি ছুঁড়তে বাধ্য হয়েছে পুলিশ। এ ঘটনায় কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে প্রথমে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৪৪ ধারা জারি করেছিলেন জেলাশাসক কীর্থি জল্লি। এর কিছুক্ষণ পর বেলা একটায় তাৎক্ষণিকভাবে সদর শহর এলাকায় অনির্দিষ্টকালীন সান্ধ্যআইন বলবৎ করেছেন তিনি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও থমথমে। গোটা শহরে সিআরপিএফ টহল দিচ্ছে।

ঘটনার সূত্রপাত হাইলাকান্দি শহরের মাড়োয়ারিপট্টি মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে। বেলা বারোটায় শুক্রবারের

জুম্মার নামাজ আদায়ে মুসল্লির ভিড় জমিয়েছিলেন বহু ইসলাম ধর্মাবলম্বী। তাঁরা মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রকাশ্য রাস্তায় নামাজ আদায়ের জন্য অবস্থান নিলে বিবাদের সূত্রপাত। স্থানীয়রা রাস্তায় নামাজ আদায় না করার আবেদন জানাতে গেলে আচমকা মারমুখি হয়ে ওঠেন নামাজিরা। শুরু হয় মারপিট, ইট পাটকেল ছোঁড়া, ভাঙচুর। সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে গোটা শহরে। এখানে-সেখানে ভাঙচুর করা হয় যাত্রীবাহী ছোট গাড়ি, অটো রিকশা, টোটোয়। অগ্নিসংযোগ করা হয় যানবাহনে। সাধারণ মানুষ ও পথচারীরা এদিক-ওদিক দৌড়ে পালাতে থাকেন। মরমুখি জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ প্রথমে লাঠিচার্জ কর হয়। তাতে কাজ না হওয়ায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশকে বাধ্য হয়ে শূন্যে কম করেও ১৫ রাউন্ড গুলি চালাতে হয়েছে।উত্তেজনা সামাল দিতে জেলাশাসক কীর্থি জল্লি হাইলাকান্দিতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৪ ধারা জারি করেন। এর খানিক পর বেলা একটা থেকে অনির্দিষ্টকালীন সান্ধ্যআইন জারি করেছেন জেলাশাসক। সংঘর্ষে বহু লোক আহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। বলা হচ্ছে, একটি মোটর বাইকের সিট কাটার ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজকের পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে পরিকল্পিতভাবে। দিন চারেক আগে তারাবির নামাজের সময় ওই মসজিদের সামনে কেউ একটি বাইকের সিট কেটে দিয়েছিল। ঘটনার তদন্ত করে দোষীকে শনাক্ত করে গ্রেফতারের দাবি ওঠে। সদর থানায় এফআইআর দাখিল হয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয় স্মারকপত্র। এর পরও সিট কাটার সঙ্গে জড়িত দোষীকে আটক করার কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে ক্ষোভে ফুঁসছিলেন একাংশ। এরই প্রতিফলন আজকের ঘটনা।

এদিকে ঘটনার খবর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যুবরাজনগরে সংঘবদ্ধ হামলায় রক্তাক্ত দুই , টানটান উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। সংঘবদ্ধ হামলায় দুই ব্যক্তি গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে যুবরাজনগরের মঙ্গলখালি।

যুব রাজনগর বিধানসভা এলাকায় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রাম মঙ্গলখালী। কমিউনিস্টদের উর্বর জমি ছিল। এক সময় এই এলাকার সংখ্যালঘুদের মধ্যে সবাই ছিল বামফ্রন্ট সমর্থক। পরিবর্তনের পর বেশ কিছু সংখ্যালঘু শিক্ষিত পরিবার বিজেপি দলের সমর্থক হয়। যুবরাজনগর বিদ্যালয়ের শিক্ষক রফিকুদ্দিনকে মসজিদের দায়িত্বে রাখা হয়। তা কোন মতেই মেনে নিতে পারেনি মঙ্গলখালির কট্টরপন্থী বামপন্থী সমর্থকরা। প্রাক্তন সদস্য সদস্যা, প্রধান, উপপ্রধান প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করে এবং দেখে নেওয়ার হুমকী দেয়। এলাকার বরিষ্ঠ বামপন্থী সমর্থক আব্দুল মুসাবীর চৌধুরী জানায়, মঙ্গলখালিতে থাকতে হলে বিজেপি করা চলবে না। শুক্রবার দুপুর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাময়িক বাকবিতন্ডা হয়। সন্ধ্যার পর ইফতার শেষ করে বড় নামাজ আদায় করে মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময়ফিদার আহমেদ (৩৫), কবির আহমেদ (৩২), শিবির আহমেদ (৩৬) এবং আজিরুদ্দিন দা, লাঠি নিয়ে ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের উপর আক্রমণ করে। তাতে বেজারুদ্দিন (৪২) এবং নাজিমুদ্দিন (৩৯) গুরুতর আহত হন। তাদের উত্তর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বেজারুদ্দিনের মাথা ও কপালে মোট ত্রিশটি সেলাই দেওয়া হয় এবং নাজিমুদ্দিনকে ২০টি সেলাই দেওয়া হয়। তাদের অভিযোগ বিজেপি করার দায়ে তাদেরকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল। রাত এগারটায় সংবাদ লেখা পর্যন্ত এলাকাজুড়ে টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে। পুলিশ টহলদারী চালিয়ে যাচ্ছে। তবে কাউকেই গ্রেপ্তার করা হয়নি।

হেরোইনসহ তিন যুবক পুলিশের জালে আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। হেরোইন সহ তিন যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনা সিধাই থানার অধীন বড়গাছিয়া এলাকায়। ধৃতরা হল টুনি দেববর্মা, সত্য রঞ্জন দেববর্মা এবং রমেশ দেববর্মা। তাদের কাছ থেকে ৪৭.৩ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ওই তিন যুবক বড়গাছিয়া আইসিডিএস অফিস সংলগ্ন এলাকায় ঘুরাফেরা করছিল। তখন সিধাই থানায় গোপন সূত্রে খবর আসে তারা নেশা সামগ্রী চোরাচালান করার জন্য পরিকল্পনা নিয়েছে। সাথে সাথেই সিধাই থানার এসআই যুগল বরণ ত্রিপুরা বিশাল সংখ্যায় পুলিশ নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে এবং তিনজনকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। থানায় নিয়ে গিয়ে জোর জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। ধৃতদেহ কাছ থেকে বহু চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছে পুলিশ। পুলিশ আশা করছে নেশা চোরাচালানের সাথে আরও কয়েকজন ধরা পড়বে।

অনুমতি হত্যা মামলায় ধৃত দেবরকে জেল হাজতে পাঠাল আদালত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। গৃহবধূ অনুমতি সরকার হত্যা মামলায় ধৃত মৃতার দেবর তাপস চৌধুরীকে জেলা হাজতে পাঠিয়েছে বিচারক। পুলিশের তরফ থেকে আদালতে অভিযুক্তকে পাঁচ দিনের পুলিশ রিমান্ড দেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছিল। কিন্তু, বিচারক অভিযুক্ত তাপস চৌধুরীকে ১৫ মে পর্যন্ত জেল হাজতে রাখার নির্দেশ দেন। সেইসাথে পুলিশকে নির্দেশ দেও রিমান্ডের বিষয়টি বিবেচনার জন্য যাতে পুলিশ আদালতে কেইস ডায়রি জমা দেয়।

প্রসঙত, সিপাহিজলা জেলার অন্তর্গত কমলাসাগর বিধানসসভা এলাকার মধুপুর থানাধীন ব্রজেন্দ্রনগরে গৃহবধ অনমুত সরকারকে গাছে বেঁধে আগুনে পুড়িয়ে হত্যার অভিযোগে পুলিশ চারজনকে আটক করেছিল বৃহস্পতিবার। তারা হল শাশুড়ি মায়ারাণী চৌধুরী, ননদ বুল্টি চৌধুরী, দুই দেবর পিন্টু চৌধুরী এবং বান্টি চৌধুরী। পরে মৃতার দেবর বান্টি চৌধুরীকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে পুলিশ থানায় রেখে দেয় তাকে। বাকি তিনজনকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দিয়েছে।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার রাত তখন আনুমানিক দুটো, এলাকার লোকজন কোনও নারী কণ্ঠে আর্ত চিৎকার শুনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে দেখেন একটি গাছে বাধা মহিলার শরীর আগুনে পুড়ছে।এগিয়ে গিয়ে তাঁরা অনুমতি সরকারের শরীরের আগুন নিভিয়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন গৃহবধূ অনুমতি।

নির্বাচন আধিকারীকদের বিরুদ্ধে কমিশনে নালিশ শিক্ষক সংঘের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। মাইক্রো অবজারভারদের অযথা হয়রানির জন্য ত্রিপুরা পশ্চিম আসনে রিটার্নিং অফিসার এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসারের বিরুদ্ধে কমিশনে নালিশ জানিয়েছে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সংঘ। তাঁদের ওপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার অজুহাতে মানসিক নির্যাতন করা হচ্ছে বলে শিক্ষক সংঘ মুখ্য নির্বাচন আধিকারিককে চিঠি দিয়েছে।জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মোতাবেক গ্রুপ-সি পদমর্যাদার নিচুস্তরের কর্মীকে মাইক্রো অবজারভার হিসেবে নিযুক্ত করা যাবে না। শিক্ষক সংঘের অভিযোগ, গ্রুপ-ডি কর্মীদেরও নির্বাচনে মাইক্রো অবজারভার হিসেবে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে। তাঁরা শিক্ষক এবং অধ্যাপকদের সঙ্গে একসাথে কাজ করেছেন।শিক্ষক সংঘ ত্রিপুরার মুখ্য নির্বাচন আধিকারিককে লেখা চিঠিতে ক্ষোভ ব্যক্ত করে বলেছে, নির্বাচনী প্রক্রিয়া ভীষণ ত্রুটিপূর্ণ ছিল। তাতে, জনমনে বিভ্রান্তিও ছড়িয়েছে। শিক্ষক সংঘের দাবি, রিপোর্ট তৈরির জন্য নির্বাচন কমিশন যে ছক দিয়েছে তাতে মাইক্রো অবজারভারদের জন্য ওয়েব কাস্টিং নিয়ে কোনও মন্তব্য করার জায়গা ছিল না। অথচ নির্বাচনে দেখা যাচ্ছে, ওয়েব কাস্টিং বা ভিডিওগ্রাফিকে ভীষণ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষক সংঘের আরও অভিযোগ, মাইক্রো অবজারভারদের ওয়েব কাস্টিং নিয়ে সঠিক প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়নি। এদিকে, শিক্ষক সংঘের তরফে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও ত্রিপুরার মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থায় যথেষ্ট ত্রুটি ছিল, শিক্ষক সংঘ এই দাবি করেছে। শিক্ষক সংঘের বক্তব্য, রিটার্নিং অফিসার এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসারের গাফিলতির জন্য এখন মাইক্রো অবজারভাররা মানসিক অবসাদে ভুগছেন। তাঁদের ঘাড়ে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার খড়্গ ঝুলছে। শিক্ষক সংঘ বলেছে, ভোটে কারচুপি এবং রিগিঙের অভিযোগ এনে বেশ কয়েকজন মাইক্রো অবজারভারকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছে। এমন-কি কয়েকজনকে সাময়িক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে নাবালিকা ধর্ষিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। বিশালগড় মুন্ডাপাড়ার এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হয়েছে। অভিযুক্ত হল ওই নাবালিকার বোন জামাই। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে ওই ব্যক্তি শ্যালিকাকে একা বাড়িতে পেয়ে তার পাশবিক লালসা চরিতার্থ করে। ওই নাবালিকা পরে তার মা বাবার কাছে গোটা ঘটনা জানায়। অভিভাবকরা বিষয়টি বিশালগড় মহিলা থানায় জানিয়েছে। ঘটনার আটচল্লিশ ঘন্টা অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। এখনও পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেনি। তাতে ক্ষোভে ফুসছেন নির্যাতিতার পরিবার।

পাঠ্যবইয়ের বোঝা কমাতে ব্যবস্থা নিতে চলেছে দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। বইয়ের বোঝা কমানোর জন্য ত্রিপুরায় সমস্ত বিদ্যালয়গুলিকে নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য শিক্ষা দফতর। নির্দেশ পালন করা না হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ারও নিদান দিয়েছে দফতর। শিক্ষা দফতরের অধিকর্তা ইউকে চাকমা জানান, এনসিইআরটি-র নির্দেশিকা মেনেই ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে বই নিয়ে আসবে। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত বোঝা যাতে তাদের বহন করতে না হয়, সেদিকে নজর রাখবে দফতর। ইউকে চাকমার কথায়, সমস্ত বিদ্যালয়ে ২২ জানুয়ারি এনসিইআরটি-র নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। নির্দেশিকা মোতাবেক, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা সর্বোচ্চ দেড় কেজি ওজনের পাঠ্যবই নিয়ে বিদ্যালয়ে আসতে পারবে। তাছাড়া তৃতীয় শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ২ থেকে ৩ কেজি, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণি ৪ কেজি, অষ্টম ও নবম শ্রেণি সাড়ে ৪ কেজি এবং দশম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৫ থেকে ৬ কেজি ওজনের পাঠ্যবই নিয়ে বিদ্যালয়ে আসতে পারবে।প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সারা দেশেই অতিরিক্ত পাঠ্যবইয়ের বোঝা বহনে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। কিন্তু এই রায় কোনও রাজ্যই সঠিকভাবে মানছে না। ত্রিপুরায় সুপ্রিম কোর্টের এই রায় নিয়ে এতদিন কোনও হেলদোল ছিল না। সম্প্রতি রাজ্য সরকার সুপ্রিম নির্দেশ কার্যকরে উদ্যোগী হয়েছে।এ-বিষয়ে ত্রিপুরার শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, দফতরের পক্ষ থেকে একটি নজরদারী দল গঠন করা হবে। বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীদের বইয়ের অতিরিক্ত বোঝা বহন করতে হচ্ছে কিনা সে-বিষয়টি ওই দল নজরদারী রাখবে। শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, বিদ্যালয়ে প্রতিটি ক্লাসের রুটিন তৈরি করার সময়ই পাঠ্যবইয়ের ওজনের বিষয়টি চিন্তায় রাখতে হবে।

ফাঁসিতে আত্মঘাতী সত্তরোর্ধ বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১০ মে।। শুক্রবার ভোরে ফাঁসিতে আত্মঘাতী হল এক বৃদ্ধা। উনার নাম আরুতী দেবনাথ। বয়স ৭৩। স্বামী মৃত সুকুমার দেবনাথ। ঘটনা বিশালগড় থানাধীন রাস্তামাথা এলাকায়। জানা গেছে তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ রোগে আক্রান্ত। ত্রিপুরার পাশাপাশি কোলকাতাতেও চিকিৎসা করিয়ে এনে ছিল উনার পরিবার। এবং প্রতিদিন ভোরেই প্রাতঃভ্রমনে বের হন এই বৃদ্ধা। তবে শুক্রবার ভোরেও প্রাতঃভ্রমনের উদ্দেশ্যেই বের হয়েছিল আরুতী দেবি। কিন্তু তা আর হয়নি উনার গরের পাশে বাতরুমে গিয়ে গলায় কাপড় পেচিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে বিদ্যালয় শিক্ষায় ফিরছে পাশ-ফেল প্রথা, চালু হতে পারে চলতি শিক্ষাবর্ষেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। দীর্ঘ ৯ বছর পর ফের চালু হচ্ছে পাশ-ফেল প্রথা। পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে এই প্রথা চালু হবে। তাতে পঞ্চম এবং অষ্টম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই পরবর্তী ক্লাশে যেতে পারবে। রাজ্যে পাশ-ফেল প্রথা চালু করার চিন্তাভাবনা শুরু করেছে রাজ্য সরকার, এ-কথা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। ১ এপ্রিল ২০১০ থেকে তুলে দেওয়া হয়েছিল পাশ-ফেল প্রথা। শিক্ষার অধিকার আইনে সকলের জন্য শিক্ষা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু, পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ায় বহু ছাত্রছাত্রীর ক্ষতি হয়েছে, একাধিক সমীক্ষায় তা প্রমাণিত। এই প্রথা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তে কেরালা, হরিয়াণা, দিল্লি-সহ একাধিক রাজ্য এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে। তেমনি, মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক-সহ কয়েকটি রাজ্য এই সিদ্ধান্তে স্বাগত জানিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই, এই সিদ্ধান্ত নিয়ে সারা দেশেই মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়ছে।তবে, পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার মূল উদ্দেশ্যে পৌছাতে ব্যর্থতাই হাতে এসেছে। ফলে, ফের পাশ-ফেল প্রথা চালু করার বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে ভাবতে হয়েছে। গত বছর লোকসভা এবং রাজ্যসভায় পাশ-ফেল প্রথা চালুর করার জন্য শিক্ষার অধিকার আইনে সংশোধনী পাশ হয়েছে।

ত্রিপুরার শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথের কথায়, ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষ থেকেই ফের বিদ্যালয়গুলিতে পাশ-ফেল প্রথা চালু করার বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণি এবং অষ্টম শ্রেণিতে এই প্রথা চালু হবে। তাতে, প্রথম শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের শুধু মূল্যায়ন করা হবে। তাদের কোনও পরীক্ষা দিতে হবে না। কিন্তু, পঞ্চম এবং অষ্টম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় পাশ হলে তবেই পরবর্তী ক্লাশে উত্তীর্ণ হতে পারবে।তাঁর বক্তব্য, কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষার অধিকার আইন সংশোধন করেছে। তাতে, পাশ-ফেল প্রথা চালু করার বিষয়ে রাজ্যগুলিকে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছে। তিনি বলেন, দেশে পাশ-ফেল প্রথা চালু হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা ইচ্ছা করলেই তা রাজ্যেও চালু করতে পারি। তাই, চিন্তাভাবনা শুরু করেছি। তাঁর কথায়, লোকসভা নির্বাচনের প্রক্রিয়া সমাপ্ত হলেই এ-বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে রাজ্য সরকার।

কাল পশ্চিম আসনে ১৬৮ বুথে পুণঃ নির্বাচন, প্রস্তুতি চূড়ান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের ১৬৮ টি বুথে ভোট গ্রহণের প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত। শুক্রবার ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। শনিবার সকাল থেকেই ভোটকর্মীরা রিটার্নিং অফিসারের অফিস থেকে ভোট সামগ্রী নিয়ে নিজ দায়িত্বপ্রাপ্ত ভোট কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন। পুনঃভোটকে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের সদর মহকুমার ৫টি বিধানসভার ২১টি বুথে আগামী ১২মে পুনরায় ভোট গ্রহণ করা হবে। ভোট গ্রহণের কাজে নিযুক্ত প্রিসাইডিং ও পোলিং অফিসারদের শুক্রবার মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়। ভোটপর্ব সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে তাদের জন্য এই প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বড়জলা বিধানসভা কেন্দ্রে ১টি, রাম নগর বিধানসভা এলাকায় ৪টি, টাউন বড় দোয়ালী কেন্দ্রে ৩টি, প্রতাপগড় বিধানসভা এলাকায় ১০টি এবং বাধারঘাট বিধানসভা এলাকায় ৩টি বুথে পুনরায় ভোট গ্রহণ করা হচ্ছে। পুনভোটের জন্য প্রস্তুতি পর্ব প্রায় শেষের পথে। সদরের এসডিএম জানান, এবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কঠোর করা হয়েছে। প্রতিটি বুথের নিরাপত্তার দায়িত্ব থাকবে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী। বুথের বাইরে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে রাজ্য পুলিশ ও টি এস আর। তিনি আরও জানান এবার প্রতিটি বুথের জন্য একজন করে মাইক্রে অবজারভার থাকবেন। সিভিল ও পুলিশ সেক্টরে সেক্টর অফিসার নিযুক্ত থাকবেন। সর্বোচ্চ দুটি বুথের দায়িত্বে থাকবেন একজন সেক্টর অফিসার। স্পর্শকাতর বুথে একজন সেক্টর অফিসার দায়িত্ব পালন করবেন। দুটি মোবাইল টিমও থাকবে। বুথ এলাকায় তারা নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করবেন। রিটার্নিং ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারদের নিয়মিত নজরদারী বজায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খাদ্যের গুনগত মান যাচাই করতে রাজ্যে চালু ফুড সেফটি অন উইলস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। খাদ্যে ভেজাল আছে কিনা, তা পরীক্ষা করতে ত্রিপুরায় অত্যাধুনিক সুবিধাসম্পন্ন মোবাইল ফুড টেস্টিং ইউনিট চালু করেছে রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দফতর। অত্যাধুনিক মোবাইল ফুড টেস্টিং ইউনিটের নাম 'ফুড সেফটি অন উইলস। আজ রাজধানী আগরতলার জিবি বাজারে প্রথমবারের মতো মোবাইল ভ্যানটি সচতেনতামূলক প্রচার চালায়। এটি মূলত একটি গাড়ি, যার মধ্যে খাদ্যের গুণগত মান পরীক্ষার জন্য অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত যন্ত্রপাতি রয়েছে, জানান ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য দফতরের ফুড অ্যানালিস্ট ড় করুণাময় নাথ। তিনি জানান, এর মাধ্যমে দুধ, মশলা, তেল-সহ অন্যান্য সামগ্রীর গুণগতমান পরীক্ষা করা যাবে। ড় নাথ আরও জানান, খাদ্যদ্রব্যে দু-ধরনের ভেজাল হয়। একটি খাদ্য সামগ্রী নিম্নমানের কাঁচামাল দিয়ে তৈরি এবং অপরটি খাবার সামগ্রীর মধ্যে এমন-সব ভেজাল দ্রব্য মিশিয়ে তৈরি হয় যা মানুষের খাবার যোগ্য নয়। এই দুই ধরনের ভেজাল উপকরণ ভ্রাম্যমান পরীক্ষাগারের মাধ্যমে নির্ণয় করা সম্ভব হবে। এটি মূলত সাধারণ ব্যবসায়ী ও ক্রেতারদের সচেতন করার জন্য চালু করা হয়েছে।

ব্যবসায়ী ও ক্রেতারা স্বেচ্ছায় নিজেরা তাঁদের সামগ্রী নিয়ে এসে পরীক্ষা করিয়ে জানতে পারবেন, তাঁদের সামগ্রীতে কোনও ভেজাল আছে কি না। এই মোবাইল ল্যাবে খাদ্য পরীক্ষা করা হলে এবং ভেজাল পাওয়া গেলে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না বলেও জানান তিনি। পাশাপাশি গুণগতমান সম্পন্ন খাবার খাওয়ার বিষয়ে সচেতনামূলক প্রচার চালানো হবে বলেও জানান তিনি। এই গাড়িটি যখন রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় যাবে তখন বিশেষজ্ঞরা সঙ্গে থাকবেন, জানান ড় করুণাময় নাথ।

খাদ্যের গুনমান সুরক্ষা বিষয়ক বিশেষজ্ঞরা জনগণকে সচেতনা করেন। ছবি নিজস্ব।

অপরদিকে স্বাস্থ্য দফতরের ডেপুটি ফুড সেফটি কমিশনার ড় অনুরাধা মজুমদার বলেন, আগরতলায় ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য দফতরের খাদ্যের গুণগত মান পরীক্ষা করার জন্য পরীক্ষাগার রয়েছে। কিন্তু সব সময় সব জায়গা থেকে খাদ্যের নমুনা এনে পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না। আবার অনেক সময় রাজ্যের অন্য জেলা থেকে খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ করে আগতলায় নিয়ে আসার আগে নষ্ট হয়ে যায়। মোবাইল টেস্টিং ল্যাব এই সমস্যার সমাধান করবে। এটি রাজ্যের যে-কোনও প্রান্তে পৌঁছে সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা করে তার রিপোর্ট দিয়ে দেবে। তিনি আরও বলেন, ভারত সরকারের স্বাস্থ্য এবং পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের অধীন সংস্থা "ফুড সেফটি অ্যান্ড স্টেন্ডার্ডস অথরিটি অব ইন্ডিয়া" এই মোবাইল ল্যাবটি ত্রিপুরা সরকারকে দিয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ২০৮ ▫ ১১মে ২০১৯ ইং ▫ ২৭ বৈশাখ ▫ শনিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

সভ্যতার কলংক

ইহা কোন্ রাজত্ব? মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে হার মানাইয়াছে বলা যাইতে পারে। এতবড় নৃশংসতার বিরুদ্ধে পুলিশী তৎপরতাও যেন নমঃ নমঃ করিয়া। রাজ্যের তাবড় তাবড় নারী সংগঠন, নারী নেত্রীরাও একেবারে মুখে কুলুপ আঁটিয়াছেন। অথচ ঘটনা এমন যে, রাজ্য জুড়িয়া ধিক্কার প্রতিবাদে উত্তাল হওয়ার মতো ঘটনা। গৃহবধূকে পরিবারের লোকেরা গাছে বাঁধিয়া আগুনে পোড়াইয়া নৃশংসভাবে খুন করিল অথচ আমাদের নেতা নেত্রী হইতে শুরু করিয়া বিভিন্ন সংগঠনকে গর্জিয়া উঠিতে দেখা গেল না। অথচ কুৎসার বিরুদ্ধে তো প্রবল প্রতিবাদে রাজপথ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। একজন গৃহবধূকে গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া আগুনে পোড়াইয়া মারিবার পর কোনও রাজনৈতিক দলকেও ক্ষোভ বিক্ষোভ প্রতিবাদে সোচ্চার হইতে দেখা গেল না। গত মঙ্গলবার মধুপুর থানার কমলাসাগর বিধানসভার বক্সনগরের ব্রজেন্দ্রগর গ্রামে শ্বশুর, শাশুড়ি ও দেবর গৃহবধূকে গাছের সঙ্গে হাত পা বাঁধিয়া জ্যান্ত পোড়াইয়া হত্যা করে। এই ঘটনায় গৃহবধূর দেবরকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। এই ঘটনার বিরুদ্ধে সংবাদ মাধ্যমে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানাইলে নড়িয়া চড়িয়া বসে পুলিশ প্রশাসন। ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়াছেন রাজ্য পুলিশের ডিআইজিও। ঘটনাস্থলে গিয়াছে মহিলা কমিশনের একটি টিমও। কিন্তু, ঘটনায় নারী জাগরণে সেই নেত্রীদের কোনও পাত্তা নাই। পাত্তা নাই সেই বিপ্লবীদের, যাঁহারা চলনে বলনে ভাষণে মানুষের দুঃখে আর্তনাদ করেন। বক্তৃতায় তুফান ছুটাইয়া দেন, তাঁহাদের পাত্তা নাই কেন?

গাছে বাঁধিয়া গৃহবধূকে জ্যান্ত পোড়াইয়া মারিবার ঘটনা সম্পর্কে পুলিশের ভূমিকা নিয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে। হতভাগ্য গৃহবধূ অনুমতি সরকারের এগার বছর আগে মধুপুরের টিঙ্কু চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহ হয়। এই অনুমতিকে পোড়াইয়া মরিবার পিছনে কি শুধু দেবর বান্টি চৌধুরী দায়ী? গৃহবধূর শ্বশুর শাশুড়িকে জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিবে অনুমতিকে কি একমাত্র বান্টিই পোড়াইয়া মারিয়াছে? পুলিশী ভূমিকা নিয়া ইতিমধ্যেই রহস্য ঘনীভূত হইতেছে। গৃহবধূকে পোড়াইয়া মারার সঙ্গে জড়িতদের বাঁচাইতে পুলিশ কি তৎপর? জোর টাকার খেলা কি হইয়া গিয়াছে? পুলিশ পরিবারের চারজনকে থানায় ডাকিয়া আনিয়া তিনজনকেই ছাড়িয়া দিবার পিছনে কি কারণ তাহাই এখন বড় কথা। এই সমাজে অর্থশক্তিতে বলিয়ান যাঁহারা তাঁহারা পুলিশকে কিনিয়া লয়। রাজ্যে ক্ষমতার পালা বদল হইলেও পুলিশ আছে পুলিশেই। বেশীর ভাগ থানার ধান্দা কি সাধারণ মানুষ ভালই জানেন। নির্যাতীতরা পারত পক্ষে থানা পুলিশ করিতে চায় না। কারণ থানাবাবুদের ধান্দাই হইল আরও টাকা। টাকা দিয়া পুলিশ কিনিবার ঘটনা তো নতুন নয়। যেখানে টাকার গরম আছে সেখানে পুলিশ আছে। তাই সমাজের বেশীরভাগ মানুষই পুলিশের উপর বিশ্বাস রাখিতে চান না। চুরি, খুন ও অন্যান্য অপরাধের ঘটনা থানায় জানাইতে গেলে দেখা যায় পুলিশ কি বস্তু। টাকা না ছিটাইলে পুলিশ নড়িতে চায় না। অথচ বলা হইয়া থাকে পুলিশ মানুষের বন্ধু। কিন্তু, না, সেই প্রমাণ পুলিশ রাখিয়াছে এমন বলিবার সুযোগ নাই।

পুলিশ হইয়াছে রাষ্ট্রশক্তির বাহিনী। এই বাহিনীকে বিরোধীদের শায়েস্তা করিতেও লাগানো হয়। নিরপরাধ মানুষের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কেইস সাজাইতে পুলিশ উস্তাদ। রাজনৈতিক আন্দোলন দমাইতে পুলিশ নগ্নভাবে ব্যবহৃত হইবার নজীর আছে। অতীতে গণআন্দোলন স্তব্ধ করিতে পুলিশ লেলাইয়া দেওয়া হইত। সেদিন বিরোধীরা তাই শ্লোগান তুলিয়াছিলেন 'পুলিশ তুমি যতোই বাড় বেতন তোমার এক বার।' অর্থাৎ তখন পুলিশের বেতন ছিল একশ বার টাকা। বিরোধীরা তখন পুলিশের উপর এইভাবে মনস্তাত্তিক আক্রমণ চালাইত। আজও সেই ট্রেডিশান চালু রহিয়াছে। গৃহবধূ অনুমতি সরকারের বাবা পুলিশে শ্বশুর শাশুড়ি ও দেবরের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানাইয়াছেন। অনুমতি সরকারের পিতা গরীব, হত দরিদ্র। অনুমতির শ্বশুর বাড়ি হয়তো আর্থিক দিক দিয়া কিছুটা সম্পন্ন। পুলিশ কি সেখানেই মজিয়াছে। আজ তাহা খুব গুরুত্ব দিয়া দেখিতে হইবে। যেকোনও মূল্যে গৃহবধূ অনুমতি সরকারের নৃশংস মৃত্যুর জন্য যাহারা দায়ী তাঁহাদের কোনও ভাবেই রেহাই দেওয়া যাইবে না। সভ্যতার নিন্দা, কলংক জনক ঘটনার দায় হইতে আমরা কি মুক্ত হইতে পারিব না?

কর্মীদের সঙ্গে দেখা করে ফেরার পথে ভারতী ঘোষের গাড়ি আটকে টাকা উদ্ধারের নাটক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ ভারতীর

ঘাটাল, ১০ মে (হি. স.) : পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল লোকসভার অন্তর্গত পিংলা এলাকার কর্মীদের কাছে রাতে ফোনে খবর পান তাঁদের বাড়িতে আক্রমণ করেছে তৃণমূল । সেই মতো রাতেই তাদের জন্য ছুটে গিয়েছিলেন ভারতী ঘোষ । ভারতীর- দাবি তিনি কর্মীদের সঙ্গে দেখা করে ফেরার পথে পুলিশ পরিকল্পিত ভাবে একটা ব্যাগে সব টাকা ঢুকিয়ে একরজনের নামে দিয়ে ফাঁসাতে চাইছেন । আসলে পুলিশ তৃণমূলের দলদাশ হয়ে কাজ করছে, নির্বাচন কমিশনও নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করছে না । ঘটনার ভারতী ঘোষকে গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল,জেলা তৃণমূলের পক্ষ থেকে জেলা শাসকের দফতরে লিখিত অভিযোগ করা হয় শুক্রবার ।

বৃহস্পতিবার রাত বারোটা নাগাদ পিংলা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা পুলিশ ও নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ করে -ভারতী ঘোষ এলাকায় ভোটারদের প্রভাবিত করতে টাকা বিলি করছে । সেই মতো পুলিশ কর্মীরা ভারতী ঘোষকে পিংলার মন্ডলবাড় এলাকায় আটাক করেন । তাঁর গাড়ি থেকে প্রায় এক লক্ষ তেরো হাজার টাকা বের করে সিজার করার গন্ডগোল চলে চারঘন্টা ধরে ।

ভারতী ঘোষ দাবি করেন- আমার পিংলা এলাকার কর্মীদের মারধোর করা হয়েছে, বাড়ি ভেঙেছে তৃণমূলের লোকজন । তাদের কাছে শুনেই পাশে দাঁড়াতেই ছুটে এসেছিলাম । পুলিশ আমাকে রাস্তাতে চারবার আটকেছে বিভিন্ন স্থানে । কয়েকবারই পরীক্ষার পরে যেতে বলে পুনরায় আটক করেছে । মন্ডলবাড় এলাকাতে পুলিশ আমাদের গাড়িতে চারজনের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে একত্রে আমার ব্যাগে রেখে দেয় । এরপর ক্যামেরা অন করে আমাকে ব্যাগ খুলে সেই টাকা বের করতে বলে । পুলিশের কথা মতো তাই করেছি । পুলিশ পরিকল্পিত ভাবে চারজনের কাছে পাওয়া টাকা গুলিকে আমার ব্যাগে দিয়ে হিসাব বহির্ভুত টাকা রাখার অভিযোগ করতে চাইছে । আমি পুলিশের চালাকি বুঝে সিজার লিস্টে সই করিনি ।পুলিশ তৃণমূলের দলদাস হিসেবে কাজ করছে,নির্বাচন কমিশনও নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করছেনা । এর বিচার মানুষ করবেন । পুলিশের পক্ষ থেকে অবশ্য কোনো প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয় নি । পুলিশ সুপার অলোক রাজোরিয়াকে ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেন নি ।

অন্যদিকে এই ঘটনার পরে পিংলা ব্লক তৃণমূলের পক্ষ থেকে ভারতী ঘোষকে গ্রেফতারের দাবিতে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয় রাতেই । শুক্রবার সকালেও তৃণমূলের অবরোধ বিক্ষোভ চলে । তৃণমূলের জেলা সভাপতি অজিত মাইতি বলেন- ' চৌকিদার চোর হ্যায়-সেটা আরও একবার প্রমানিত হয়েছে । আমরা জেলা শাসকের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি । তাঁর বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা নিতে আর্জি করেছি । ' এবিষয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন- ' আমরা প্রচারের বের হলে একটা টাকা রাখতে হয়, কারন নিরাপত্তাকর্মী, সঙ্গীদের খাওয়াদাওয়া, গাড়ীর খরচ থাকে । কিন্ত কতটা টাকা ছিল, উদ্ধার হয়েছে সেটা দেখতে হবে, আইন আইনের পথে কাজ করবে ।' বিকেলে জেলার চন্দ্রকোনা রোডে প্রচারে বেরিয়ে কৈলাশ বিজয়বর্গীয় বলেন-' পুলিশ মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর চেষ্টা করছে । টাকা থাকলেও তার বৈধতা রয়েছে কাগজপত্রে । ভুয়ো মামলা দিচ্ছে , কারন উনি জিততে চলেছে বলে ।'

নারী ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ

শান্তনু রায়

প্রবল দহন দিনে এবং ভোট উৎসবের মাঝে এল চির নুতনের ডাক দেওয়া কবির শত উনষষ্ঠীতম যার নাম উচ্চারিত হলে 'সবার প্রথমে ধানের শিষে দুধটুকু জমে'। "আজ পৃথিবীর সর্বত্রই মেয়েরা চৌকঠ পেরিয়ে বিশ্বের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন এই বৃহৎ সংসারের দায়িত্ব তাদের স্বীকার করতেই হবে, নইলে তাদের লজ্জা, তাদের অকৃতার্থতা। আমার মনে হয়, পৃথিবীর নতুন যুগ এসেছে অতি দীর্ঘকাল মানবসভ্যতার ব্যবস্থাভার ছিল পুরুষের হাতে। এই সভ্যতার রাষ্ট্রতন্ত্র অর্থনীতি সমাজশাসনতন্ত্র গড়েছিল পুরুষ। মেয়েরা তার পিছনে প্রকাশহীন অন্তরালে থেকে কেবল করেছিল ঘরের কাজ। এই সভ্যতা হয়ে ছিল একঝোঁকা। এই সভ্যতায় মানবচিত্তের অনেকটা সম্পদের অভাব ঘটেছে। সেই সম্পদ মেয়েদের হৃদয়ভাণডারে কৃপণের জিন্মায় আটকা পড়ে ছিল।

আজ ভাণ্ডারের দ্বার খুলেছে। ঘরের মেয়েরা প্রতিদিন বিশ্বের মেয়ে হয়ে দেখা দিচ্ছে। এই উপলক্ষে মানুষের সৃষ্টিশীল চিত্তে এই যে নূতন চিত্তের যোগ, সভ্যতায় এ আর একটি তেজ এনে দিল। আজ এর ক্রিয়া প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ চলছে। একা পুরুষের গড়া সভ্যতায় যে ভারসামঞ্জস্যের অভাব প্রায়ই প্রলয় বাধাবার লক্ষণ আনে, আজ আশা করা যায় ক্রমে সে যাবে সাম্যের দিকে।

নবযুগের এই আহ্বান আমাদের মেয়েদের মনে যদি পৌঁছে থাকে তবে তাঁদের রক্ষণশীল মন যেন বহু যুগের অস্বাস্থ্যকর আবর্জনাকে একান্ত আসক্তির সঙ্গে বুকে চেপে না ধরে। তাঁরা যেন মুক্ত করেন হৃদয়কে, উজ্জ্বল করেন বুদ্ধিকে, নিষ্ঠা প্রয়োগ করেন জ্ঞানের তপস্যায়। মনে রাখেন, নির্বিচার অন্ধরক্ষণশীলতা সৃষ্টিশীলতার বিরোধী। সামনে আসছে নূতনসৃষ্টির যুগ। সেই যুগের অধিকার লাভ করতে হলে মোহমুক্ত মনকে সর্বতোভাবে শ্রদ্ধার যোগ্য করতে হবে, অজ্ঞানের জড়তা এবং সকলপ্রকার কাল্পনিক ও বাস্তবিক ভয়ের নিম্নগামী আকর্ষণ থেকে টেনে আপনাকে উপরের দিকে তুলতে হবে। ফললাভের কথা পরে আসবে,এমনকী না আসতেও পারে, কিন্তু যোগ্যতালাবের কথা সর্বাগ্রে"।

নারী ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ সচেতন প্রত্যয়ী ছিলেন। রবীন্দ্র-সৃষ্ট নারী চরিত্ররা এই আলোকে গড়ে উঠেছে গড়পতা বঙ্গনারীর থেকে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম।

চির আধুনিক রবীন্দ্রনাথ তাঁর যুগের থেকে অনেক এগিয়েছিলেন, তাঁর সৃজিত নারী চরিত্রেরাও। তাঁরা পুরুষের ছায়াসঙ্গী না হয়ে আপন স্বতন্ত্র সত্তায় সমুজ্জ্বল। সেই সময়কার কঠোর রক্ষণশীল এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের আবরণ ভেদ করে নিজের আলো যেভাবে তার সৃষ্টি নারী চরিত্রের উপর ফেলেছেন তা অবশ্যই প্রশংসীয়। তাই তাঁর সৃষ্টি নারীচরিত্র সমসাময়িক বঙ্গরানীতে সীমায়িত না থেকে তাঁর চেতনার আলোক উজ্জ্বল-ভাস্কার।

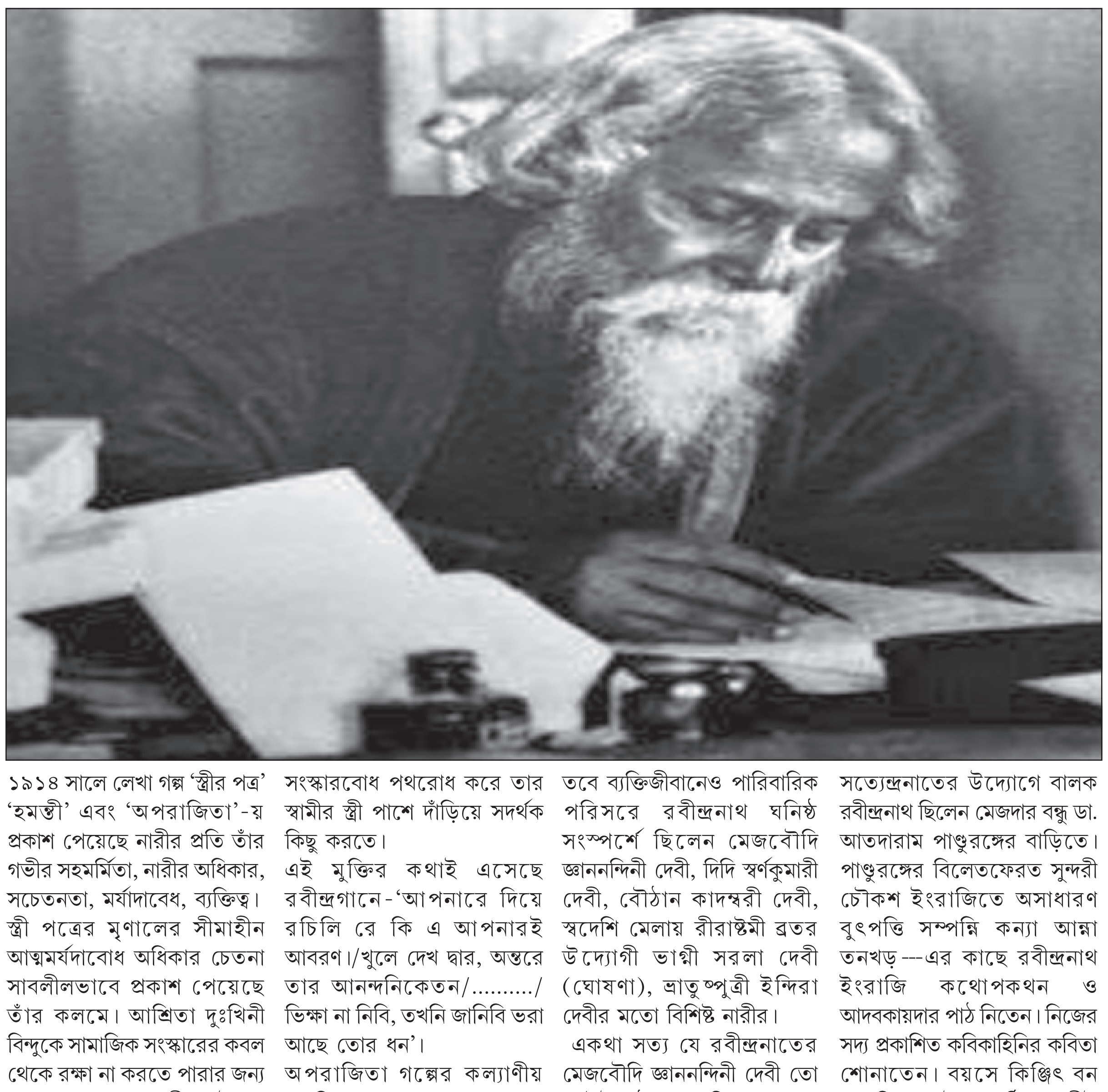

১৯১৪ সালে লেখা গল্প 'স্ত্রীর পত্র' 'হমন্তী' এবং 'অপরাজিতা'-য় প্রকাশ পেয়েছে নারীর প্রতি তাঁর গভীর সহমর্মিতা, নারীর অধিকার, সচেতনতা, মর্যাদাবেধ, ব্যক্তিত্ব। স্ত্রী পত্রের মৃণালের সীমাহীন আত্মমর্যদাবোধ অধিকার চেতনা সাবলীলভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কলমে। আশ্রিতা দুঃখিনী বিন্দুকে সামাজিক সংস্কারের কবল থেকে রক্ষা না করতে পারার জন্য আক্ষেপ এবং নারীর উপর সমাজের চাপিয়ে দেওয়া সংস্কারের প্রতিবাদে সে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয় পারিবারিক পরিসর থেকে। মৃড়াল সুন্দরী কিন্তু বৃদ্ধিমতীও। থাঁর রূপের কদর শ্বশুরবাড়িতে হলেও গুণ কিন্তু সমাদর পায়নি। তাই হয়ত মৃণাল বলেছিল, "আমার একটা জিনিস তোমাদের ঘরকন্নার বাইরে ছিল, সেটা কেউ তোমরা জানোনি। আমি লুকিয়ে কবিতা লিখতুম। সে ছাইপাশ যাই হোক না কেন, সেখানে তোমাদের অন্দরমহলের পাঁচিল ওঠেনি, সেইখানে আমার মুক্তি, সেইখানে আমি আমি"। আজও এই উক্তি যেন নারীমুক্তির প্রশ্নে এক দিশার ইঙ্গিত দেয়।

আবার সামাজিক অভিশাপে জর্জরিত হৈমন্তী স্বামীগৃহে শত অপমানেও ধৈর্যচ্যুত হয়নি। একান্ত অসহায়তার মধ্যেও তাঁর ব্যক্তিত্বে স্থলন ঘটেনি। যদিও সামাজিক সংস্কারবোধ পথরোধ করে তার স্বামীর স্ত্রী পাশে দাঁড়িয়ে সদর্থক কিছু করতে। এই মুক্তির কথাই এসেছে রবীন্দ্রগানে-'আপনারে দিয়ে রচিলি রে কি এ আপনারই আবরণ।/খুলে দেখ দ্বার, অন্তরে তার আনন্দনিকেতন/........../ ভিক্ষা না নিবি, তখনি জানিবি ভরা আছে তোর ধন'।

অপরাজিতা গল্পের কল্যাণীয় সাহসিকতা, দৃঢ় মনোবলের প্রকশ পায় যৌতুকের দাবিতে জটিলতা হওয়ার বিয়েটা নিজেই ভেঙে দেওয়ার মধ্যে। আবার 'যোগাযোগে'র কুমু তাঁর ব্যক্তি স্বাধীনতাকে ইঙ্গিত দিয়ে বলে---"এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যও খোয়ানো যায় না।......... মানুষ যখন মুক্তি চায়, তখন কিছুতেই তাকে ঠেকাতে পারে না।"

এরকমই সমাপ্তির মৃন্ময়ী, দেনাপাত্তনার নিরুপমা, রক্তকরবী নন্দিনী, রাজা ও রানির রানি, শ্যামা নৃত্যুনাট্যের সুন্দরী শ্যামা, মায়ার খেলার প্রমদা, চিত্রাঙ্গদার চিত্রাঙ্গদা---সকল নারী চবিত্রই তাঁরআলোকে অনন্যা।

ঠাকুরবাড়ির রীতি অনুযায়ী, তেরো বছর বয়সে মাতৃহারা হওয়ার আগেও দৈনন্দিনে মাতৃস্নেহের পরশ লাভের সুযোগ ছিল না কিশোর রবির। তবে ব্যক্তিজীবনেও পারিবারিক পরিসরে রবীন্দ্রনাথ ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে ছিলেন মেজবৌদি জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, দিদি স্বর্ণকুমারী দেবী, বৌঠান কাদম্বরী দেবী, স্বদেশি মেলায় রীরাষ্টমী ব্রতর উদ্যোগী ভাগ্নী সরলা দেবী (ঘোষণা), ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীর মতো বিশিষ্ট নারীর।

একথা সত্য যে রবীন্দ্রনাতের মেজবৌদি জ্ঞাননন্দিনী দেবী তো বটেই ঠাকুরবাড়ির অপর মহিলারারও সেই সময় বাংলার শিক্ষিত রুচিশীল মেয়েদের সমাজের প্রতিনিধি ছিলেন, অনেক জাতীয় রাজনীতির স্রোতের সঙ্গেও চিলেন।

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখ্যোপাধ্যায়লিখছেন—রবীন্দ্রনাথের জন্মের পর হইতেই তাহদের অনুতপুরের মধ্যে এক দ্রুত পরিবর্তন চলিতেছিল। স্ত্রী স্বাধীনতার নব্য আন্দোলনের অগ্রণী ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। সত্যেন্দ্রনাথ যেদিন খোলা ফিটন গাড়িতে স্ত্রীকে লইয়া জোড়াসাঁকোর বাড়ি হইতে বাহির হইলেন আর যেদিন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁহার স্ত্রী ঘোড়ায় চড়িয়া গড়ের মাঠে বেড়াইতে গেলেন, সেদিন ঘরে বাহিরে যে ছিঃ ছিঃ রব উঠিয়াছিল, তাহর রেশ মিটতে বহুকাল লাগে। আবারবিলেত যাওয়ার পূর্বে মেজাদা সত্যেন্দ্রনাথের উদ্যোগে বালক রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মেজদার বন্ধু ডা. আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গের বাড়িতে। পাণ্ডুরঙ্গের বিলেতফেরত সুন্দরী চৌকশ ইংরাজিতে অসাধারণ বুৎপত্তি সম্পন্নি কন্যা আন্না তনখড়---এর কাছে রবীন্দ্রনাথ ইংরাজি কথোপকথন ও আদবকায়দার পাঠ নিতেন। নিজের সদ্য প্রকাশিত কবিকাহিনির কবিতা শোনাতেন। বয়সে কিঞ্চিৎ বন আধুনিক। এই মারাঠি তরুণীই রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রথম নারী যিনি অনেকদিন পর্যন্ত কবিহৃদয়কে অধিকার করেছিলেন। তাঁর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নাম দিয়েছিলেন নলিনী।

দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাতের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী ওরফে নতুন বউঠানের প্রভাবও তরুণ রবীন্দ্রনাতের জীবনে ছিল। হৃদয়ের গভীর সখ্যতাও। বিয়ের পর ন'বছর বয়সী কাদম্বিনী যখন ঠাকুরবাড়িতে আসেন তখন তিনি সময়বসী হিসেব দু'বছরের অনুজ রবীন্দ্রনাথকে, কাজেই তাঁদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই এক সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। হয়ত অসুখী ও দুঃিনী তিনি তাঁর দুঃখ বেদনা ভাগ করে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন সময়বসী দেবরের সঙ্গে। একসময় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মের প্রথম পাঠিকা ছিলেন তিনি, ছিলেন উৎসাহদাত্রী।

প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ রক্তমাসের মানুষ ছিলেন—এমন তত্ত্বের অজুহাতে এই মধুর নির্মল সম্পর্ককে বক্র দৃষ্টিতে এক বিবাহবহির্ভূত নিষিদ্ধ সম্পর্কের ইঙ্গিত করা বা কাদম্ববী দেবীর অল্প বয়সেই আত্মহত্যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে জড়িত করা কেবলমাত্র অতিসরলীকরণ নয়, অসুস্থ মানসিকতাও পরিচয়। স্বকপোলকল্পিত ধারণায় 'সুইসাইড নোট' নাম দিয়ে একখানি জম্পেশ উপন্যাস লেখা হলেও সত্য এই যে কাদম্বরী দেবীর কোনও সুইসাইড নোট পাওয়া যায়নি।

প্রশান্ত কুমার পাল রবিজীবনীতে (৩য় পর্ব, পাতা ২০৪) বলেছেন—কাদম্বরী দেবীর আত্মহনন স্বভাবতই সকলের কৌতূহল উদ্রেক করে। কিন্তু মৃত্যুর যথার্থ কারণ সম্বন্ধে ওয়াকিবাহল ব্যক্তিরা এমন সুকণ্ঠের নীরবতা অবলম্বন করেছিলেন যে ওই স্বাভাবিক কৌতূহল প্রায়শই অসুস্থ বিকারের চেহারা নিয়েছে ও অনেক মুখরোচক গল্পের জন্মদান করেছে। আবার অমল হোম নাকি রবীন্দ্রনাথের ছোট দিদি বর্ণকুমারী দেবীর কাছ থেকে জেনেছিলেন পরে যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ধোপার বাড়িতে দেওয়া জোব্বার পকেটে সেই দিনের এক বিখ্যাত অভিনেত্রীর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতার পরিচয়ক কতগুলি চিঠিপাওয়া যায়। সেই চিঠিগুলি পেয়ে কাদম্বরী দেবীর ওইদিন বিমান হয়ে কাটান। সেই চিঠিগুলিই তাঁর আত্মহত্যার কারণ এইকথা নাকি কাদম্বরী দেবী লিখে গেছেন। তাঁর সেই লেখাটি ও চিঠিগুলো সবই মহর্ষির আদেশে নষ্ট করে ফেলা হয়। কিন্তু এই বক্তব্যও কতখানি গ্রহণযোগ্য সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

(সৌজন্যঃ স্টেটসম্যান)

বিশ্ব সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা দিবস

নাহীর মজুমদার

৩ মে বিশ্ব সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা দিবস world Press Freedom Day যার সূচনা হয়েছিল রাষ্ট্রসংঘে ইউনেস্কো-র তত্ত্বাবধনে ১৯৯৩ সালে। এক-একবার এক এক রাষ্ট্রে এই দিবসটি পালিত হয়। এবার হচ্ছে ইথিওপিয়া-র রাজধানী আদ্দিস আবাবায়। এই বার্ষিক উদ্‌যাপনের মূল উদ্দেশ্য, গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদমাধ্যমে ও সাংবাদিকদের অবাধ পেশাগত স্বাধীনতাকে স্মরণ করা। অথচ সেই সংবাদমাধ্যমে, যাকে বলা হয় সমাজদর্পণ, আজ তা বিপন্নতার মুখে। সাংবাদিকদের নিভীক কলম ও বক্তব্যকে এক ধরনের স্বার্থান্বেষী ক্ষমতালোভী উতরোত্তর বাধা সৃষ্টি করে চলেছে। ওইসকল প্রভাবশালী ব্যক্তি, বণিক গোষ্ঠী রাজনৈতিক দল ইত্যাদির স্বার্থে ঘা পড়লে, তাদের 'ইমেজ' ক্ষুণ্ণ হলে কিংবা ন্যায়ের পথে থেকেই 'ওদের' অন্যায় কাজে বাধা সৃষ্টি করলে, পাপকাজ গণমাধ্যমে ছড়িয়ে দিলে, কোনও গোপন অসামাজিক তথ্য 'লিখ' করে দিলে অথবা ওদের স্বার্থবিরোধী কোনও তথ্য বেরিয়ে গেলে—ধরো মারো খুন করো সাংবাদিককে। এই হয়েচে ইদানিং বিশ্বে এবং আমাদের দেশের সাংবাদিকদের পেশায় হস্তক্ষেপের নমুনা। তাদের অলিখিত ফতোয়া—সাংবাদিকরা সমাজের অন্ধকার দিক নিয়ে কিছু বলতে বা লিখতে পারবেন না। অন্যথায় লাঠৌষধি বা গুলি।('If you believe in Journalism, you don't inult Journal- ists-Leo Tolstoy')

...........তা হচ্ছে কোথায়, কে পাত্তা দেয়? সাম্প্রতিককালে বেঙ্গালুরুতে গৌরী লঙ্কেশ-এর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের দগদগে ঘা এখনও শুকোয়নি। এতবড় সাম্প্রতিক খবর নিয়ে নতুন করে কিছু লেখার নেই। তাঁকে খুন করা হবে, এমন আগাম খবর থাকা সত্ত্বেও 'লঙ্কেশ' সাময়িকপত্রের সম্পাদিকাকে খুন হতে হল, প্রকাশ্যে বাড়ির আঙিনায়। কী হল? কোথায় শাস্তি পেল বর্বর খুনিরা? শুধু শুধু হাস্যকর বার্ষিখ আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার কথা আওড়ালেই হবে? তী বিচার হয়েছিল ফরাসি সাময়িকপত্রে সাংবাদিকের হত্যাকাণ্ডের?

এদেশে গত ২৭ বছরে ৪৮ জন সাংবাদিক বরোচিতভাবে খুন হয়েছেন। ৩৪ জন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড় কোনওরকমে বেঁচে এসেছেন। গত ১০ বছরে সাংবাদিক খুন হয়েছেন ১৮ জন নির্ভীস পুরুষ, ২০০৭ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে নিহতের সংখ্যা ১৩ জন। গত বছর প্রাণ হারিয়েছেন ১১ জন এবং গুরুতরভাবে আক্রান্ত হয়ে বেঁচে গেছেন ৪৬ জন। ২০১৬-তে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বেঁচে যান ৩১ জন। যা ২০১৭ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৭৭-এ। এতসব ধারাবাহিক খুন, আঘাতের পরও তেমন কোনও সরকারি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চোখে পড়েনি।

('If you believe in jourmalism, you don't in- sult good journalists. Be- cause journalism is the mirror of our world sociedy.-pulizer')

...........কিন্তু কী করুণ এই আপ্তবাক্যের পরিণতি। ভারতের ক্ষেত্রে প্রায় প্রতি বছরই সাংবাদিক হত্যার ঘটনা সংগঠিত হচ্ছে এবং তা ক্রমবর্ধমান। সমীক্ষায় দেখা গেছে, নিহত বা আহত সাংবাদিকরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শহরতলি বা মফস্‌সলের সংবাদপত্র কিংবা টিভি চ্যানেলের প্রতিনিধি। এঁদের অপরাধ, স্থানীয় প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান, বণিক গোষ্ঠী কিংবা রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে তাদের সততার প্রশ্ন আঙুল তুলে অনুসন্ধানমূলক আসল তথ্য প্রকাশ করে দেন অথবা ব্যবসায়িক দুষ্কর্ম নিয়ে লেখালেখি করে নির্দিষ্টি রাজনৈতিক দলের শত্রুবাজন হয়েছেন। শহরাঞ্চলের বহুমুখী জাতীয় সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে এই সমস্যা নেই, কারণ তাঁরা জানেন গণমাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে কীভাবে বোঝাপড়া করে নিতে হয়। ছোটখাটো সংবাদসংস্থাগুলির একদিকে যেমন সেরকম গুরুত্ব নেই, তেমনি অত্যুৎসাহী সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকরাও কোনও খবর করার আঘে পরের সম্ভাবনা না ভেবেই সেই তদন্তমূলক সংবাদ পরিবেশনে উঠেপড়ে লাগে। ফলত যা বহার তাই হয়। যেমন গৌরী লহেকশ জানতেন রোহিঙ্গা ইস্যুতে তাঁর অতিবাম মনোভাব তাঁকে প্রশাসনের শত্রু করে তুলেছিল। কিন্তু তিনি আপস না করে অকালে প্রাণ দিলেন। শহরতলি বা মফস্‌সলে সোশ্যাল করাপশানটা বেশি এবং সংস্থাগুলিও প্রশাসনের সঙ্গে বোঝাপড়ার সুবাদে তুলনামূলকভাবে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত। এদের বিরুদ্ধে লড়াই করা মুশকিল বলে আশায় ভরপুর সৎ-সাংবাদিকতার সাহস দেখাতে গিয়ে মূলত আঞ্চলিক সংবাদদাতারা সৎ ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং নিজ দায়িত্বে করতে গিয়ে অকালে প্রাণ দিচ্ছেন। সংবাদমাধ্যমগুলিও তেমন প্রতিশক্তিশালী না হওয়ায় সহকর্মীদের এভাবে প্রাণদান মেনে নেন। বৃহৎ সংবাদমাধ্যমে হলে এভাবে কথায় কথায় প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি নিত না, নেয়াও না।

('Jourmalism will kill, but it will keep you alive, while you are at it-abraham lincolnŠ ভারতীয় সংবিধানের ১৯ (১) (এ) ধারায় মানুষের বাক্‌স্বাধীনতা এবং স্বাধীন মতপ্রকাসের কথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে, যেক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমও অন্তর্ভুক্ত। যাতে রয়েছে সার্বভৌমত্ব, সংহতি, মৈত্রী, পারস্পরিক তথ্য বিনিময় ইত্যাদি। সবিধান মতে যে কোনও সংবাদমাধ্যম কাউকে অন্যায়ভাবে আঘাত বা তার ক্ষতি না করে যে কোনও গঠনমূলক সংবাদ বা সমালোচনা পরিবেশন করার পূর্ণ অধিকার আছে। কিন্তু এদেশে বাস্তব তা বলে না। তা না হলে পি বছর এত সাংবাদিককে প্রাণ বিসর্জন দিতে হত না তথা কোনও কিছু তদন্তমূলক তথ্য পেশের আগে আপন প্রাণভয়ের কারণটা বন হয়ে দেখা দিতে না প্রসঙ্গত সংবিধানে অন্যায়ভাবে তথ্য পরিবেশনের বিরুদ্ধে লিখিত অনুশাসন আছে। ওইসকল ক্ষেত্রে সংবিধানের ধারা (আইপিসি) ৩২৫,৩২৬,৩২৬ (এ) ও ৩২৬ (বি) আছে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি এমন যে প্রভাবশালী অভিযুক্তরা আইনকে তোয়াক্কা না করে বিধানকে প্রভাবিত করে নিজে বা ভাড়াটে খুনি লাগিয়ে অর্থ ও পেশীবলের আনুকুল্যে নিরীহ সৎ সাংবাদিককে কোতল করেছে, গুলি করে খুন করানো হচ্ছে, মেরে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিচ্ছে। ওইসকল অসৎ প্রভাবশালী সচ্চল পেশীবলধারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হাত এতই প্রসারিত যে, প্রশাসন এদের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারে না। এমন বলপূর্বক প্রতিপত্তিশালীদের বিস্তৃত প্রভাব না থাকলে ফি বছর গুণে গুণে এতগুলি তরতাজা আশাবাদী তরুণ সাংবাদিক প্রাণ হরাত না। দুর্নীতি নিয়ে কিছু লেখা বা বলার আগে প্রাণভয়টা আজ বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনটি হলে সাংবাদিকরা কীভাবে আপস না করে সমাজ সংস্কার করবে?

২০১৭ সালের সাংবাদিক খুনের বিস্ব সমীক্ষার সুমারী অনুযায়ী পৃথিবীর১৮০ টি রাষ্ট্রের মদ্যে ভারতের স্থান ১৩৬-এ । যার মধ্যে দেশের প্রথম ১০টি শীর্ষ স্থানাধিকারী রাজ্য হল। প্রথমেই মধ্যপ্রদেশ, তারপর মণিপুর, মরাহাষ্ঠর, গুজরাত, উত্তরপ্রদেশে, বিহার, মেঘালয়, ত্রিপুরা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং ঝাড়খণ্ড। সমীক্ষায় বলা হয়েছে, প্রতিদিনই বিশ্বের কোথাও না কোথাও সাংবাদিক খুন হচ্ছেন।

পৃথিবীর সর্বত্র যদি সাংবাদিক হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে দ্রুতার সঙ্গে কঠোরতম শাস্তিভিধানের ব্যবস্থা থাকত তাহলে এমন পরিণতি হত না। ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়। এমনটি হলে সারা পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের দেশের ও আর্থ -সামাজিক স্বচ্ছতা জোরালো হত। কিন্তু তা হয় না। হতে দেখা যাচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গেরও দেখা গেছে বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচন সাংবাদিকরা লক্ষ্যবস্তু হয়ে নিপীড়নের শিকার হয়। নিপীড়নের শিকার হয়। অথচ তাঁরা কোনও দলের নন, দলের হয়ে কলম ধরেন না। অথচ উন্মত্ত জনতার টার্গেট এঁরাই হন। এবারের চলতি লোকসভা নির্বাচনে তার ব্যতিক্রম হয়নি। এই সমাজশত্রুদের দ্রুত চিহ্নিত করে যথাযথ শাস্তিবিধারেন ব্যবস্থা থাকলে এমনটা হয় না, হত না। সাংবাদিক তো নির্বাচন 'কভার'-এ নিযুক্ত। কোনও দলের প্রতিনিধিত্ব করেন না। উন্মত্ত জনতার তাণ্ডবলীলা তাঁরা ধরে ফেলবেন বলে কিংবা ওরা প্রচারে থাকবে বলে এমন জঘন্য লীলা করে আসছে। 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।' কোনও দলই এদের বরখাস্ত করে বাংলার জনতার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন না। এমনধারা চলে আসছে প্রতিটি নির্বাচনে এবং কখনোসখনো দলীয় সভা কভার করতেগিয়ে মহিলা সাংবাদিকরা পর্যন্ত রেহাই পান না।

এমন যদি চলতে থাকে, তাহলে সৎ ও নির্ভীক সাংবাদিকতা শুধু কথায় কথা হয়ে থাকবে। এমন হলে ৩ মে বিশ্ব সংবাদমাধ্যমের স্মরণিক স্বাধীনতা দিবস পালন করা এক বার্ষিক হাস্যরসের দিন হিসাবে পরিগণতি হবে। সাংবাদিকরা পেশাগতভাবে সমাজের প্রতিচ্ছবি, আয়না এবং এঁরা থাকেন সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায়। এমনটাই তো প্রয়োজন নিজ এলাকা দেশ থেকে সারা পৃথিবীর উন্নয় যাত্রায় সাংবাদিকদের নিরপেক্ষ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এর স্মরণিকই বার্ষিক উদ্‌যাপন। কিন্তু বাস্তবে দেখছি উল্টোটাই। সততার ব্রত নিয়ে যে সাংবাদিক সমাজের সুস্থতা বজায় রাখতে, অন্যায় কাজ, কুকীর্তি প্রকশ করে কিংবা তদন্তমূলক খবর করে দুস্কৃতীদের কুনজরে পড়ে, টার্গেট হয়, তাঁদের অবস্থা আজও অসহায়। এঁরা সৎ-সাংবাদিকতায় শপথ নিয়ে গুলির মুখে পড়ে। সংবিঘানে কঠোরতম বিচারের কথা বলা খারলেও অদ্যাবধি তেমন দৃষ্টান্ত আমাদের নজরে আসেনি, কঠিনতম বিচারও দেখা যায়নি। সাংবাদিকতার সৎ পেশাকে যাঁরা ব্রত করে দেশের সেবায নিজেদের উৎসাহভরে নিয়োজিত করেন, তাঁদের প্রতিটি পদক্ষেপে জীবনের ঝুঁকি বর্তমান। এঁরা কলমী সৈনিক। সৎ সাংবাদিকতাকে বাস্তবরূপ দিতে গেলে দুর্নীতি রোধে এঁদের জীবনের ঝঁকি কহতব্য নয়।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বলেচিলেন—'সাংবাদিকরাই সমাজে তথা বিশ্বে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। নিশ্চিত করতে পারেন মানুষের সুখশান্তি ও সৌহার্দ্যের পরিবেশ।' অথচ এঁরাই আজ ওই পেশায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিযুক্ত। তবু আশা ও স্বপ্ন—সাংবাদিকতার আনুকূল্যে ভভিষ্যতে একটি সুন্দর স্বচ্ছ শান্তিময় বিশ্বের বাস্তবায়ন। অভিনন্দন ৩ মে-র স্মারক দিবস।

(সৌজন্যঃ স্টেটসম্যান)

সেন্ট্রাল পিলার অফ ডেমোক্রেসি'র কর্মকর্তারা সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। ছবি- নিজস্ব।

নির্বাচনে দশভূজা : হারানো দূর্গ পুনরুদ্ধারে প্রতিজ্ঞ জঙ্গলমহলের দেবলীনার

ঝাড়গ্রাম, ১০ মে (হি. স.) : জঙ্গলমহল দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন ঝাড়গ্রামের সিপিএম প্রার্থী দেবলীনা হেমব্রম। দল আর তাঁর নিজের আকাশছোঁয়া আশা। সেই আশা পূর্ণ হবে কিনা, সময়ই তার উত্তর দেবে। ১৯৭৭ থেকে ২০০৯ টানা ৩২ বছর ঝাড়গ্রাম লোকসভা আসনে জিতেছে সিপিএম। এবার বিভিন্ন সমীক্ষায় সিপিএমের পায়ের তলার মাটির শক্তি নিয়ে যখন প্রশ্ন উঠছে, দাঁতে দাঁত চেপে হারানো সাম্রাজ্য ফিরে পেতে চাইছেন দেবলীনা। শুক্রবার সকালে তিনি 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বললেন, "যত বেশি করে পারছি লোকের কাছে যাচ্ছি। ওঁদের আবেগ আমাকে শক্তি দিচ্ছে। ওঁদের স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসা আশার আলো জাগাচ্ছে আমার মনে।" নিজের কথা বলতে গিয়ে এই প্রতিবেদককে বললেন, 'শৈশবেই বাবা মারা যান। মাধ্যমিকের গন্ডী পার না হতেই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছিলাম রাজনীতি, আরও স্পষ্ট করে বললে সিপিএমের সঙ্গে। বিয়েও করি দলের সর্বক্ষণের এক কর্মীকে। একটি ছেলে হয়। স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। ১৯৯৬-তে প্রথম বিধায়ক

হই। এর পর আরও একবার বিধায়ক, এক বার মন্ত্রী হয়েছি।" অভীষ্ঠ লক্ষ্যপূরণ যে সহজ কাজ নয়, নির্বাচন কমিশনের তথ্যই তা বলে দিচ্ছে। ১৯৯৯-তে ঝাড়গ্রাম লোকসভায় সিপিএম পায় প্রদত্ত ভোটের ৫০.২৮ শতাংশ। ২০০৪-এ বেড়ে হয় ৬৪ শতাংশ। ২০০৯-এ ৫৬.৯৬ শতাংশ। '১৪-র ভোটে হয় পরিমাণটি আরও কমে। এখন অশীতিপর, কিন্তু অতীতে এই বিনপুরেই কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন গড়ে তোলার অন্যতম কাণ্ডারি ছিলেন ভরত হেমব্রম। গত ২৩ মার্চ সকালে ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুরের সেই বর্ষীয়ান নেতার বাড়ি থেকেই লোকসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করেন দেবলীনা। প্রচারে শামিল হন পার্টির জেলা সম্পাদক পুলিন বিহারী বাস্কে, পার্টি সংগঠক ঐক্য নামাতা প্রমুখ।

গত ৩ ফেব্রুয়ারি বামফ্রন্টের বিভিন্ন দলের নেতারা উপস্থিত ছিলেন ব্রিগেডের মঞ্চে। বিমান বসু, সীতারাম ইয়েচুরি সহ শরিকদলের নেতাদের পর বলার সুযোগ পেয়েছিলেন জঙ্গলমহলের এই সিপিএম নেত্রী। তাঁকে সামনে এনেই আদিবাসী ভোটব্যাঙ্ক পুনরুদ্ধারের আশায় সিপিএম। আবেগ নির্ভর্ক যুক্তিপূর্ণ ভাষণে বাজিমাত করেন দেবলীনা। সে দিন তিনি বলেন, "রাজ্যে ঢপবাজির সরকার চলছে। নানা সময়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে। তারপর আর কিছুই হচ্ছে না। কথা না বলে কাজ করে দেখাক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার।"

সে দিন কানহাইয়া আসেননি। থেকেও প্রায় না থাকার মতনই বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। এই সুযোগে ব্রিগেড মাতান সিপিএমের আদিবাসী নেত্রী দেবলীনা। 'ঢপবাজ' বলে তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ করে শিক্ষা ও কাজের অধিকার সুনিশ্চিতের দাবি জানান ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে। কখনও বাংলা, মাঝে মাঝে সাঁওতালিতে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রীর বক্তৃতায় করতালিতে ফেটে পড়ে ব্রিগেডের মাঠ। তাঁর ভাষণে তোলপাড় ওঠে ব্রিগেডের ঘাসে। সিপিএমের তাবড় তাত্ত্বিক নেতাদের সরিয়ে দেবলীনা হেমব্রমের সেই উত্তাল ভাষণ শিরোনামে আসে সংবাদমাধ্যমে। এর পর আবার আলাদাভাবে নিজেকে চেনান দেবলীনা। গরম থেকে বাঁচতে সকল প্রার্থীরা যেখানে ডাবের জল, লস্যি, ফলাহারের দিকে ঝুঁকছেন, ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রের বামপ্রার্থী দেবলীনা সেখানেও "আন্দোলন" তোলেন। গরম রুখতে আর ভোটে প্রচারে পেট ভরাতে দেবলীনা বেছে নিয়েছেন পান্তাভাত আর কাঁচা পেঁয়াজ।

২০১৭-র ২ এপ্রিল বাঁকুড়ার খাতরায় সিপিএমের সাংগঠনিক সভা করার সময় আক্রান্ত হন রাজ্যের প্রাক্তন অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ মন্ত্রী দেবলীনা। তৃণমূল দুষ্কৃতীরা বোমা, লাঠি নিয়ে হামলা চালায় বলে সিপিএমের তরফে অভিযোগ করা হয়। বেলপাহাড়ি ,বাঁশপাহাড়ি, ভুলাভেদা, ওড়লি, চাকাডোবা, ছুরিমারা, বামুনডিহা এলাকায় কার্যত চষে বেড়াচ্ছেন দেবলীনা। বিচার চাইছেন মানুষের কাছে। ফাটল মেরামত করে পুরনো লাল দূর্গ ফিরিয়ে দিতে চাইছেনয়দলকে। মাঝে আর মাত্র একটা দিন। রবিবার ঝাড়গ্রামের ভোটে কী হবে, নজর অনেকের।

শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দক্ষিণাঞ্চলীয় জাপান

টোকিও, ১০ মে (হি.স.): ফের ভূমিকম্পের আতঙ্ক জাপান-এঊ এবার শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দক্ষিণাঞ্চলীয় জাপানঊ রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল যথাক্রমে ৬.৩ ও ৫.১ঊ পৃথক ভূকম্পন সত্ত্বেও ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নিঊ জারি করা হয়নি সুনামি সতর্কতাওঊ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) এবং জাপানের আবহাওয়া দফতর-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, স্থানীয় সময় অনুযায়ী শুক্রবার সকাল ৮.৪৮ মিনিট নাগাদ ৬.৩ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় দক্ষিণাঞ্চলীয় জাপানের উপকূলেঊ প্রথম ভূমিকম্পের প্রায় ১৯ মিনিট পর ৯.০৭ মিনিট নাগাদ আবারও ভূকম্পন অনুভূত হয় ওই একই অঞ্চলেঊ দ্বিতীয় ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৫.১ঊ

জাপানের আবহাওয়া দফতর-এর পক্ষ আরও জানানো হয়েছে, শুক্রবার সকাল ৮.৪৮ মিনিট নাগাদ ৬.৩ তীব্রতা ভূকম্পন অনুভূত হয় দক্ষিণাঞ্চলীয় জাপানের উপকূলেঊ ভূমিকম্পের উতস্থল ছিল কিউশু আইল্যান্ডের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত মিয়াজাকি শহরের উপকূলে, ভূপৃষ্ঠের ২৪ কিলোমিটার গভীরেঊ শক্তিশালী ভূকম্পন সত্ত্বেও ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নিঊ এছাড়াও জারি করা হয়নি সুনামি সতর্কতাঊ ৬.৩ তীব্রতার ভূমিকম্পের কিছু পরই সকাল ৯.০৭ মিনিট ৫.১ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় ওই একই অঞ্চলে।

নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ সোপোরে

শ্রীনগর, ১০ মে (হি.স.): কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি নিকেশ অভিযানে লাগাতার সাফল্য পাচ্ছে নিরাপত্তা বাহিনীঊ আবারও দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলাঊ শুক্রবার সকালে শোপিয়ান জেলার আমশিপোরা-রামনগরী গ্রামে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে কুখ্যাত একজন সন্ত্রাসবাদীঊ নিহত সন্ত্রাসবাদীর নাম হল- ইশফাক আহমেদ সোফি ওরফে আবদুল্লাহ ভাইঊ নিহত জঙ্গির বাড়ি উত্তর কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার সোপোরে টাউনশিপের মডেল টাউন এলাকায়ঊ সাময়িকের জন্য গুলির লড়াই থেমে যাওয়ার পর এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদঊ

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ঊর্ধতন এক কর্তা জানিয়েছেন, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলার আমশিপোরা-রামনগরী গ্রামে লুকিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদীঊ বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে শুক্রবার ভোর থেকেই আমশিপোরা-রামনগরী গ্রামে তল্লাশি অভিযান শুরু করে নিরাপত্তা বাহিনীঊ তল্লাশি অভিযান চলাকালীন নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে সন্ত্রাসবাদীরাঊ কালবিলম্ব না করে সন্ত্রাসবাদীদের লক্ষ্য পাল্টা গুলি চালাতে থাকেন নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরাঊ দীর্ঘক্ষণ গুলির লড়াই শেষে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে একজন সন্ত্রাসবাদীঊ গুলির লড়াই থেমে যাওয়ার পর এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদঊ জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ঊর্ধতন ওই কর্তা জানিয়েছেন, সম্ভবত গুলির লড়াই চলাকালীন বাকি সন্ত্রাসবাদীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেঊ

শোপিয়ান এনকাউন্টারে ইশফাক আহমেদ সোফি নামে ওই সন্ত্রাসবাদীর মৃত্যুর পরই উত্তেজনা ছড়িয়েছে বারামুল্লা জেলার সোপোরেঊ বন্ধ রয়েছে সমস্ত দোকানপাট, এমনকি রাস্তায় দেখা নেই যানবাহনেরঊ প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই সোপোরে টাউনশিপের সমস্ত স্কুল এবং কলেজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছেঊ পুলিশ সূত্রের খবর, সোফি ওরফে আবদুল্লা ভাই ইসলামিক স্টেট অনুপ্রাণিত মডিউল ইসলামিক স্টেট জম্মু ও কাশ্মীরের কম্যান্ডার ছিলঊ সেই দলের প্রধান জাকির মুসাঊ ২০১৫ সালে হপকর-উল-মুজাহিদিন-এ যোগ দিয়েছিল সোফিঊ পরে ২০১৬ সালে আইএসজেকে-তে যোগ দেয় সে।

মধ্যরাতে আগুন-আতঙ্ক বারাকপুরে ভস্মীভূত তিনটি হোসিয়ারি ফ্যাক্টরি

বারাকপুর, ১০ মে (হি.স.): মধ্যরাতে আগুন-আতঙ্ক উত্তর ২৪ পরগনার বারাকপুরেঊ বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে বারাকপুরের বিলকান্দা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত একটি হোসিয়ারি কারখানায় ভয়াবহ আগুন লাগেঊ মুহূর্তের মধ্যেই আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ে পার্শবর্তী আরও দু'টি ফ্যাক্টরিতেঊ মধ্যরাতে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আগুনের লেলিহান শিখাঊ অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের ২০টি ইঞ্জিনঊ আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, আগুন নেভাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদেরঊ দমকল কর্মীদের দীর্ঘক্ষণের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছেঊ এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেইঊ পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে বারাকপুরের বিলকান্দা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত একটি হোসিয়ারি কারখানায় ভয়াবহ আগুন লাগেঊ দ্রুত গতিতে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ে পার্শবর্তী আরও দু'টি ফ্যাক্টরিতেঊ অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের মোট ২০টি ইঞ্জিনঊ দমকল কর্মীদের দীর্ঘক্ষণের প্রচেষ্টায় আয়ত্তে এসেছে আগুনঊ কীভাবে আগুন লাগল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছেঊ এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেইঊ তবে, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

গুগল ডুডলে প্রণাম বিজ্ঞানী লুসি উইলসকে

নয়াদিল্লি, ১০ মে (হি. স.) : গুগল স্বীকৃতি জানাল এক ব্রিটিশ মহিলা বিজ্ঞানী ও হেমাটোলজিস্ট লুসি উইলসকে। শুক্রবার তাঁর ১৩১-তম জন্মদিনে ডুডলে আনা হয়েছে তাঁকে। ভারতের অন্তঃসত্বাদের রক্তাল্পতা নিয়ে প্রায় ৯০ বছর আগে তিনিই প্রথম বিশদ সমীক্ষা করিয়েছিলেন। লুসির জন্ম ১৮৮৮-র ১০ মে সাটন কোলফিল্ডে। লন্ডন স্কুল অফ মেডিসিন ফর উওমেন থেকে পাশ করার পর হেমাটোলজিস্ট (অ্যানিমিয়ার গবেষক) হিসাবে নাম করেন। ভারতের গরিব মহিলারা অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় পুষ্টিকর খাবার না পেয়ে কীভাবে সমস্যার মুখে পড়েন, তার ওপর বিশদ সমীক্ষা করেন লুসি। মারা যান ১৯৬৪-র ১৬ এপ্রিল।

পুন্যার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হল বদ্রীনাথ মন্দিরের দরজা

ঋষিকেশ, ১০ মে (হি.স.): গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী এবং কেদারনাথ মন্দিরের পর এবার বদ্রীনাথ মন্দিরঊ পুন্যার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হল বদ্রীনাথ মন্দিরের দরজাঊ বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও পূজার্চনার পর শুক্রবার ভোর ৪.১৫ মিনিট নাগাদ পুন্যার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হয় বদ্রীনাথ মন্দিরের দরজাঊ এদিন ভোরে বদ্রীনাথ মন্দিরের প্রবেশদ্বার ভক্তদের জন্য উন্মুক্ত হওয়ার সময় প্রায় ১০ হাজার পুন্যার্থী উপস্থিত ছিলেনঊ শুক্রবার ভোররাত ৩.৩৫ মিনিট

ছয়ের পাতায়

স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে অতিরিক্ত সময়ের আর্জি মধ্যস্থতাকারী প্যানেলের আবেদন মঞ্জুর সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১০ মে (হি.স.): সুপ্রিম কোর্টের বাইরে অযোধ্যা জমি-বিতর্কের মীমাংসা জন্য মধ্যস্থকারীদের নিয়ে গঠিত প্যানেল তাঁদের রিপোর্ট ইতিমধ্যেই শীর্ষ আদালতে জমা দিয়েছেঊ অযোধ্যার জমি বিতর্কের মীমাংসার জন্য গত ৮ মার্চ তিন-সদস্যের মধ্যস্থতাকারীদের প্যানেলটি গঠন করেছিল সুপ্রিম কোর্টঊ ওই প্যানেলের শীর্ষে রয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এফ এম আই কালিফুল্লাঊ প্যানেলের অন্য দুই সদস্য হলেন ধর্মগুরু শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর এবং বর্ষীয়ান আইনজীবী শ্রীরাম পঞ্চুঊ তিন-সদস্যের মধ্যস্থতাকারী ওই কমিটিকে আট সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছিল। অবশেষে শুক্রবার সকালে সুপ্রিম কোর্টে শুরু হয় অযোধ্যা মামলার শুনানিঊ প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে শুরু হয় শুনানিঊ পাঁচ-সদস্যের বেঞ্চের অন্যান্য বিচারপতিরা হলেন-বিচারপতি এস এ বোবদে, বিচারপতি এস এ নাজির, বিচারপতি অশোক ভূষণ এবং বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ঊ এদিন অযোধ্যা মামলার শুনানিতে রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ মামলার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্টে অতিরিক্ত সময়ের আবেদন জানায় তিন-সদস্যের মধ্যস্থতাকারী প্যানেলঊ প্যানেলের এই আবেদন মঞ্জুর করেছে সুপ্রিম কোর্টঊ আগামী ১৫ আগস্ট পর্যন্ত মধ্যস্থতাকারী প্যানেলকে অতিরিক্ত সময় প্রদান করা হয়েছেঊ এদিন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ জানান, 'এখনওপর্যন্ত কতটা অগ্রগতি হয়েছে তা আমরা জানাব নাঊ সমস্তটাই গোপনীয়।

ইটাহারে গৃহবধূকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুনের অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে

রায়গঞ্জ, ১০ মে (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার থানার বটতলা এলাকায় এক গৃহবধূকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল শিক্ষক স্বামীর বিরুদ্ধে। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়।

স্ত্রীর সঙ্গে বচসার জেরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে ওই ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীকে কোপায়। গৃহবধূর চিৎকার শুনে ছুটে আসে প্রতিবেশীরা। এদিন রাত সাড়ে আটটা নাগাদ রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মৃত্যু হয় ওই গৃহবধূর। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম আয়েশা সিদ্দিকা (২৩)। অভিযুক্ত স্বামীর নাম তফিজুল হোসেন। তিনি স্থানীয় হাইস্কুলের ইংরেজি শিক্ষক। বর্তমানে পলাতক। মৃতার বাবা আজগর আলি বলেন, 'বিয়ের পর থেকেই তফিজুল আমার মেয়ের ওপর শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন চালাত।' পুলিশ সুপার সুমিত কুমার বলেন, 'অভিযুক্ত শিক্ষকের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।' পণ জনিত কারণেই ওই গৃহবধূ খুন হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান।

থাণে-তে পয়ঃপ্রণালী প্ল্যান্ট পরিষ্কার করার সময় বিপত্তি, মৃত্যু ৩ জন শ্রমিকের

থাণে (মহারাষ্ট্র), ১০ মে (হি.স.): মহারাষ্ট্রের থাণে-তে আবাসনের পয়ঃপ্রণালী প্ল্যান্ট পরিষ্কার করার দমবন্ধ হয়ে প্রাণ হারালেন ৩ জন শ্রমিকঊ বৃহস্পতিবার মধ্যরাত ১২.২৫ মিনিট নাগাদ মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে থাণে-র ঢোকালির প্রাইড প্রেসিডেন্সি লাক্সারিয়া হাউজিং কমপ্লেক্সের পয়ঃপ্রণালী প্ল্যান্টেঊ মধ্যরাত ১২.২৫ মিনিট নাগাদ পয়ঃপ্রণালী প্ল্যান্ট পরিষ্কার করার সময় ১৩০ কিউবিক মিটার গভীর পয়ঃপ্রণালী প্ল্যান্টে আটকে পড়েন ৮ জন শ্রমিকঊ তাঁদের মধ্যে ৩ জনের দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছেঊ বাকি পাঁচজনকে অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ

থাণে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (টিএমসি)-এর রিজিওনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট সেল-এর প্রধান সন্তোষ কদম জানিয়েছেন, মধ্যরাতে পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কার করার সময় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ৩ জন শ্রমিকঊ বাকি ৫ জন শ্রমিককে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ মৃত শ্রমিকদের নাম হল-অমিত পুহাল (২০), অমন বাদল (২১) এবং অজয় রুমবাক (২৪)ঊ এই ঘটনায় কাপুরবাওয়াদি থানায় মামলা রুজু করা হয়েছে এবং মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

আরও সস্তা পেট্রোল ডিজেল, ক্রমশই নিম্নমুখী জ্বালানি তেল

নয়াদিল্লি, ১০ মে (হি.স.): দিন দিন ক্রমশই সস্তা হচ্ছে পেট্রোল-ডিজেল। বিশ্ব বাজারে তেল সস্তা হওয়ার জেরে পেট্রোল-ডিজেলের দর কমছেই। শুক্রবার ফের সস্তা হল পেট্রোল-ডিজেল। সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিয়ে শুক্রবার রাজধানী দিল্লি-সহ সমস্ত মেট্রো সিটিতে সস্তা হয়েছে পেট্রোল-ডিজেলের দর। মধ্যরাত থেকে নয়াদিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাই, যথাক্রমে এই চারটি মেট্রো সিটি-সহ দেশের সমস্ত শহরে সস্তা হয়েছে পেট্রোল ও ডিজেল। নয়াদিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাইয়ে পেট্রোলের দাম কমেছে যথাক্রমে, ০.২১ পয়সা (নয়াদিল্লি), ০.২০ পয়সা (কলকাতা), ০.২১ পয়সা (মুম্বই) এবং চেন্নাইয়ে পেট্রোলের দাম কমেছে ০.২৩ পয়সাঊ পাশাপাশি উপরোক্ত চারটি মেট্রো সিটিতে ডিজেলের দাম কমেছে যথাক্রমে, ০.০৯ পয়সা (নয়াদিল্লি), ০.০৯ পয়সা (কলকাতা), ০.০৯ পয়সা (মুম্বই) এবং চেন্নাইয়ে ডিজেলের দাম কমেছে ০.১০ পয়সাঊ

শুক্রবার নয়াদিল্লি-সহ চারটি মেট্রো সিটিতে পেট্রোলের দাম কমে হয়েছে, ৭২.৬৩ টাকা প্রতি লিটার দিল্লিতে, ০.২০ পয়সা কমার পর কলকাতায় লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম হল ৭৪.৬৮, মুম্বইয়ে পেট্রোলের দাম কমে হয়েছে ৭৮.২৩ টাকা এবং চেন্নাইয়ে পেট্রোলের নতুন দাম হল, ৭৫.৪০ঊ পাশাপাশি চারটি মেট্রো সিটিতে লিটার প্রতি ডিজেলের দাম কমে হয়েছে, ৬৬.৪৭ (নয়াদিল্লি), ৬৮.২৩ (কলকাতা), ৬৯.৬৫ (মুম্বই) এবং চেন্নাইয়ে লিটার প্রতি ডিজেলের দাম কমে হয়েছে ৭০.২৬ টাকাঊ প্রসঙ্গত, জ্বালানি তেলের দর লাগাতার কমতে থাকায় রীতিমতো স্বস্তিতে আমজনতা

নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম একজন সন্ত্রাসবাদী, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ

শ্রীনগর, ১০ মে (হি.স.): কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি নিকেশ অভিযানে লাগাতার সাফল্য পাচ্ছে নিরাপত্তা বাহিনীঊ আবারও দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলাঊ শুক্রবার সকালে শোপিয়ান জেলার আমশিপোরা-রামনগরী গ্রামে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে কুখ্যাত একজন সন্ত্রাসবাদীঊ নিহত সন্ত্রাসবাদীর নাম ও পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নিঊ সাময়িকের জন্য গুলির লড়াই থেমে যাওয়ার পর এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদঊ

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ঊর্ধতন এক কর্তা জানিয়েছেন, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলার আমশিপোরা-রামনগরী গ্রামে লুকিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদীঊ বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে শুক্রবার ভোর থেকেই আমশিপোরা-রামনগরী গ্রামে তল্লাশি অভিযান শুরু করে নিরাপত্তা বাহিনীঊ তল্লাশি অভিযান চলাকালীন নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে সন্ত্রাসবাদীরাঊ কালবিলম্ব না করে সন্ত্রাসবাদীদের লক্ষ্য পাল্টা গুলি চালাতে থাকেন নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরাঊ দীর্ঘক্ষণ গুলির লড়াই শেষে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে একজন সন্ত্রাসবাদীঊ গুলির লড়াই থেমে যাওয়ার পর এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদঊ জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ঊর্ধতন ওই কর্তা জানিয়েছেন, সম্ভবত গুলির লড়াই চলাকালীন বাকি সন্ত্রাসবাদীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেঊ নিহত সন্ত্রাসবাদীর নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।

ভারতী ঘোষের গাড়ি থেকে উদ্ধার ১.১৩ লক্ষ টাকা, রিপোর্ট তলব নির্বাচন কমিশনের

পিংলা ও কলকাতা, ১০ মে (হি.স.): উনিশের লোকসভা নির্বাচনের প্রথম পাঁচ দফার ভোটগ্রহণ ইতিমধ্যেই অতিক্রান্তঊ আগামী রবিবার (১২ মে) লোকসভা নির্বাচনের ষষ্ঠ দফার ভোটগ্রহণঊ ওই দিন পশ্চিমবঙ্গের ঘাটাল, তমলুক, কাঁথি, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং বিষ্ণুপুর লোকসভা আসনে ভোটগ্রহণ হবেঊ তার আগে ফের উত্তেজনার পারদ চড়ল পশ্চিমবঙ্গেঊ বৃহস্পতিবার রাতে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলায় ঘাটালের বিজেপি প্রার্থী তথা প্রাক্তন আইপিএস অফিসার ভারতী ঘোষের গাড়ি থেকে উদ্ধার হল লক্ষাধিক টাকাঊ এই ঘটনায় জেলাশাসকের থেকে রিপোর্ট তলব করেছে পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন কমিশনঊ

পুলিশ সূত্রের খবর, নির্বাচনী আচরণবিধি মেনেই বৃহস্পতিবার রাতে রাস্তায় তল্লাশি চালাচ্ছিলেন পুলিশ কর্মীরাঊ সেই সময় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল ঘাটালের বিজেপি প্রার্থী ভারতী ঘোষের গাড়িঊ ভারতী ঘোষ ছাড়াও চালক-সহ গাড়িতে ছিলেন আরও ৪ জনঊ পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতী ঘোষের গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৮৯৫ টাকাঊ নির্বাচনী আচরণ বিধি অনুসারে কোনও প্রার্থী সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা রাখতে পারেনঊ আর তাই ৫০ হাজারের বেশি টাকা থাকায় সেই টাকা উদ্ধার করে পুলিশঊ

এখানেই শেষ নয়, গাড়ি থেকে ১.৩১ লক্ষ টাকা উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় শুক্রবার ভোররাত দু'টো পর্যন্ত প্রায় ৪ ঘন্টা ধরে আটক করে রাখা হয় ভারতী ঘোষকেঊ এ প্রসঙ্গে ভারতী ঘোষ জানিয়েছেন, গাড়িতে মোট ৪ জন ছিলেনঊ নির্বাচন কমিশনের বিধি অনুসারে আমার কাছে ৫০ হাজার টাকা ছিলঊ আপাতত ভারতী ঘোষের গাড়ি থেকে টাকা উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় নতুন করে পারদ চড়ছে পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতিতেঊ এই ঘটনায় জেলাশাসকের থেকে রিপোর্ট তলব করেছে পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন কমিশন।

রাজারহাটে বিস্ফোরণে আহত দুই, চাঞ্চল্য এলাকায়

কলকাতা, ১০ মে (হি. স.) : রাজারহাটে বৈদিক ভিলেজের কাছে বিস্ফোরণের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটে। বিস্ফোরণে আহত হয়েছে দুই শ্রমিক। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রাজারহাট থানার পুলিশ ও বোম্ব স্কোয়াড লাউহাটিতে বৈদিক ভিলেজের কাছে রাস্তা তৈরির কাজ চলছিল। যন্ত্র দিয়ে চলছিল পাথর সরানোর কাজ। সেই সময়ই ঘটে বিস্ফোরণ । প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, শুক্রবার সকালে যখন রাস্তার ধারে স্টোনচিপস সরাচ্ছিলেন শ্রমিক, তখন বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে এলাকায়। বিস্ফোরণে আহত হন দু'জন শ্রমিক। তাঁদের তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয় বাসিন্দারা। আহতদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে। বিস্ফোরণের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রাজারহাট থানার পুলিশ। যায় বোম্ব স্কোয়াডও। বিস্ফোরণের কারণ অবশ্য এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, রাস্তার ধারে স্টোনচিপসের নিচে সম্ভবত বোমা লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। স্টোনচিপস সরানোর সময় কোনওভাবে সেই বোমা ফেটে যায়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। ভোটের মুখে বিস্ফোরণের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজারহাটে।

শুক্রবার আগরতলায় ভোট কর্মীদের নিয়ে নির্বাচন কমিশনের কর্মশালা। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

ব্যাটারি ছাড়াই চলবে পেইসমেকার

ব্যাটারি ছাড়াই চলবে এমন পেইসমেকার বানিয়েছেন একদল গবেষক। হৃদস্পন্দন থেকেই শক্তি নেবে এটি।

নতুন এই ব্যাটারিহীন পেইসমেকার বানিয়েছেন জর্জিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি'র গবেষক দল। ইতোমধ্যেই শুকরের শরীরে এটি ব্যবহার করে সাফল্য পেয়েছেন তারা-- খবর ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড মিররের।

ডিভাইসটিতে একটি 'এনার্জি হার্ভেস্টার' রয়েছে যা হৃদপিণ্ডের চারপাশে জড়িয়ে থাকে এবং অঙ্গের নড়াচড়ায় বিদ্যুত উৎপাদন করে। ফলে প্রতিটি হৃদস্পন্দনে যে শক্তি পাওয়া যায় তা দিয়েই চলবে পেইসমেকারটি।

নেচার কমিউনিকেশনস-এ এই গবেষণা প্রকাশ করেছে দলটি। শুকরের শরীরে এটি ব্যবহার করা হয়েছে কারণ শুকরের হৃদপিণ্ড এবং মানুষের হৃদপিণ্ডের আকার প্রায় সমান।

এই দলটির মধ্যে ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের বিজ্ঞানীরা। দলের নেতৃত্ব ছিলেন জর্জিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি'র ড় ঝং লিন ওয়াং।

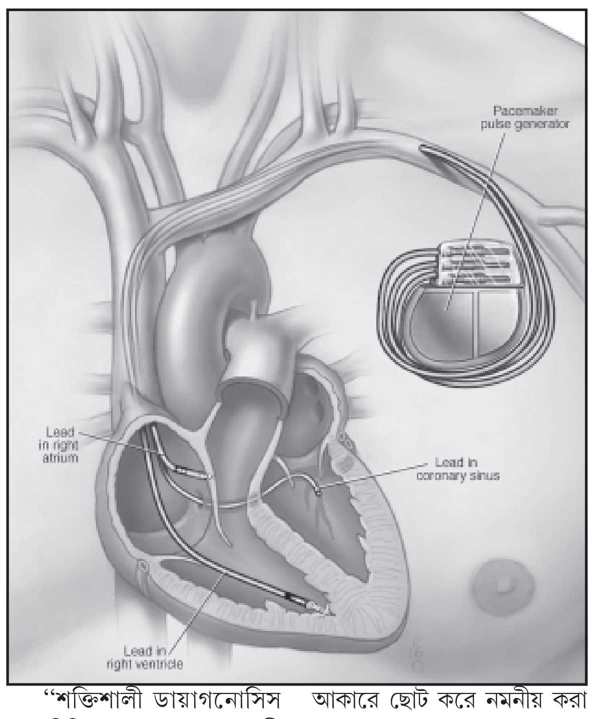

"শক্তিশালী ডায়াগনোসিস এবং চিকিৎসার জন্য লাখো রোগী 'ইমপ্ল্যান্টএবল মেডিক্যাল ইলেকট্রনিক ডিভাইসের' (আইমেডস) ওপর নির্ভর করেন।"

"দশকের পর দশক ধরে আইমেডস-এর সার্কিটের শক্তি খরচ কমিয়ে আনা হয়েছে এবং আকারে ছোট করে নমনীয় করা হয়েছে।"

"কিন্তু আইমেডস-এর ব্যাটারির আকার সাধারণত বড় এবং স্বল্পস্থায়ী হয়।"

পরীক্ষায় দেখা গেছে হৃদস্পন্দন থেকে যে শক্তি পাওয়া যাচ্ছে তা পেইসমেকারের প্রয়োজনীয় শক্তির চেয়ে বেশি।

ইউটিউবার জোনসের ১০ বছরের কারাদণ্ড

শিশু পর্নোগ্রাফি ছড়ানোর দায়ে ১০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে সাবেক ইউটিউবার অস্টিন জোনসকে।

আদালতে দোষ স্বীকার করার পর চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে জোনসের চ্যানেল সরিয়ে নেয় ইউটিউব। ২০০৭ সালে মিউজিশিয়ান হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেন জোনস। জনপ্রিয় গানগুলোর কাভার দিয়ে জনপ্রিয়তা পান তিনি।

২০১৫ সালে তার বিরুদ্ধে খবর আসে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালিকাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে ভিডিও পাঠাতে বলেছেন জোনস। তার চ্যানেলের একটি ভিডিওর কথা স্বীকারও করেছেন তিনি।

জোনস বলেন, ওই ভিডিওর জন্য তিনি লজ্জিত। তবে ভক্তদের কাছ থেকে অশালীন ভিডিও নেওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন তিনি।

দু'জন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালিকার কাছ থেকে অশালীন ভিডিও নেওয়ার দায়ে ২০১৭ সালে জোনসকে গ্রেপ্তার করা হয়। ফেইসবুক এবং আইমেসেজ ব্যবহার করে টিনএজ বালিকাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে পর্নোগ্রাফিক ভিডিও পাঠানোর কথাও স্বীকার করেছেন জোনস-- খবর প্রযুক্তি সাইট ভার্জের।

ইউটিউবের পক্ষ থেকে তার অ্যাকাউন্ট পর্যালোচনা করা হয়নি। জোনসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার পরও তার চ্যানেল সরানো হয়নি। তখন ইউটিউবের পক্ষ থেকে বলা হয় চ্যানেলটি তাদের সেবার নীতিমালা ভাঙ্গেনি। অবশ্য এর পরপরই সিদ্ধান্ত বদলে তার চ্যানেল সরিয়ে নেয় ইউটিউব।

১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে থাকতে হবে জোনসকে। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি স্পেশাল এজেন্ট-ইন-চার্জ জেমস গিবসন বলেন, "অস্টিন জোনসের আজকের রায় তিনি যেসব তরুণ ভুক্তভোগীকে প্রভাবিত করেছেন, এটি তাদের জন্য ন্যায়বিচারের একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।"

দেখা মিললো মোটোরলার ফোল্ডএবল-এর

ফোল্ডএবল স্মার্টফোন বানাতে কাজ করছে মোটোরলা। এবার ডিভাইসটির ছবি ফাঁস হয়েছে অনলাইনে।

চীনা সামাজিক মাধ্যম ওয়েইবোতে নতুন এই ডিভাইসটির ছবি ফাঁস করেছেন স্ল্যাশলিকস। ডিভাইসের সঠিক তথ্য ও ছবি ফাঁস করায় খ্যাতি রয়েছে তার।

বলা হচ্ছে মোটোরলার ফোল্ডএবল ডিভাইসটির নাম দেওয়া হবে রেজর ভি৪। ডিভাইসটির ছবি বাস্তব হলে এটি হবে পেটেন্টের বাইরে ডিভাইসটির প্রথম ছবি-- খবর প্রযুক্তই সাইট ভার্জের।

ছবিতে দেখা গেছে লম্বালম্বি মাঝ বরাবর ভাঁজ করা যাবে ডিভাইসটি। স্যামসাং গ্যালাক্সি ফোল্ড এবং হুয়াওয়ে মেইট এক্স ভাঁজ হয় আড়াআড়িভাবে।

মোটোরলার ডিভাইসটির পর্দার ওপরে নচও দেখা গেছে যা স্যামসাং এবং হুয়াওয়ের ফোল্ডএবল স্মার্টফোনে দেখা যায়নি।

মোটোরলার ফোল্ডএবল ডিভাইস নিয়ে গুজব শোনা যাচ্ছে অনেক দিন ধরেই। বলা হচ্ছে ডিভাইসটির সামনেও একটি পর্দা রাখা হতে পারে। তবে ফাঁস হওয়া ছবি থেকে তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

রেজর ভি৪-এর পর্দার ভাঁজ খুললে এটি ট্যাবলেটের আকার হবে না।

ভাঁজ করলে ফোনের আকারই ছোট হয়ে আসবে যা আরও বেশি বহনযোগ্য হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে- ফোল্ডএবল এই স্মার্টফোনটির দাম হবে ১৫০০ মার্কিন ডলার।

ফাঁস হলো নতুন আইফোন কেইসের ছবি

নতুন আইফোন বাজারে আসতে এখনও কয়েক মাস বাকি। এরই মধ্যে নতুন আইফোনের কেইস বানানো শুরু করেছে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান। এমনই একটি কেইসের ছবি ফাঁস হয়েছে অনলাইনে।

ফাঁস হওয়া ছবিতে দেখা গেছে ডিভাইসের পেছনে বর্গাকার করে কাটা। ওই বর্গের তিন কোণায় বসানো হয়েছে তিনটি ক্যামেরা মডিউলের

জায়গা। আর বর্গের ভেতরেই ওপরে ডানদিকে রাখা হয়েছে ফ্ল্যাশের জন্য জায়গা -- খবর প্রযুক্তি সাইট ভার্জের।

আইফোন কেইসের দুইটি ভিন্ন ভিন্ন ছবি ফাঁস করেছেন স্ল্যাশলিকস ও সনি ডিকসন। এর আগেও ডিভাইসের সঠিক রেন্ডার ছবি ফাঁস করেছেন তারা।

নতুন আইফোনে তিন ক্যামেরা নিয়ে বেশ কিছু দিন ধরেই গুজব শোনা যাচ্ছে। এবারই কেইসের ছবিতে সে গুজবেরই সমর্থন মিললো।

ধারণা করা হচ্ছে, চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে নতুন আইফোন উন্মোচন করবে অ্যাপল। নতুন এই ডিভাইসের নাম হতে পারে আইফোন ১১। তার আগেই কেইস তৈরিতে ব্যস্ত নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো।

এবারও নতুন আইফোনের বাজার মূল্য হতে পারে এক হাজার মার্কিন ডলার, এমনটাই উল্লেখ করা হয়েছে ভার্জের প্রতিবেদনে।

গ্যালাক্সি ফোল্ড নিয়ে আশা দিলো স্যামসাং

গ্যালাক্সি ফোল্ড বাজারে আনার নতুন তারিখ জানানোর পরিকল্পনা করছে স্যামসাং।

ইলেকট্রনিক পণ্য নির্মাতা দক্ষিণ কোরীয় প্রতিষ্ঠানটির সহ-প্রধান ডিজে কো বলেন, তারা "ডিভাইসটির সমস্যা পর্যালোচনা করেছেন এবং আজ কালের মধ্যেই একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাবেন।"

১৯৮০ মার্কিন ডলারের এই ফোল্ডএবল ডিভাইসটি পর্যালোচকদের হাতে আসার পরপরই বিভিন্ন ডিভাইসের পর্দা ভেঙ্গে যেতে দেখা গেছে। এতে নিজেদের নতুন উদ্ভাবন দেখাতে বিপাকে পড়ে প্রতিষ্ঠানটি। পরবর্তীতে ডিভাইসটির সরবরাহ বিলম্বিত করার সিদ্ধান্ত নেয় তারা।

প্রযুক্তি সাইট ভার্জের প্রতিবেদনে বলা হয়, কো'র মন্তব্য দেখে ধারণা করা হচ্ছে ডিভাইসটির ত্রুটি সারাতে কোনো সমাধান পেয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। ডিভাইসটির কব্জা আরও উন্নত করা হতে পারে। ডিভাইসটির এই জায়গা থেকেই পর্দায় ফাটল দেখা যাচ্ছিলো।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই মাসের মধ্যেই গ্যালাক্সি ফোল্ড আনা হবে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে কো বলেন, "আমরা খুব বেশি দেরি করবো না।"

এক দিন আগেই স্যামসাংয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়, ৩১ মে'র মধ্যে পণ্য সরবরাহ করা না হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রি-অর্ডার বাতিল করা হবে।

এবারে কো নিশ্চিত করেছেন যে গ্যালাক্সি ফোল্ড প্রকল্প পুরোপুরি বাতিল করা হয়নি।

মুদি পণ্যের মতোই প্রতিষ্ঠান কেনে অ্যাপল

নতুন কোনো প্রতিষ্ঠান কিনলেই সাধারণত তা সারা বিশ্বকে জানায় না অ্যাপল। স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠানগুলোকে গোপনেই অধিগ্রহণ করে প্রযুক্তি জায়ান্ট মার্কিন প্রতিষ্ঠানটি।

সিএনবিসি'র সঙ্গে সাক্ষাৎকারে অ্যাপল প্রধান টিম কুক বলেন, গড়ে প্রতি দুই থেকে তিন সপ্তাহে নতুন একটি প্রতিষ্ঠান কেনে অ্যাপল। আর শেষ ছয় মাসে অন্তত ২০ থেকে ২৫টি প্রতিষ্ঠান কিনেছে তারা।

দেখা যাচ্ছে, অ্যাপল যে সময়ে নতুন একটি প্রতিষ্ঠান কেনে সে সময় পরপরই হয়তো বেশির ভাগ মানুষ মুদি পণ্য কিনে থাকে।

বর্তমানে অ্যাপলের পকেটে নগদ অর্থ রয়েছে ২২৫৪০ কোটি মার্কিন ডলার, যা দিয়ে কোয়ালকমের সঙ্গে চলমান মামলা ৫০ বারের বেশি মীমাংসা করা যাবে। ফলে অ্যাপলের জন্য নতুন প্রতিষ্ঠান কেনাটা বড় কিছু না বলেই ধারণা করা হচ্ছে।

সাধারণত গোপনে প্রতিষ্ঠান কিনলেও অ্যাপলের ছোট ছোট কিছু অধিগ্রহণের খবর প্রায়ই সামনে আসে।

উইন্ডোজ টার্মিনাল আনছে মাইক্রোসফট

উইন্ডোজের জন্য নতুন কমান্ড লাইন অ্যাপ আনছে মাইক্রোসফট। নতুন এই অ্যাপের নাম বলা হচ্ছে উইন্ডোজ টার্মিনাল।

পাওয়ারশেল, সিএমডি এবং উইন্ডোজ সাবসিস্টেম ফর লিনাক্স (ডাব্লিউএসএল) অ্যাকসেস করা জন্য মূল পথ হবে উইন্ডোজ টার্মিনাল-- খবর প্রযুক্তি সাইট ভার্জের।

নতুন এই টার্মিনালে একের বেশি ট্যাব সমর্থনও আনবে মাইক্রোসফট। আর ডেভেলপারদের জন্য টার্মিনাল অ্যাপটি কাস্টমাইজ করার অপশনও আনা হবে।

ইমোজি এবং জিপিইউভিত্তিক টেক্সট রেন্ডারিং সমর্থন করবে উইন্ডোজ টার্মিনাল। সোমবার মাইক্রোসফটের বিল্ড ডেভেলপার সম্মেলনে নতুন এই কমান্ড লাইন অ্যাপের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

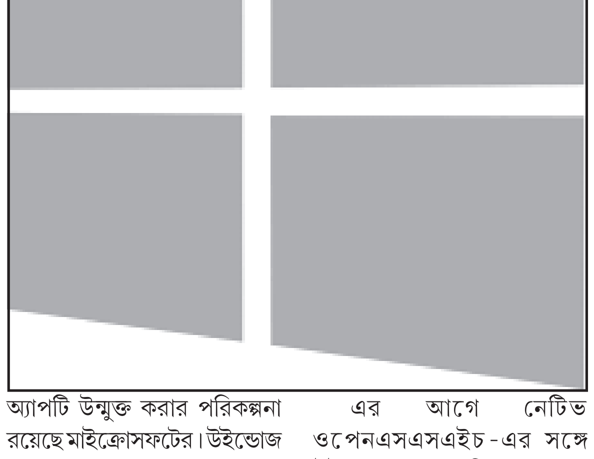

জুন মাসের মাঝামাঝি অ্যাপটি উন্মুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে মাইক্রোসফটের। উইন্ডোজ ১০-এ ডেভেলপারদের কাজ আরও সহজ করার লক্ষ্যেই এটি আনছে সফটওয়্যার জায়ান্ট মার্কিন প্রতিষ্ঠানটি।

এর আগে নেটিভ ওপেনএসএসএইচ-এর সঙ্গে উইন্ডোজ ১০-এ লিনাক্স কমান্ড লাইন যোগ করেছে মাইক্রোসফট। আর উইন্ডোজ স্টোরেও আনা হচ্ছে উবন্টু।

ফেইসবুকের অকুলাস ভিআর বেচবে মাইক্রোসফট

অকুলাস ভিআর হেডসেট বিক্রি করতে যাচ্ছে মাইক্রোসফট। ২১ মে মাইক্রোসফট স্টোরে আসবে অকুলাস রিফট এস, যার বাজার মূল্য হবে ৩৯৯ মার্কিন ডলার।

মঙ্গলবার মাইক্রোসফট ওয়েবসাইটের একটি পেইজে দেখা গেছে এটির প্রি-অর্ডার শুরু হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডিভাইসটির স্টক শেষ বলেও দেখানো হয়েছে এতে। এর কিছুক্ষণ পর পেইজটি গায়েব করে দেওয়া হয়-- খবর প্রযুক্তি সাইট সিনেটের।

নতুন এই হেডসেট নিয়ে মন্তব্য করেনি অকুলাস বা মাইক্রোসফট কোনো প্রতিষ্ঠানই। ধারণা করা হচ্ছে, এফ৮ ডেভেলপারস সম্মেলনে এ নিয়ে বিস্তারিত তথ্য জানাতে পারে ফেইসবুক।

চলতি বছরের মার্চ মাসে যুক্তরাষ্ট্রের স্যান ফ্রান্সিসকোতে অনুষ্ঠিত গেইম ডেভেলপার কনফারেন্সে অকুলাস রিফট এস-এর ঘোষণা দেয় ফেইসবুক।

নতুন এই হেডসেটটিতে রয়েছে সেলফ-কনটেইনড ট্র্যাকিং, উচ্চ রেজুলিউশানের পর্দা এবং আগের পিসিযুক্ত অকুলাস রিফট-এর চেয়ে ভিন্ন নকশা। এর পাশাপাশি অকুলাস কোয়েস্ট নামে আরেকটি ভিআর হেডসেট উন্মোচন করেছে প্রতিষ্ঠান, যাকে বলা হচ্ছে, সেলফ-কনটেইনড মোবাইল ভিআর ব্যবস্থা। এটি চালাতে বাড়তি কোনো পিসি যুক্ত করতে হবে না।

এবছরই নতুন এয়ারপডস আনতে পারে অ্যাপল

চলতি বছরের শেষ দিকেই দুইটি নতুন মডেলের এয়ারপডস আনতে পারে অ্যাপল। এবারে ডিভাইসটির নকশা পরিবর্তন করতে পারে মার্কিন প্রযুক্তি জায়ান্ট প্রতিষ্ঠানটি।

এয়ারপডস নিয়ে নতুন তথ্য দিয়েছেন অ্যাপল বিশ্লেষক মিং-চি কুয়ো। অ্যাপল বিষয়ে সঠিক তথ্য ফাঁস করায় খ্যাতি রয়েছে তার।

কুয়োর দাবি নতুন নকশার এয়ারপডস-এর দাম দ্বিতীয় প্রজন্মের আইপডের চেয়ে বেশি হবে। স্ট্যান্ডার্ড চার্জিং কেইসের দ্বিতীয় প্রজন্মের আইপডস-এর দাম ১৫৯ ব্রিটিশ পাউন্ড। আর ওয়্যারলেস চার্জিং কেইসের আইপডস-এর বাজার মূল্য ১৯৯ পাউন্ড।

নতুন নকশার এয়ারপডস-এর পাশাপাশি বর্তমান নকশারও একটি আপডেটেড সংস্করণ আনা হতে পারে বলে প্রতিবেদনে জানিয়েছে ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড মিরর।

কুয়োর ধারণা, নতুন নকশা আনা হলে ডিভাইসটিতে গ্রাহকের চাহিদা আরও বাড়বে এবং গ্রাহক এতে আরও বেশি আকৃষ্ট হবেন।

২০১৯ সালে এয়ারপডস বিক্রি ৫.২ কোটিতে পৌঁছাবে বলে ধারণা করছেন কুয়ো। আর ২০২০ সালে এই সংখ্যা দাঁড়াবে সাড়ে সাত থেকে সাড়ে আট কোটি।

ফোনে আসছে ৬৪ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা

স্মার্টফোনের জন্য বাজারর যে কোনো সেন্সরের চেয়ে বেশি রেজুলিউশানের ক্যামেরা সেন্সর বানিয়েছে স্যামসাং।

ইলেকট্রনিক পণ্য নির্মাতা দক্ষিণ কোরীয় প্রতিষ্ঠানটির আগের ০.৮ মাইক্রোমিটার আকারের ৪৮ মেগাপিক্সেল সেন্সরের যন্ত্রাংশই ব্যবহার করা হয়েছে নতুন ৬৪ মেগাপিক্সেল সেন্সরে। ফলে বাহ্যিক দিক থেকে আকারে বড় এই সেন্সরটি আরও বেশি আলো ধরতে পারবে-- খবর প্রযুক্তি সাইট ভার্জের।

নতুন ৬৪ মেগাপিক্সেল সেন্সরটির নাম বলা হয়েছে আইএসওসেল ব্রাইট জিডাব্লিউ১। ১৬ মেগাপিক্সেলের

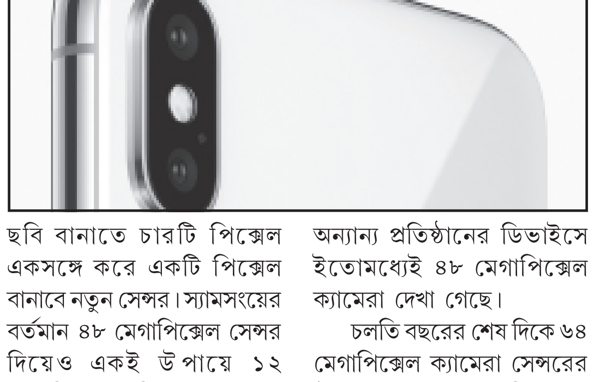

ছবি বানাতে চারটি পিক্সেল একসঙ্গে করে একটি পিক্সেল বানাবে নতুন সেন্সর। স্যামসংয়ের বর্তমান ৪৮ মেগাপিক্সেল সেন্সর দিয়েও একই উপায়ে ১২ মেগাপিক্সেল ছবি তোলা হয়।

স্মার্টফোনে ৪৮ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা এখন অনেকটাই সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্যামসাং, অপো, ভিভো, শিয়াওমি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ডিভাইসে ইতোমধ্যেই ৪৮ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা দেখা গেছে।

চলতি বছরের শেষ দিকে ৬৪ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা সেন্সরের উৎপাদন শুরুর পরিকল্পনা রয়েছে স্যামসাংয়ের। ফলে বছরের শেষ দিকের ফ্ল্যাগশিপ ডিভাইসগুলোতে দেখা যেতে পারে এই সেন্সর।

ফোল্ডএবল ফোন নিয়ে কাজ করছে গুগলও

ফোল্ডএবল স্মার্টফোন নিয়ে কাজ শুরু করেছে গুগলও। আই/ও ডেভেলপার সম্মেলনকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বলা হয়- ফোল্ডএবল প্রযুক্তি এবং ফোল্ডএবল পর্দার প্রোটোটাইপ নিয়ে অনেক দিন ধরেই কাজ করছে তারা।

প্রযুক্তি সাইট সিনেটকে গুগলের পিক্সেল স্মার্টফোন বিভাগের প্রধান মারিও কোয়েইরোজ বলেন, "আমরা অবশ্যই প্রযুক্তিটির প্রোটোটাইপ করছি। আমরা এটি দীর্ঘ দিন ধরেই করছি। আমার মনে হয় না এখন পর্যন্ত এ ধরনের ডিভাইসের কোনো স্পষ্ট ব্যবহার বের হয়েছে।"

কোয়েইরোজের মন্তব্য থেকে ধারণা করা হচ্ছে, খুব শীঘ্রই দেখা যাবে না ফোল্ডএবল পিক্সেল স্মার্টফোন।

পরবর্তীতে আরেক বিবৃতিতে কোয়েইরোজ বলেন, "আমরা ফোল্ডএবল পর্দা এবং অন্যান্য আরও অনেক হার্ডওয়্যার প্রযুক্তি প্রোটোটাইপ করছি, কিন্তু এখন পর্যন্ত এই ধরনের কোনো পণ্যের ঘোষণা দেওয়ার সময় আসেনি।"

ফোল্ডএবল স্মার্টফোন নিয়ে গুগলের কাজ করার বিষয়টি আশ্চর্যের কিছু না। আগের বছর নভেম্বরেই ফোল্ডএবল স্মার্টফোনের জন্য নেটিভ অ্যান্ড্রয়েড সমর্থন এনেছে প্রতিষ্ঠানটি।

ইতোমধ্যেই ফোল্ডএবল স্মার্টফোন উন্মোচন করেছে স্যামসাং, হুয়াওয়েসহ আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। এরই মধ্যে পর্দায় ত্রুটির কারণে গ্যালাক্সি ফোল্ডের সরবরাহ বিলম্বও করেছে স্যামসাং।

ত্রিপুরা রাজ্য মহাকরণ কর্মচারী সংঘের কর্মকর্তারা শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। ছবি- নিজস্ব।

দীর্ঘদিনের দাবি পূরণের আশ্বাসে নোটায় ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার যৌনকর্মীদের

কলকাতা, ১০ মে(হি.স.): ভুয়ো প্রতিশ্রুতি আর সহ্য নয় ঊ হয় দাবি আদায়, নয় তো ভোট পড়বে নোটাতেই ঊ এমনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কলকাতার সোনাগাছির যৌন কর্মীদের সংগঠন দুর্বার মহিলা সমন্বয় সমিতি ঊ তবে, নির্বাচনপর্ব চলাকালীনই রাজ্যের প্রায় ৬৫ হাজার যৌনকর্মীর দীর্ঘদিনের দাবি-দাওয়া মেনে নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভোটপ্রার্থীরা ঊ সেই আশ্বাস পেয়ে অবশেষে কলকাতার সোনাগাছি-সহ রাজ্যের প্রায় ৬০টি নিষিদ্ধ পল্লিতে এবারের ভোটে 'নোটা' বা কাউকে ভোট না দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিলেন যৌনকর্মীরা।

রাজ্যের প্রায় ৬৫ হাজার হাজার যৌনকর্মীর সকলেই দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির সদস্যা ঊ এই প্রসঙ্গে দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির মেন্টর ভারতী দে জানান, 'আমাদের সমস্যাগুলি বহু বছর ধরে কেউই মেটাননি। তাই আমরা ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছিলাম। আমরা পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করে নারী পাচার বিরোধী বহু কাজ করে থাকি। সেই কারণে সেলফ রেগুলেটরি বোর্ডকে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিও রয়েছে আমাদের তালিকার মধ্যে।

মূলত যৌনকর্মীদের দাবি হল, ইমমরাল ট্রাফিক প্রিভেনশন অ্যাক্ট বা আইটিপিএ বাতিল করা হোক ঊ কারন এই আইনে রয়েছে, যে কোনও নিষিদ্ধপল্লিতে যৌনকর্মীদের গ্রেফতার করা যাবে না ঊ কিন্তু খদ্দের এলে তাঁদের গ্রেফতার করতে পারবে পুলিশ। এই প্রসঙ্গে ভারতীদেবী জানান, 'এই আইনের ফলে যৌনকর্মীদের ব্যবসায় মন্দা নেমে এসেছে ঊ তাই এই আইন নিষিদ্ধ করতে বলা হয়েছে।

দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির সম্পাদিকা কাজল বোসকে কোন দল তাঁদের দাবী মেনে নেবে বলে আশ্বাস দিয়েছে এই প্রশ্ন করা হলে তিনি ''হিন্দুস্থান সমাচার''কে জানান, সিপিএম,কংগ্রেস ও বিজেপি তাঁদেরকে আশ্বাস দিলেও তৃণমূল তাঁদের আশ্বাস দেয়নি। তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের কাছ থেকে সই জোগার করে।

এই প্রসঙ্গে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীকে প্রশ্ন করলে তিনি ''হিন্দুস্থান সমাচার''কে বলেন, ''দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির সদস্যরা তাঁদের এই দাবী নিয়ে বেশ কিছুদিন আগে সই জোগার করছিলেন।তবে এটা তো আমাদের হাতে নয়। আমরা বলেছি পাশে থাকবো''। অন্যদিকে বিজেপি বা কংগ্রেসের রাজনীতিবিদদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা তাঁদের পাওয়া যায়নি।

যৌনকর্মীদের মূলত দাবি পেশার স্বীকৃতি, সন্তানদের শিক্ষা, বয়স বাড়লে পেনশনের বন্দোবস্ত। এছাড়াও রয়েছে ইমমরাল ট্রাফিকিং প্রিভেনশন অ্যাক্টের বেশ কয়েকটি ধারার বিলোপসাধন, যৌনকর্মীদের স্বনিয়ন্ত্রিত বোর্ডের স্বীকৃতি । ইমমরাল ট্রাফিক প্রিভেনশন অ্যাক্ট আইনে আরও বলা হয়েছিল নিষিদ্ধপল্লিগুলিতে কোনও ঘর যৌনকর্মীদের জন্য ভাড়া দিতে পারবেন না মালকিনরা। এই আইনও বাতিলের ডাক দিয়েছিল দুর্বার ঊ তাদের দাবি ছিল, যে কোনও যৌনকর্মী ৪৫ বছর বয়স হয়ে গেলেই আর ব্যবসা করতে পারেন না। সেক্ষেত্রে তাদের পেনশন চালুর দাবি তুলেছিল দুর্বার। দাবি ছিল, যৌনকর্মীদের ছেলেমেয়েদের স্কুল, কলেজ ও চাকরির ক্ষেত্রে সরকারি কোটা বেঁধে দেওয়া হোক। যাতে তারা সমাজে স্বীকৃতি পায়ঊ এছাড়াও সোনাগাছিতে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। নিত্যদিন বেড়ে চলেছে চুরি-ছিনতাইয়ের ঘটনা। তাতে ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ঊ এই কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য ডিসি থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধির কাছে দরবার করেছিল দুর্বার ঊ তাতেও ফল মেলেনি ঊ তাই এই দাবিও ভোটের আগে পূরণের ডাক দিয়েছিল তারা। সেই দাবিও মেনে নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভোটপ্রার্থীরা।

ছুটি কমানোর দাবীতে দুর্গাপুরের একাধিক স্কুলে বিক্ষোভ

দুর্গাপুর, ১০ মে(হি. স.) : স্কুলে টানা ছুটি থাকায় সিলেবাস শেষ করতে বিপাকে পড়ার শঙ্কা পড়ুয়াদের। তার ওপর ছুটির নির্দেশিকা সরকারি নিয়মে হলেও মাইনে বেসরকারী নিয়মে। আর তার প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ অবিভাবকরা বিক্ষোভ দেখাল স্কুলে। পড়ুয়াদের স্বার্থে ছুটি কমানোর দাবিতে সরব অবিভাবকরা। শুক্রবার ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর এমএএমসি মডার্ন স্কুলে। অন্যদিকে একই দাবিতে সরব হয়েছে সঙ্ঘ পরিবারের বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠন। প্রসঙ্গত, তীব্র দাবদাহের কারনে সম্প্রতি সমস্ত রাজ্য সরকারি অনুমোদিত স্কুলগুলি আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত পঠনপাঠন বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য শিক্ষা দফতর। তাতে ছুটি প্রায় দু-মাস। আর ওই লম্বা ছুটিতে নারাজ অবিভাবকরা। ছুটি কমানোর দাবিতে রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে ইতিমধ্যে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। শুক্রবার দুর্গাপুর এমএএমসি মডার্ন স্কুলে বিক্ষোভ দেখাল অবিভাবকরা। জানা গেছে, ওই স্কুলটি সরকারি অনুমোদিত বেসরকারী ইংরাজী মাধ্যম স্কুল। উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত স্কুলটির পড়ুয়া সংখ্যা প্রায় ২৮০০জন। এদিন বিক্ষোভরত রুম্পা গোস্বামী, দেবব্রত রায় প্রমুখ অবিভাবকরা জানান,' যেভাবে লম্বা ছুটি দেওয়া হয়েছে তাতে পাঠ্যক্রম পুরন হবে না পড়ুয়াদের। ফলে স্কুল খুললেই সিলেবাস শেষ করার তাড়াহুড়ো পড়ে যাবে। এবং পঠনপাঠানের মান কিছুই থাকবে না। বিপাকে পড়বে পড়ুয়ারা। তাই স্কুলের বর্ধিত ছুটি কমানোর দাবী জানিয়েছি।' যদিও স্কুলের প্রধান শিক্ষক তরুন ভট্টাচার্য সাফাই দেন,' সরকারি অনুমোদিত স্কুল। তাই সরকারি নিয়মও নির্দেশিকা মেনেই ছুটি দিতে হয়েছে। তবে অবিভাবকদের দাবী উর্দতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

অন্যদিকে অবিভাবকদের আরও অভিযোগ,' সরকারি নিয়ম মেনে ছুটি দেওয়া হলেও সরকারি নিয়ম মেনে পড়ুয়াদের মাস মাইনে নেওয়া হয় না। তাই এখন থেকে সরকারি নিয়ম মেনে মাস মাইনে নেওয়া হোক।' পাশাপাশি এদিন ছুটি কমানোর দাবীতে সরব বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠন। এদিন সংগঠনের পক্ষে দুর্গাপুর মহকুমাশাসকের কাছে ডেপুটেশনও দেয়। সংগঠনের পশ্চিম বর্ধমান জেলা আহ্বায়ক চিরঞ্জিত ধীবর জানান,' পড়ুয়াদের স্বার্থে আমরা পড়াতে চাই। তাই জুন মাসের বর্ধিত ছুটি কমানো হোক। কিম্বা বর্ধিত ছুটির বদল পরিস্থিতি অনুযায়ী সকালে স্কুল করা হোক।' তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন,' গ্রামীন এলাকায় অনেক পড়ুয়া মিড-ডে মিলে পুষ্টিকর খাবার পায়। টানা ছুটিতে ওইসব পড়ুয়ারা সমস্যায় পড়েছে। একই রকম উচ্চবিদ্যায়লয়গুলিতে লম্বা ছুটি পেয়ে পঠনপাঠন শিকেয় তুলে রোজগারের তাগিদে দিনমজুরের কাজ শুরু করেছে। তাই ছুটি কমানোর অর্জি জানিয়েছি।'

কড়া রোদে হাঁসফাঁস মহানগরী, জারি তাপপ্রবাহের সতর্কতা

কলকাতা, ১০ মে (হি.স.): বৈশাখের কড়া রোদে হাঁসফাঁস গোটা বাংলাঊ আপেক্ষিক আর্দতা বৃদ্ধির কারণে বেলা বাড়তেই অস্বস্তি বাড়ছেঊ আপাতত এই পরিস্থিত বদলাচ্ছে নাঊ বরং আগামী ৪৮ ঘন্টা গরমের দাপট আরও বাড়বেঊ আগামী দু'দিন তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের আটটি জেলায়ঊ দক্ষিণবঙ্গের এই আটটি জেলা হল-ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, দুই বর্ধমান, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায়ঊ আর্দতার কারণে অস্বস্তি বজায় থাকবে কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি ও নদিয়া জেলাতেও।

বেলা বাড়তেই সুনসান হয়ে যাচ্ছে রাস্তাঊ খুব প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে কেউ বেরোচ্ছেন নাঊ একান্ত প্রয়োজনে যাঁরা বেরোচ্ছেন, তাঁদেরও মুখ কাপড়ে ঢাকা ও চোখে রোদ চশমাঊ বেলা বাড়তেই গরমের দাপটে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন মানুষজনঊ তাপপ্রবাহের জেরে নাজেহাল অবস্থা বঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলির বাসিন্দাদেরঊ আলিপুর আবহাওয়া দফতর ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, আগামী ৪৮ ঘন্টা দক্ষিণবঙ্গের বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।

আগামী রবিবার (১২ মে) লোকসভা নির্বাচনের ষষ্ঠ দফার ভোটগ্রহণঊ ওই দিন পশ্চিমবঙ্গের ঘাটাল, তমলুক, কাঁথি, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং বিষ্ণুপুর লোকসভা আসনে ভোটগ্রহণ হবেঊ এই পরিস্থিতিতে মাত্রাতিরিক্ত গরমকে উপেক্ষা করেই ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে হবে ভোটারদের।

আজ ফের ধরণার ডাক নির্বাচন কমিশনে

কলকাতা, ১০ মে (হি. স)। পঞ্চম দফার ভোটে হিংসা এবং অন্যান্য অনিয়মের প্রতিবাদে শুক্রবার নির্বাচন কমিশনে বামপন্থী 'সেভ ডেমোক্রেসি' ধর্ণা-র ডাক দিয়েছে। এই অনিয়ম এফং ষষ্ঠ দফায় নিরাপত্তার দাবিতে বুধবার রাতভর কলকাতায় কমিশনের দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল বিজেপি।

সেভ ডেমোক্রেসি'- সম্পাদক চঞ্চল চক্রবর্তী এদিন 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "নির্বাচন শান্তিপূর্ণ পরিবেশে যাতে হয় সে সম্পর্কে আমরা আগে একাধিকবার কমিশনের কাছে আর্জি জানিয়েছি। কিন্তু পরিবেশ মোটেই অবাধ ভোটের পক্ষে অনুকূল নয়। আজ আমরা ষষ্ঠ দফার ভোটগ্রহণ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু দাবি জানাব।" উল্লেখ করা যেতে পারে, নির্বাচনে আরও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবি, বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের ওপর হামলার প্রতিবাদ প্রভৃতির জন্য গতকালও বিজেপি-র এক প্রতিনিধিদল কমিশনের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে। এর আগেও বিজেপি-র তরফে নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করতে দাবি জানানো হয় কমিশনের কাছে। সিপিএম-সহ রাজ্যের বিভিন্ন বিয়োধী দলও সরব হয়েছে এ ব্যাপারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে ইস্তাহারে নীরব রাজনৈতিক দলগুলি অভিযোগ 'আবুটা'-র

কলকাতা, ১০ মে (হি. স.): কেন্দ্রের বিভিন্ন সরকার বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর হীন স্বার্থে উচ্চ শিক্ষার বেসরকারিকরণ করছে বলে অভিযোগ করল সারা বাঙলা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (আবুটা)। সংগঠনের অভিযোগ, বাণিজ্যিকীকরণই হল কেন্দ্রের সব সরকারের মূল লক্ষ্য। আবুটা-র সাধারণ সম্পাদক গৌতম মাইতির মতে, 'পাবলিক ফান্ডেড' বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা এবং সেগুলির উৎকর্ষ অর্জনের পথে অনেক বাধা আছে। মূল সমস্যাগুলি কেন্দ্রের নানা সরকার বার বার গোপন করে বাকচাতুরিতে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে। তার মধ্যেই লুকিয়ে আছে তাদের জনস্বার্থ বিরোধী শিক্ষা সংহারের পরিকল্পিত কর্মসূচি। সে পথ তারা পরিহার করবেন এমন প্রতিশ্রুতি তাদের ইস্তাহারে নেই। পাবলিক ফান্ডেড বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে উৎখাত করার লক্ষ্যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য একচেটিয়া বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের সম্পাদিত সমস্ত চুক্তি তারা বাতিল করবেন, এমন প্রতিশ্রুতিও কোনও ইস্তাহারে নেই।" বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালনা এবং তাদের মানোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ফান্ড তারা সরকারি তহবিল থেকেই দেবেন, এমনটাও তারা বলেননি। তাদের ইস্তাহারে এও নেই যে সরকার শিক্ষা ও গবেষণার উৎকর্ষের অপরিহার্য পূর্বশর্ত বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক অটোনমিতে আদৌ হস্তক্ষেপ করবে না। মত প্রকাশের অধিকার-সহ গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি খর্ব করবে না বলেও ঘোষণা করছে না। সর্বোপরি, তাদের ইস্তাহারে এমন কোনও অঙ্গীকার নেই যে জনগণের করের টাকায় চলা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষালাভ করার অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেবে সরকার।

পুলিশি হেফাজতে থাকা প্রতিবন্ধী যুবকের মৃত্যু ঘিরে রণক্ষেত্র হাওড়ায়

কলকাতা, ১০ মে (হি. স.) : পুলিশি হেফাজতে থাকা প্রতিবন্ধী যুবকের মৃত্যু ঘিরে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল হাওড়ার লিলুয়া। ট্রেন অবরোধ করে পরিবারের সদস্যদের। অবরোধ তুলতে গেলে পুলিশের সঙ্গে খন্ড যুদ্ধ বেধে যায় পরিবারের সদস্যদের। পুলিশের দাবি অবরোধকারীরা তাদের লক্ষ্য করে ইট ছুড়তে থাকে

মৃতের পরিবারের দাবি, যারা এই কাণ্ড ঘটিয়েছে তাদের কড়া শাস্তি দিতে হবে। নিজেদের দাবিকে সামনে রেখে রেল অবরোধ শুরু করেন পরিবারের সদস্যরা। পাশাপাশি লেবুতলা থানাতেও গোলমালের আঁচ গিয়ে পৌছয়। পুলিশের সঙ্গে খন্ড যুদ্ধ বেধে যায় পরিবারের সদস্যদের। তাদের লাঠি চার্জ করার অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে। পাল্টা পুলিশের দাবি অবরোধকারীরা তাদের লক্ষ্য করে ইট ছুড়তে থাকে। দীর্ঘক্ষণ ধরে উত্তেজনা বজায় থাকে এলাকায়। প্রসঙ্গত ঘটনার সূত্রপাত যেদিন ওড়িশায় আছড়ে পড়ে ঘূর্ণিঝড় ফণী। তার জেরে এই রাজ্য কয়েকটি জায়গায় রেল পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। আগে থেকে না জানিয়ে রেল পরিষেবা বন্ধ করায় যাত্রীরা ক্ষুব্ধ হন। উত্তেজিত জনতা বারাসত স্টেশনে ভাঙচুর চলায়। সেই ঘটনাতেই গৌতম মণ্ডলের নাম জড়ায়। তাঁকে গ্রেফতার করে দমদম সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে আসা হয়। সূত্রের খবর জেলে নিয়ে আসার সময় তিনি গুরুতর অসুস্থ ছিলেন। এরপর সোমবার গৌতমের মা আরতি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। তখন গৌতম তাঁকে জানান তাঁর উপর অকথ্য অত্যাচার হচ্ছে। শুধু তাই নয়, অভিযোগ, গৌতমকে তাঁর মায়ের কাছেও ঘেষতে দেয়নি পুলিশ। এর ঠিক একদিন পরে পুলিশের তরফে পরিবারকে জানানো হয় গৌতমের মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের দাবি, পুলিশ যখন গৌতমকে গ্রেফতার করে তখন তিনি সুস্থই ছিলেন। যদিও জেল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে জেলে আনার সময় গৌতমের শরীরে আঘাত ছিল। তাঁর যে পা দীর্ঘদিন ধরে অকেজো সেখানেও চোট লাগে। চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল তবু তাকে বাঁচানো যায়নি। ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন সেন্ট্রাল জেলের সুপারিনটেনডেন্ট দেবাশিস চক্রবর্তী। একই সঙ্গে বিচার বিভাগীয় এবং প্রশাসনিক তদন্ত হবে বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। ময়নাতদন্তের পর গৌতমের পরিবার হাতে তাঁর দেহ তুলে দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে।

ভোটের দুদিন আগে লক্ষাধিক টাকা উদ্ধার ভারতীর গাড়ি থেকে, রিপোর্ট তলব কমিশনের

কলকাতা, ১০ (হি.স.): ফের বিতর্কে জড়ালেন ঘাটালের বিজেপি প্রার্থী তথা প্রাক্তন আইপিএস অফিসার ভারতী ঘোষ। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে তাঁর গাড়ি থেকে অন্তত ১ লক্ষ ২৩ হাজার নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। ঠিক কি কারনে এই পরিমাণ টাকা নিয়ে যাচ্ছেন, শুক্রবার নির্বাচন কমিশন তার কারণ জানতে চেয়ে রিপোর্ট তলব করেছেঊ উদ্ধার হওয়া টাকার উৎস সম্পর্কে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না পাওয়ায় সমস্ত টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ভারতী ঘোষের গাড়ি থেকে অন্তত ১ লক্ষ ২৩ হাজার নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। একজন প্রার্থীর এত নগদ টাকা একসঙ্গে বহন করা নির্বাচনী নিয়ম বিরুদ্ধঊ সেই কারণেই উদ্ধারকৃত টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পিংলা থানার পুলিশ। যদিও উদ্ধার হওয়া টাকার সিজার লিস্টে প্রার্থী ভারতী ঘোষ বা তাঁর সঙ্গে থাকা কোনও বিজেপি নেতা স্বাক্ষর করেননি। ভোটের ঠিক দু'দিন আগে তাঁর গাড়ি থেকে বিপুল পরিমান টাকা উদ্ধার হওয়ায় কার্যত বিপাকে পড়েছেন ভারতী ঘোষঊ তাঁর দাবি, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুসারে একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা নিজের সঙ্গে রাখতে পারেন। তিনি সেই নির্দেশিকা মেনেই চলেছেন। কিন্তু পুলিশের দাবি, উদ্ধার হয়েছে লক্ষাধিক টাকা। এই বিষয়ে ঘাটালের বিজেপি প্রার্থীর বক্তব্য, "আমাদের বিজেপি কর্মীদের উপরে পুলিশ হামলা চালাচ্ছে খবর পেয়ে এত রাতে বাইরে ছুটে এসেছিলাম। এখানে আমাদের সকলের টাকা একটা ব্যাগে রাখতে বলা হয়। তারপরে ক্যামেরা চালু করে সেই ব্যাগ আমাদের খুলতে বলে পুলিশ।"ভারতী দেবীর অবশ্য সাফাই, পরিকল্পনা করেই পুলিশ তাঁকে ফাঁসিয়েছে পুলিশ সুপার। এই ঘটনার মধ্যে রাজ্যের শাসক তৃণমূলের ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে দাবি করেন বিজেপি শিবির। তৃণমূলের বক্তব্য "পুলিশ এখন নির্বাচন কমিশনের অধীনস্থ। এখানে রাজ্য প্রশাসনের কোনও হাত নেই।"রবিবারই দেশে ষষ্ঠ দফার ভোট গ্রহণ। আর সেদিনই ভোট রয়েছে মেদিনীপুরের ঘাটাল কেন্দ্রে। ওই কেন্দ্রেরই বিজেপি প্রার্থী ভারতী ঘোষ।

বেলদায় তৃণমূলের মিছিলে ঢুকে পড়ল বেপরোয়া লরি : মৃত্যু একজনের, আহত ১৫

বেলদা, ১০ মে (হি.স.): পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বেলদা থানার অন্তর্গত কুলিগেড়িয়া এলাকায় তৃণমূলের মিছিলে ঢুকে পড়ল বেপরোয়া একটি লরি। বেপরোয়া লরির ধাক্কায় প্রাণ হারিয়েছেন একজন। এছাড়াও কমবেশি আহত হয়েছেন প্রায় ১৫ জন। এখানেই শেষ নয়, লরির ধাক্কায় বেশ কয়েকটি চার চাকার গাড়িও দুমড়ে গিয়েছে। শুক্রবার সকাল দশটা নাগাদ মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে বেলদা থানার অন্তর্গত কুলিগেড়িয়া এলাকায়, ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, শুক্রবার সকালে দশটা নাগাদ কুলিগেড়িয়া এলাকায় তৃণমূলের মিছিলে ঢুকে পরে বেপরোয়া একটি লরি। বেপরোয়া লরির ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই একজনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও কমবেশি আহত হয়েছেন আরও ১৫ জন। লরির ধাক্কায় বেশ কয়েকটি গাড়িও দুমড়ে গিয়েছে। আহতদের সকলকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বেলদা গ্রামীণ হাসপাতাল।

রাজারহাটে বোমাবাজির জেরে জখম ২

কলকাতা, ১০ মে (হি.স) : ষষ্ঠদফা নির্বাচনের আগেই খোদ কলকাতার বুকে ঘটে গেল বোমাবাজির ঘটনাঊ শুক্রবার ঘটনাটি ঘটে রাজারহাটে বৈদিক ভিলেজের কাছে। এদিন এই ঘটনার জেরে গুরুতর জখম হন দুই ব্যক্তিঊ

অনেকদিন ধরেই কাজ চলছিল লাউহাটি কাঁচকল এলাকায়ঊ তার জন্যই ওই জায়গায় মজুত করে রাখা ছিল বালি, পাথর। এদিন ওই জায়গার পাথর সরাতেই বিস্ফোরণ ঘটেঊ এদিন কাজের জন্যই ওই স্থানটি থেকে পাথর নিতে গিয়েছিলেন ওই দুজন শ্রমিকঊ

ছয়ের পাতায়

নিয়ন্ত্রন হারিয়ে বেপরোয়া লরি পিষে দিল তৃণমূলের মিছিলকে , মৃত ১, আহত ৮

বেলদা, ১০ মে (হি. স.) : পশ্চিম মেদিনীপুরের কুলিগেড়িয়াতে ভয়াবহ পথ দূর্ঘটনা।৬০ নং জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ হল ১টি বাইক সহ ১১ টি গাড়ি। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১ বাইক চালকের এবং আহত হয়েছেন আরও ৮ জন। ।ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদা থানার কুলিবাজার এলাকার ৬০ নং জাতীয় সড়কে ।স্থানীয় সূত্রে খবর, শুক্রুবার তৃণমূলের একটি প্রচার মিছিল চলছিল। মিছিলের কারনে জাতীয় সড়কের একদিকে যানচলাচল বন্ধ রাখা হয়। পরপর গাড়িগুলি দাঁড়িয়ে গেলে হঠাত পেছন থেকে ১টি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনে থাকা ১১টি গাড়ির পেছনে ধাক্কা মারতে মারতে এগিয়ে যায়। ঘটনায় সামনে পড়ে গিয়েছিলেন এক বাইক আরোহী । বেপরোয়া লরি তার ওপর দিয়ে চলে যায় । ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই বাইক আরোহীর। ঘটনার জেরে খঙ্গাপুর-ভুবনেশ্বর জাতীয় সড়ক ঘণ্টা খানেকের জন্য অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ।স্থানীয়দের চেষ্টায় তাদের বেলদা গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনায় রাজনীতি শুরু হয়েছে । তৃণমূলের জেলা সভাপতি অজিত মাইতির দাবি - বিজেপির পতাকা লাগানো ওই বেপরোয়া লরি ইচ্ছে করে তৃণমূলের লোকজনের ওপরে হামলা করে পিষে দিয়েছে । আমরা পুলিশকে ব্যাবস্থা নিতে বলেছি । সেই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত কর্মীদের পাশে আমরা থাকছি । এই ঘটনায় ঘাতক গাড়িকে পুলিশ আটক করলেও চালক পলাতক । অভি ।ওগ অস্বীকার করেছে বিজেপি ।

সাহিত্য একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক মহম্মদ মীরান প্রয়াত শোকজ্ঞাপন এমডিএমকে প্রতিষ্ঠাতার

তিরুনেলভেলি, ১০ মে (হি.স.): থেমে গেল বিখ্যাত তামিল লেখক এবং সাহিত্য একাডেমি পুরস্কারে সম্মানিত থোপিল মহম্মদ মীরান-এর লেখনী। বেশ কয়েকদিনের শারীরিক অসুস্থতার পর শুক্রবার পেট্টাইয়ে নিজের বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। ১৯৯৭ সালে 'সাইভু নারকালি' (রিক্লাইনিং চেয়ার) উপন্যাসের জন্য সাহিত্য একাডেমি পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন এই বিখ্যাত তামিল লেখক। মৃত্যুকালে ৭৪ বছর বয়স হয়েছিল মীরান-এর। ১৯৯৭ সালে তাঁর লেখা 'সাইভু নারকালি' (রিক্লাইনিং চেয়ার) উপন্যাসের জন্য সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার ছাড়াও দীর্ঘ সাহিত্য জীবনে থোপিল মহম্মদ মীরান ছয়টি ছোটগল্প, পাঁচটি উপন্যাস এবং প্রচুর অনুবাদ করছেন। তাঁর পরিবার সূত্রের খবর, বয়সজনিত নানা কারণে বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি। নিজবাড়িতেই চিকিতা চলছিল তাঁর। এরপর, এদিন সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর পাশে ছিলেন স্ত্রী জালিলা মীরান এবং দুই পুত্র। তাঁর প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন এমডিএমকে প্রতিষ্ঠাতা ভাইকো।

মহারাষ্ট্রের মুখ্য সচিব নিযুক্ত হলেন অজয় মেহতা : মুখ্যমন্ত্রীর দফতর

মুম্বই, ১০ মে (হি.স.): মহারাষ্ট্রের নতুন মুখ্য সচিব নিযুক্ত হলেন মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কমিশনার অজয় মেহতাঊ শুক্রবার মহারাষ্ট্র মুখ্যমন্ত্রী দফতর (সিএমও)-এর পক্ষ থেকে এ কথা জানানো হয়েছেঊ বর্তমান মুখ্য সচিব ইউপিএস মদন-এর জায়গায় স্থলাভিষিক্ত হলেন অজয় মেহতাঊ মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবিশের বিশেষ উপেদষ্টা (মুখ্য সচিব গ্রেড) হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করতে চলেছেন ইউপিএস মদনঊ

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসেই অবসর নেওয়ার কথা ১৯৮৪ ব্যাচের আইএএস অফিসার অজয়

ছয়ের পাতায়

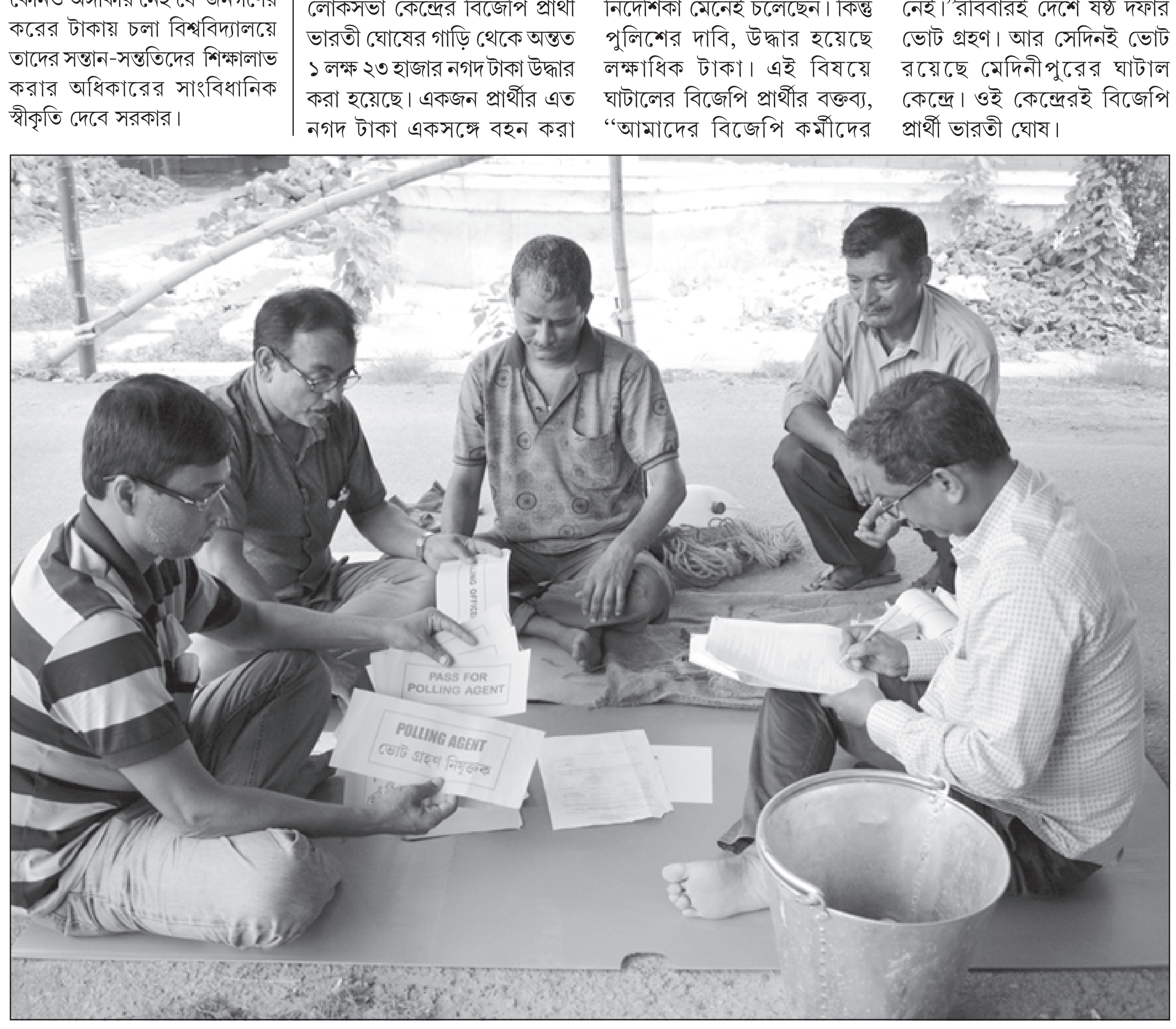

রবিবার পশ্চিম আসনের কিছু বুথে পুনর্ভোটের জন্য ভোট কর্মীরা ভোট সামগ্রী বুঝে নিয়েছেন। ছবি- নিজস্ব।

আন্তর্জাতিক পুরস্কারে পুরস্কৃত বোলপুর উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক

বোলপুর ১০ মে (হি. স.) : বীরভূমের বোলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ডঃ সুপ্রিয় সাধু পেলেন আন্তর্জাতিক সম্মাননা। সারা ভারত বর্ষ থেকে এই সম্মাননা পেয়েছেন আরও তিন জন এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে একমাত্র তিনিই। এর আগেও তিনি শিক্ষারত্ন পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছিলেন ২০১৮ সালে।ব্যাংককে আয়োজিত আন্তর্জাতিক গবেষণা ও উন্নয়ন সমিতির পক্ষ থেকে গত ৫ ই মে সুপ্রিয় বাবুর হাতে তুলে দেওয়া হয় এই সম্মাননা। বছরের সেরা শিক্ষক হিসাবে তিনি এই সম্মাননা পান। সারা ভারতবর্ষে মাত্র চারজন এবং পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র তিনি এই সম্মাননা পেয়েছেন।ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন নামে একটি স্ব-শাসিত সংস্থা যারা শিক্ষা গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎকর্ষতা স্বরূপ এমন সম্মাননা দিয়ে থাকে। এই সংস্থার তরফেই বছরের সেরা শিক্ষক হিসাবে বোলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ডঃ সুপ্রিয় সাধুকে পুরস্কার তুলে দেন। রাজস্থানের বেদান্ত কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ও ব্যাংককের ক্যাসেসশার্ট ইউনিভার্সিটির সাথে যৌথভাবে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন এই সম্মাননা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।এমন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়ার পর বোলপুর উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ডঃ সুপ্রিয় সাধু মহাশয় জানান, 'এই কৃতিত্ব শুধু আমার নয়, গোটা বিদ্যালয়ের পারফরমেন্সের জন্যই আজ এই সম্মাননা। আরো ভালো করে বলতে হলে বলতে হয়, টিম বোলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি। যে টিমে রয়েছে, বোলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষা কর্মী, অশিক্ষা কর্মী এবং পড়ুয়াদের নিরলস প্রচেষ্টা। এছাড়াও রয়েছেন উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতি। কৃতিত্ব রয়েছে প্রাক্তন পড়ুয়াদের। আমাদের বিদ্যালয়ের সামগ্রিক কার্যকলাপের স্বীকৃতি হলো এই পুরস্কার।

নির্বাচন কমিশনের বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক বিবেক দুবে মিলিত হলেন রাজনৈতিক দলের সাথে

বাঁকুড়া, ১০ মে (হি. স.) : নির্বাচন সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক বিবেক দুবে মিলিত হলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে। শুক্রবার বিকালে তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে পৃথক পৃথক ভাবে বৈঠক করেন।নির্বাচন কমিশনের বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক বিবেক দুবে হেলিকপ্টার যোগে এদিন দুপুরে বাঁকুড়া পৌঁছান। তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সাথে পৃথক ভাবে মিলিত হয়ে তাদের বক্তব্য শোনেন। সিপিএম দলের পক্ষ থেকে বৈঠকে যোগ দান করেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অমিয় পাত্র। তিনি সাংবাদিকদের বলেন আমাদের বক্তব্য আমরা তাকে জানিয়েছি,।

তিনি বলেন স্বয়ং পুলিশ সুপার এখন শাসক দলের পক্ষে।সে কারনে লড়াইটা আর রাজনৈতিক নয়।তিনি অভিযোগ করেন এসপি সাহেব শাসক দলের হয়ে ভোটের পরিকল্পনা করছেন। অপরদিকে বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকার বৈঠক থেকে বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের বলেন সারা জেলায় ৯৪ শতাংশ বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে।অবশিষ্ট যে ৬ শতাংশ বুথে রাজ্য পুলিশ থাকবে সেই সব বুথগুলো যেন শহরাঞ্চলে হয়।গ্রামানলের সব বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকাপ্রয়োজন।কেননা সেখানে সন্ত্রাসের ভয় থাকে। এই দাবি ছাড়াও জেলা জুড়ে বিভিন্ন লজ ও বড় বড় বাড়ি গুলি তে কারা আশ্রয় নিয়েছে কোনও বহিরাগত রয়েছে কিনা সেগুলি খতিয়ে দেখার জন্য আবেদন করেছি।তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে জেলা পরিষদের মেন্টর অরূপ চক্রবর্তী বলেন আমাদের জেলায় নির্বাচন শান্তি পূর্ণ ভাবেই হয়, এবারে প্রচন্ড গরমের জন্য বুথে পানীয় জলের ব্যবস্থা করার আবেদন করেছি।এছাড়াও রামসাগর এলাকায় গন্ডগোল হয়, সেদিকে সতর্ক নজর রাখার আবেদন জানানো হয়েছে।বৈঠক শেষে শ্রী দুবে বলেন নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সমস্ত রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পঞ্চম দফা পর্যন্ত ভোট হয়েছে।এই রাজ্যে একমাত্র মুর্শিদাবাদের একটি বুথে গণ্ডগোলের জেরে এক ব্যক্তির মৃত্যু ছাড়া বড় ঘটনা কিছু ঘটেনি।মাও অধ্যুষিত জঙ্গলমহলের প্রসঙ্গে তিনি বলেন পর্যাপ্ত বাহিনীর মজুদ রাখা হয়েছে।বিশেষ নজরদারি ও চলছে।

জরুরী পরিষেবা

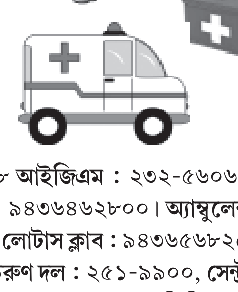

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

'গোপন পেন ড্রাইভ' নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ মুকুলের তদন্তের দাবি কমিশনে

কলকাতা, ১০ মে (হি.স.) : কয়লা পাচারের 'গোপন পেন ড্রাইভ' নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চ্যালেঞ্জ জানালেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়। এ দিকে, পেন ড্রাইভ নিয়ে তদন্তের দাবি জানিয়ে চিঠি জমা পড়ল কমিশনে। কয়লা পাচার নিয়ে মোদী-মমতা বাগযুদ্ধের ঘটনা ফিকে হয়নি এখনও। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার সভায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে কয়লা পাচারের অভিযোগ করেছিলেন নরেন্দ্র মোদী। মমতা পাল্টা বলেছিলেন, কথাটা প্রমাণ করতে পারলে ৪২ টি আসনেই প্রার্থী প্রত্যাহার করে নেবেন তিনি। পাশাপাশি তিনি পাল্টা অভিযোগ এনেছিলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে সাংসদের কথোপকথনের একটি পেন ড্রাইভ তাঁর কাছে রয়েছে বলে বৃহস্পতিবার দাবি করেন মমতা।

শুক্রবার মুকুলবাবু এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "হয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর দাবি প্রমাণ করুন। অথবা, মিথ্যেভাষণের জন্য ক্ষমা চান জনগনের কাছে।" সেই পেনড্রাইভ নিয়ে তদন্তের আরজি জানিয়ে আবেদন জমা পড়ল নির্বাচন কমিশনে। জনৈক বিশ্বনাথ গোস্বামী নামে এক ব্যক্তি তদন্তের দাবি জানিয়েছে লিখেছেন কমিশনে। বৃহস্পতিবার মমতা বলেন, "আমার কাছে একটা পেন ড্রাইভ আছে। বাজারে যদি ছেড়ে দিই কোল স্মাগলিংয়ের অনেক কথা বেরিয়ে আসবে। যদি মিডিয়া দেখাতে চায়, দিয়ে দেব। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি সাংসদ কয়লা পাচারের কথা বলছে।' আসলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তব্যের পাল্টা হিসেবে ওই কথা বলেন মমতা। মোদী বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ার দুই সভাতেই অভিযোগ এনেছিলেন। বলেছিলেন, " কালো সোনায় (পড়ুন কয়লা) মাফিয়া রাজ চলছে বাংলায়। সেই মাফিয়ারাজ কায়েম করেছে তৃণমূল।'কিন্তু মমতার পেনড্রাইভ সংক্রান্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে 'সোশিয়ো-লিগ্যাল রিসার্চার ও অ্যাক্টিভিস্ট' নামে সংস্থার বিশ্বনাথ গোস্বামী নির্বাচন কমিশনকে চিঠি লিখেছেন। চিঠিতে তার বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রীর অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ করেছেন। এ বিষয়ে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত হওয়া উচিত।

বিদেশে পাড়ি দিতে চলেছে "নগরকীর্তন"

কলকাতা, ১০ মে (হি.স.) : সব রকম জটিলতা কাটিয়ে মুক্তি পেয়েছিল কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের নতুন ছবি 'নগরকীর্তন' । এই দেশে জনপ্রিয়তার শীর্ষে যাওয়ার পর এবার লন্ডনে পাড়ি দেবে "নগরকীর্তন" ।ছবিতে এক বাঁশিওয়ালা ও এক রূপান্তরকামীর প্রেমের গল্পই উঠে এসেছে। ছবিতে অভিনয় করেছেন ঋত্বিক চক্রবর্তী ও ঋদ্ধি সেন ঊ এই ছবি এক বাঁশিওয়ালা ও এক রূপান্তরকামী মানুষের প্রেমের গল্প ঊ সেরা অভিনেতা হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন ঋদ্ধি। এছাড়াও আরও চার বিভাগে পুরস্কার পেয়েছে ছবিটি। তার মধ্যে সেরা ফিচার ফিল্ম হিসেবে জুড়ি অ্যাওয়ার্ড, সেরা কস্টিউম ডিজাইন ও সেরা মেকআপের অ্যাওয়ার্ডও রয়েছে। তাই আর কদিনের মধ্যেই লন্ডনে মুক্তি পেতে চলেছে "নগরকীর্তন'।

ভারতীয় মিত্র বাহিনীর সদস্যদের ৫০০ সন্তানকে বৃত্তি দেবে বাংলাদেশ

ঢাকা, ১০ মে (হি.স.) জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ 'মুজিব বর্ষ' উদযাপনের অংশ হিসেবে মিত্র বাহিনীর সদস্যদের ৫০০ সন্তানকে বৃত্তি দেওয়া হবে। তাদের বাছাই করার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ভারতীয় হাইকমিশনকে দায়িত্ব প্রদান করা হবে। একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ায়, ভারতীয় সেনাবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের সক্রিয় সহযোগিতা করে। গঠিত হয় বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমান্ড, যার অধিনায়ক ছিলেন লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা। ন'মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে জগজিৎ সিং অরোরার কাছে ৯০ হাজার সেনা নিয়ে অস্ত্র সমর্পণ করেন পাকিস্তানি বাহিনীর অধিনায়ক লে. জেনারেল নিয়াজি। মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় মিত্র বাহিনীর কয়েক হাজার সৈন্য জীবন বিসর্জন দেয়। বাংলাদেশ ইতিপূর্বে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পাশে যারা দাঁড়িয়েছিলেন, ভারতসহ বিশ্বের রাষ্ট্রনায়ক, রাজনীতিবিদ ও বিশিষ্ট জনেরা, তাদের সম্মানিত করেছে। সবচেয়ে বেশি সম্মানিত হয়েছেন ভারত থেকে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। সর্বোচ্চ পর্যায়ে সম্মানিত হন ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, তাঁর পক্ষে ঢাকায় এসে সম্মাননা গ্রহণ করেন সোনিয়া। বঙ্গভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর হাতে সম্মাননা তুলে দেন বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর পরই বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয় ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়কে।

এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জনকারী ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্যদের পরিবারবর্গকে সম্মানিত ও আর্থিক সহযোগিতা করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত সফরকালে এই পরিবারবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বৃত্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় মুজিব বর্ষ উদযাপন নিয়ে গতকাল মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত সভায়। এই সভায় মুজিববর্ষ উদযাপনের বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সভাপতিত্ব করেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক।

সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদে ২৫ মে বাংলাদেশ জুড়ে বিক্ষোভ মিছিল ঐক্য পরিষদের

ঢাকা, ১০ মে (হি. স.) : শুক্রবার বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভায় গত ডিসেম্বরে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর সারাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, নির্যাতন-নিপীড়ন ও জায়গা-জমি দখল বেড়ে যাওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। এর প্রতিবাদে আগামী ২৫ মে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের সব সংগঠনকে একত্রিত করে সারা দেশে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ঐক্য পরিষদের সভাপতিম-লীর সদস্য অধ্যাপক ড় নিমচন্দ্র ভৌমিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অ্যাড় রানা দাশগুপ্ত তার লিখিত প্রতিবেদনে বলেন, নির্বাচনের পর থেকে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, নির্যাতন-নিপীড়ন, জায়গা-জমি দখল ও মন্দিরে হামলা চালিয়ে বিগ্রহ ভাঙচুরের ঘটনা ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। পঞ্চগড়ে কারাগারে আটক অবস্থায় আইনজীবী পলাশ কুমার রায়কে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে, ঐক্য পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক প্রিয়া সাহার পৈতৃক বাড়িতে হামলা চালানোর পর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, মাত্র দুদিন আগে ফরিদপুরে সাংবাদিক প্রবীর সিকদারের বাড়িতে হামলা চালিয়েছে এক দল লোক। প্রায় প্রতি জেলা থেকেই হামলার খবর আসছে। ধর্মান্তরকরণের (ইসলাম) মাত্রা কয়েকগুণ বেড়েছে। এ অবস্থায় সংখ্যালঘুদের মধ্যে উদ্বেগ ও শঙ্কা বেড়ে গেছে। বিভিন্ন জেলা থেকে আগত ঐক্য পরিষদ নেতারা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে গ্রামাঞ্চলে সংখ্যালঘুদের ওপর ক্রমবর্ধমান হামলার বিবরণ দেন। ফেনী থেকে আগত ঐক্য পরিষদ নেতা বলেন, বেছে বেছে হিন্দুদের বাড়িতে ডাকাতি ও লুটপাট হচ্ছে। আওয়ামি লিগ নেতারা নির্দেশ দিয়েছেন এসব খবর থানায় জানানো যাবে না। সাংবাদিকদের এসব এলাকায় আসা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি জেলার নেতারা অভিযোগ করেছেন, হিন্দু সম্প্রদায়কে জায়গা-জমি ছেড়ে দিয়ে ভারতে চলে যাওয়ার জন্যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথবা এমন পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে, যাতে শঙ্কিত হিন্দুরা দেশত্যাগে বাধ্য হয়। সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদনে বলা হয়, বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক মহল থেকে তীব্র ধর্মীয় বিদ্বেষপূর্ণ উক্তি করা হচ্ছে, এমনকি হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের বিধর্মী উল্লেখ করে হত্যা করার প্ররোচনা দেওয়া হচ্ছে। মসজিদে উস্কানিমূলক বক্তব্য দেওয়া হচ্ছে। সভায় পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্থির পরিস্থিতি তেরি হওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। ঐক্য পরিষদ অভিযোগ করেছে, পার্বত্যবাসীদের মূল ধারাকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। এ পরিস্থিতির অবসান না হলে পার্বত্য এলাকায় বিপর্যয় নেমে আসবে।

স্কুল-কলেজে বাংলা ইংরেজির পাশাপাশি হিন্দি ভাষা হয়ে উঠুক প্রধান ভাষা

কলকাতা, ১০মে (হি.স.): গান্ধীজি সবসময় চাইতেন দেশবাসী বাংলা ইংরেজির পাশাপাশি হিন্দি ভাষাতেও পারদর্শী হোকঊ বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি এই তিনটি ভাষায় পারদর্শী হতে পারলেই সঠিক দেশ গঠন হবেঊ শুক্রবার কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ থেকে গান্ধীজির ১৫০ বছর জন্মদিন উপলক্ষ্যে আগাম আয়োজিত একটি আলোচনা সভায় স্কুল-কলেজে বাংলা ইংরেজির পাশাপাশি হিন্দি ভাষাকে প্রধান ভাষার মর্যাদা দেওয়ার আবেদন করা হল ঊশুক্রবার কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ থেকে বিদ্যাসাগর হলে আয়োজিত হল গান্ধীজির ১৫০ বছর জন্মদিন উপলক্ষ্যে আগাম আলোচনা সভার ঊ এদিনের ওই আলোচনা সভায় স্কুল-কলেজে বাংলা ইংরেজির পাশাপাশি হিন্দি ভাষাকে প্রধান ভাষার মর্যাদা দেওয়ার আবেদন করে বলা হয় গান্ধীজি সবসময় চাইতেন সঠিক দেশ গড়ার ঊ আর সঠিক দেশ গড়তে গেলে প্রয়োজন শিক্ষারঊশিক্ষার পাশাপাশি প্রয়োজন বিভিন্ন ভাষার জ্ঞান থাকা ঊ কেউ শুধু বাংলা কেউ ইংলিশ জানলেই সেখানেই শিক্ষার শেষ হয়ে যায়না ঊ বাংলা ইংরেজির পাশাপাশি হিন্দি ভাষাকেও জানা প্রয়োজন।

আজকের আনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা তথা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দি বিভাগের প্রধান শিক্ষক রাম অহ্লাদ চৌধুরী এই প্রসঙ্গে বলেন, 'হিন্দি ভাষা মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে জানলে চলবে না ঊ হিন্দি ভাষা দেশের প্রতিটি শিক্ষার্থীকে জানতে হবেঊবাংলা ইংরেজি যেমন সবাই গলগল করে বলে তেমনই হিন্দি ভাষাও বলতে হবেঊ গান্ধীজি এটাই চাইতেনঊতাই আমি বলব এই বছর ২ অক্টোবর গান্ধীজির ১৫০ বছর জন্মদিনে বেশ কিছু স্কুল, কলেজকে আহ্বান জানচ্ছি তাঁদের স্কুল গুলোতে হিন্দি ভাষাকে প্রধান ভাষা করারঊ আমি তো বলবো হিন্দি ভাষা ওয়ার্কিং লেঙ্গুয়েজ হয়ে উঠুক।

কুলতলিতে গৃহবধূকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে

কুলতলি, ১০ মে (হি. স.) : এক গৃহবধূকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ উঠলো স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলতলি থানার অন্তর্গত জ্বালাবেরিয়া গ্রামে। নিহতের নাম বুলারানী সরদার(৩৩)। এই ঘটনায় মৃতার স্বামী ঝড়ুরাম সরদার ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে কুলতলি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃতার ভাই স্বরূপ কয়াল। কুলতলি থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর দীর্ঘদিন ধরেই পেশায় কলকাতায় পরিচারিকার কাজ করা বুলার বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল অন্য পুরুষের সাথে। এই নিয়ে মাঝে মধ্যেই সংসারে অশান্তি লেগে ছিল। একাধিকবার বুলার স্বামী এ নিয়ে স্ত্রীকে বকাবকি ও করেন। শুক্রবার ভোরে ঘুম থেকে উঠে কলকাতায় কাজে যাওয়ার আগেই রান্নাঘরে গিয়ে গলায় কাপড়ের ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হন ওই গৃহবধূ। যদিও ওই গৃহবধূকে খুন করা হয়েছে বলে কুলতলি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃতার পরিবার। মৃতার ভাই স্বরূপ কয়ালের দাবী মৃতদেহের শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কুলতলি থানার পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ।

মহারাষ্ট্রে জলে ডুবে মৃত্যু বাঘের

নাগপুর, ১০ মে(হি.স.): শুক্রবার মহারাষ্ট্রের মালঘাট ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্রের গভীর জলের গর্ত থেকে একটি বাঘের মৃতদেহ উদ্ধার করল বন দফতর। এদিন বন আধিকারিক সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। মহারাষ্ট্রের মালঘাট ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্রের গভীর জলের গর্ত থেকে একটি বাঘের দেহ উদ্ধার হয়। বাঘটি টি-৩২ নামে পরিচিত ছিল। শুক্রবার বন আধিকারিক আরও জানিয়েছেন, সম্ভবত সংরক্ষণ কেন্দ্রের গুলমাল জঙ্গলের গাছে উঠতে গিয়ে পড়ে যায়। মহারাষ্ট্রের মালঘাট ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্রটি অমরাবতী জেলা থেকে ৩৫০ কিমি দূরত্বে অবস্থিত। বাঘটির দেহের অনেক অংশে ক্ষত ছিল। ৮ মে বুধবার যখন ফরেস্ট গার্ডরা ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্রে টহল দিচ্ছিল তখন তাঁরা বাঘটির দেহ জলে ভাসতে দেখে। বন আধিকারিক এই তথ্য জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার বাঘটির ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। মৃত্যুর আসল কারণ ময়না তদন্তের রিপোর্ট আসার পরই জানা যাবে বলে তিনি জানিয়েছেন। বাঘটির আশেপাশে কোনও মানুষের উপস্থিতির চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

সংঘের

● **প্রথম পাতার পর**

বরখাস্তও করা হয়েছে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ার গরমিলের জন্য পশ্চিম আসনে রিটার্নিং অফিসার এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য শিক্ষক সংঘ ত্রিপুরার মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কাছে দাবি জানিয়েছে।

চূড়ান্ত

● **প্রথম পাতার পর**

রাখতে নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ভোটপর্ব অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলেও জনিয়েছেন সদরের এসডিএম।

খাদ্যের

● **প্রথম পাতার পর**

বর্তমানে লোকসভা নির্বাচনের আদর্শ আচরণবিধি বলবৎ রয়েছে। তাই শুধু সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হয়েছে। আগামী ২৩ মে লোকসভা ভোটের ফল প্রকাশের পর গাড়িটি রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে প্রচার চালাবে বলেও জানান তিনি। আজকের প্রচার অভিযানে উপস্থিত ছিলেন ফুড সেফটি অফিসার নির্মলেন্দু দত্ত, সিনিয়র কেমিস্ট অনিল বর্মণ-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা

জারি

● **প্রথম পাতার পর**

পেয়ে হাইলাকান্দি জেলায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং পরিস্থিতি শান্ত রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে জেলাশাসককে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। হাইলাকান্দির পরিস্থিতির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে রাজ্যের পুলিশ-প্রধান এবং মুখ্যসচিবকেও মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

বৃদ্ধা

● **প্রথম পাতার পর**

ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেন এই ৭৩ বছরের বৃদ্ধা। সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমে উনার নাতি যখন প্রাকৃতিক কাজ সারতে যান তখন বাতরুমের দরজা খুলেই দেখে আরুতী দেবি ঝুলছে। তখন তার চিৎকারে ঘর থেকে বের হয় অন্যান্য সদস্য সহ পাড়শীরা। খবর দেওয়া হয় বিশালগড় মহিলা থানায়। ছুটে যান মহিলা থানার তদন্তকারী অফিসার আশালতা দেবনাথ। এবং বৃদ্ধর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। তবে সাতসকালে এই মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা গোটা রাস্তারমাথা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত নেমেছে।

লামডিং-নিউহাফলং রেলপথে সুরক্ষা বিষয় পর্যবেক্ষণ কমিশনার অব রেলওয়ের

হাফলং (অসম), ১০ মে (হি.স.) : কমিশনার অব রেলওয়ে (সেফটি) শৈলেশকুমার পাঠক লামডিং-শিলচর ব্রডগেজ রেলপথের লামডিং-নিউহাফলং সেকশন পরিদর্শন করেছেন। শুক্রবার কামাখ্যা থেকে এলজি স্পেশাল ট্রেনে লামডিং হয়ে বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ কমিশনার অব রেলওয়ে সেফটি শৈলেশকুমার পাঠক নিউহাফলং স্টেশনে এসে উপস্থিত হন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের শীর্ষ আধিকারিক।শুক্রবার শৈলেশকুমার পাঠক লামডিং থেকে নিউহাফলং পর্যন্ত রেলওয়ে ট্র্যাক ও যাত্রী সুরক্ষার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করেন। বিশেষ করে দাওটুহাজা থেকে মাইগ্রেনডিসা পর্যন্ত রেল লাইনের সুরক্ষার দিকটি দেখেন তিনি। বর্তমানে দাওটুহাজা থেকে লামডিং পর্যন্ত যাত্রীবাহী ট্রেনগুলি ৭০ কিলোমিটার গতিবেগে চলাচল করছে। আজ কমিশনার অব রেলওয়ে সেফটি শৈলেশ কুমার পাঠক লামডিং থেকে নিউহাফলং পর্যন্ত ৯০ কিলোমিটার গতিবেগে ট্রেন চালানো যাবে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করেছেন। রেলসূত্রে জানা গিয়েছে, কমিশনার অব রেলওয়ে সেফটির পরিদর্শনের পরই যাত্রী সুরক্ষার বিষয়টি নিয়ে নিশ্চিত হওয়ার পরই নিউহাফলং থেকে লামডিং পর্যন্ত যাত্রীবাহী ট্রেনগুলি ৯০ কিলোমিটার গতিবেগে চলাচল করার বিষয়ে সবুজ সঙ্কেত মিলতে পারে। তবে নিউহাফলং স্টেশনে শৈলেশ কুমার পাঠক সাংবাদিকদের আজকের পরিদর্শন নিয়ে কিছু জানাতে রাজি হননি।

হাফলং-শিলচর জাতীয় সড়কের ২৫ কিমি বেহাল অংশ সংস্কারের দায়িত্ব এইচসিসি-কে

হাফলং (অসম), ১০ মে (হি.স.) : হাফলং-শিলচর ৫৪ নম্বর জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের এএস ২১ প্যাকেজের জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত ২৫ কিলোমিটার বেহাল অংশ সংস্কারের দায়িত্ব এবার তুলে দেওয়া হবে হিন্দুস্থান কনস্ট্রাকশন কোম্পানি (এইচসিসি)-কে। এমনই আশারবাণী শোনালেন জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ (নাহাই)-র গুয়াহাটি আঞ্চলিক কার্যালয়ের চিফ জেনারেল ম্যানেজার সুনীল জিন্দাল। নাহাই-এর গুয়াহাটির আঞ্চলিক কার্যালয়ের সিজিএম সুনীল জিন্দাল এনসি হিলস ইন্ডিজেনাসস্টুডেন্টসফোরামের সভাপতি ডেভিড কেভমকে এই খবর দিয়েছেন।কেভমকে সিজিএম সুনীল জিন্দাল বলেন, যতদিন পর্যন্ত জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও অংশের ২৫ কিলোমিটার রাস্তা সংস্কারের জন্য নাহাই-এর দিল্লি কার্যালয় থেকে ৪৯ কোটি টাকা মঞ্জুর হয়ে না আসে, ততদিন এই রাস্তা অস্থায়ীভাবে দেখভালের দায়িত্বে থাকবে এইচসিসি নির্মাণ সংস্থা। তাছাড়া এএস ২২ প্যাকেজের মাইবাং জাটিঙ্গা সড়ক সংস্কারের জন্য ২০ কোটি টাকা ইতিমধ্যে মঞ্জুর করেছে নাহাই-এর দিল্লি কার্যালয়। এখন শুধু টেন্ডার ডাকা বাকি। শীঘ্রই মাইবাং-জাটিঙ্গা অংশের সংস্কার কাজ শুরু করার জন্য টেন্ডার ডাকা হবে, জানান তিনি।

এর আগে বহুবার জাটিঙ্গা হারাঙ্গাজাও সড়ক সংস্কার করার কথা জানালে নাহাই তাদের কথা রাখেনি, প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছে। গত ১৩ এপ্রিল ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক অমিতাভ রাজখোয়ার সঙ্গে বৈঠকে বসেন নাহাই-এর গুয়াহাটি কার্যালয়ের জেনারেল ম্যানেজার এসকে ভার্মা। ১৪ এপ্রিল থেকে জরুরিকালীন ভিত্তিতে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করা হবে বলে জানালেও, কার্যত আজ পর্যন্ত এতে হাত দেয়নি নাহাই কর্তৃপক্ষ। হাফলং-শিলচর ৫৪ নম্বর জাতীয় সড়ক (সম্প্রসারণ)-এর জাটিঙ্গা হারাঙ্গাজাও অংশের সংস্কার কাজ নিয়ে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না বলে অভিযোগ।

ঘোষ প্রসঙ্গে অভিযোগ মমতার

আটের পাতার পর

করা হয়েছে, এমনটা জানিয়ে ৪০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণের দাবিতে তাঁর স্ত্রীকে ফোন করেন এক ব্যক্তি। এরপরেই তিলজলা পুলিশের কাছে অভিযোগ জানান তাঁর স্ত্রী আফরিনঊ এরপরে পুলিশ মুক্তিপণ নিয়ে অপহরণকারীদের সঙ্গে কথা চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেনঊ এরপর বার্তালাপ চালাতে চালাতে এক পর্যায়ে ৬০ লক্ষ টাকা থেকে ৬ লক্ষ টাকায় অভিযুক্তদের সঙ্গে রফা করেন ওই মহিলা। এরইমধ্যে অভিযুক্তদের মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে পুলিশ। ওই মহিলা অপহরণকারীদের জানান, তিনি মুক্তিপণের টাকা দিয়ে স্বামীকে ছাড়িয়ে আনতে বিহারের ঝাঝার জামুইয়াতে যাচ্ছেন।এরপরই লালবাজারের একটি দল বিহার এর ঝাঝার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। তল্লাশির ৫ দিন পর, উদ্ধার হন অপহৃত ব্যবসায়ী নিরঞ্জন কুমার। গ্রেফতার করা হয় রঞ্জিতকে। তার সঙ্গী সুশান্তর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

ভারতীয় যুবকের রহস্যজনক মৃত্যু, চাঞ্চল্য

আটের পাতার পর

উদ্ধার করা হয়। টেমস ভ্যালি পুলিশের পক্ষ থেকে একটি খুনের মামলা দায়ের করা হয়েছে। ওই যুবকের কোনও শত্রু রয়েছে কিনা নাকি কোনও পারিবারিক বিবাদের শিকার ওই যুবক, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তও শুরু করেছে পুলিশ।এদিকে, বিচার পেতে বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের হস্তক্ষেপ দাবি করে আবেদন করেছেন নিহত যুবকের পরিবার। তাঁরা যাতে লন্ডন যেতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করার আবেদন জানানো হয়েছে।

যেতে ভয় পাচ্ছেন ঝাড়গ্রামবাসী

আটের পাতার পর

ঝাড়গ্রাম রেঞ্জে প্রবেশ করেছে। হাতি গুলি দুটি দলে ভাগ হয়ে গিয়েছে। যার ফলে বনদফতরের কর্মীরা হাতি গুলিকে তাড়াতে পারছে না। ভাগ হওয়া হাতি গুলিকে এক সাথে করার চেষ্টা করছে বন কর্মীরা। পাথরা গ্রামেরবাসিন্দা শ্যামল খিলারী, স্বরূপ গোপ,স্বপন খিলারীরা এক যোগে বলেন 'ভোট প্রক্রিয়া চলাকালীন জঙ্গল লাগোয়া বুথগুলোতে বনদপ্তর হাতি আটকানোর জন্য যদি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন তাহলে গ্রামবাসীরা প্রবল সমস্যার মুখে পড়বে। অনেকে হয়তো ভোট দিতেই যাবেন না হাতির আতঙ্কে। তাই আমরা চাই নির্বাচন কমিশন ও বনদপ্তর যাতে গুরুত্ব দিয়ে এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়'। এবিষয়ে ঝাড়গ্রামের ডিএফও বাসব রাজ হেলোচ্চি বলেন, 'নয়াগ্রামের দিক থেকে বেশ কয়েকটি হাতি ঝাড়গ্রাম এলাকায় প্রবেশ করেছে। হাতি গুলি দুটো দলে ভাগ হয়ে যাওয়ায় তাদেরকে তাড়াতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বনদফতরের কর্মীদের। হাতি গুলিকে আগে এক সাথে করার চেষ্টা চলছে। তারপর তাদের মুভমেন্ট বুঝে তাড়ানোর ব্যাবস্থা করা হবে। তবে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই।'

বোমাবাজির জেরে জখম ২

পাচের পাতার পর

আর তাতেই বিস্ফোরণের জেরে আহত হন তারা।

খবর পেয়ে এদিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় রাজারহাট থানার পুলিশ। তারা ওই দুই শ্রমিককে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেঊ ইতিমধ্যেই এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশঊ এই ঘটনার সঙ্গে করা জড়িত আছে, বোমাটি ওই জায়গায় কী করে এল, এই সমস্ত বিষয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছেন তদন্তকারীরা।

অজয় মেহতা : মুখ্যমন্ত্রীর দফতর

পাচের পাতার পর

মেহতারঊ আপাতত আগামী চার মাস মহারাষ্ট্রের মুখ্য সচিব পদের দায়িত্ব সামলাবেন মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কমিশনার অজয় মেহতাঊ শুক্রবার সিএমও-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মহারাষ্ট্রের নতুন মুখ্য সচিব নিযুক্ত হয়েছেন অজয় মেহতা।

দেওয়া হল বদ্রীনাথ মন্দিরের দরজা

তিনের পাতার পর

নাগাদ প্রধান পুরোহিত রাবল ইশ্বরী প্রসাদ নম্বুদরীর নির্দেশে বদ্রীনাথ মন্দিরের প্রবেশদ্বার পুজো করা হয়ঊ এরপর ৩.৪৫ মিনিট থেকে ৪.১৫ মিনিট পর্যন্ত বিশেষ পূজার্চনার পর বদ্রীনাথ মন্দিরের প্রবেশদ্বার পুন্যার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়ঊ এর আগে ২০১৮ সালের ২০ নভেম্বর ৬ মাসের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল বদ্রীনাথ মন্দিরের প্রবেশদ্বার।

অ্যাপেই ক্রিকেট শিক্ষা এমএস ধোনি অ্যাকাডেমিতে, মেন্টর ধোনির বাঙালি কোচ

নয়াদিল্লি, ১০ মে।। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে অবিনব উপায়ে ক্রিকেটের পাঠ নেবেন তরুণ প্রজন্মের ক্রিকেটাররা। শুধু তাই নয়, খুদে ক্রিকেটাররা যারা সঠিক পরিকাঠামো পায় না কিংবা প্রতিভা থাকলেও সেই প্রতিভার বিকাশ হয়না মূলত তারাই যাতে সুযোগ পায় সেটাই মূল লক্ষ্য এমএস ধোনি ক্রিকেট অ্যাকাডেমির। দেশের ২২টি বিভিন্ন শহরে গড়ে উঠছে এই এমএসডিসিএ। বাংলায় এমএসডিসিএ-র যাত্রা শুরু হচ্ছে হাওড়ায়।মহেন্দ্র সিং ধোনি রাঁচির যে স্কুলে পড়তেন, সেই জওহর বিদ্যামন্দিরের গেমস টিচার কেশব বন্দ্যোপাধ্যায় এমএস ধোনি ক্রিকেট অ্যাকাডেমির সঙ্গে যুক্ত। মাহি নিজে তো রয়েছেনই মেন্টর হিসাবে। নিজেকে ''মেন্টরের মেন্টর'' বলছেন কেশব বাবু। তিনি জানান, 'মাহি একদিন আমাকে নিজে থেকেই বলে, এই অ্যাকাডেমির দায়িত্ব নিতে, খুদে ক্রিকেটারদের মেন্টর হিসেবে যোগ দিতে। ওর(ধোনি) অনুরোধেই এই দায়িত্ব নিয়েছি।' অ্যাকাডেমির হেড কোচ সত্রাজিতলাহিড়ি। কীভাবে অ্যাপের মাধ্যমে ভিডিও আপলোড করে ক্রিকেটারদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে তার ব্যাখ্যা দেন তিনি। ভিডিও অ্যানালিসিস করেই ক্রিকেটারদের খুঁটিনাটি বিশ্লেষন করে ভুলত্রুটি শুধরে দেওয়া হবে। ডায়েট চার্ট থেকে গোল সেটিং, মোটিভেশনাল ক্লাস সবই থাকছে। পাশাপাশি এক মাসের সূচিও দেওয়া থাকবে ক্রিকেটারদের। তার পরেও সেই সব ক্রিকেটাররা যোগাযোগ রেখে যেতে পারবেন অ্যাপের মাধ্যমে। ৯ থেকে ১৭ বছর বয়সী ক্রিকেটাররা অনলাইনে এই অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবেন।১৬মে থেকে ২২মে-সাতদিনের কোচিং ক্যাম্প শুরু হবে হাওড়ার আন্দুলে জোরহাট অ্যাথলেটিক ক্লাব গ্রাউন্ডে। সেখানে আধুনিক সবরকমের পরিকাঠামো রয়েছে। শুধু মাত্র ছেলেরা নয় মেয়েরাও এই অ্যাকাডেমিতে ক্রিকেটের পাঠ নিতে পারবে। কেশববাবু বলছিলেন, ধোনি নিজে রাঁচি থেকে বেড়ে উঠেছে, সেইরকম দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বহু তরুণ ক্রিকেটার প্রতিভা থাকলেও সুযোগ পায় না। তাদের সঠিক দিশা দেখাতেই ক্যাপ্টেন কুলের এই উদ্যোগ।

তিন নম্বরই পছন্দ সাকিবের

নয়াদিল্লি, ১০ মে।। গত বছর শুরু করেছিলেন তিন নম্বর পজিশনে ফিরে। বলেছিলেন, এটিই তার প্রিয় পজিশন। দলের প্রয়োজনে পরে নেমে যেতে হয়েছে পাঁচে। পারফর্ম করেছেন সেখানেও। দলের চাওয়াতেই আবার উঠে এসেছেন তিন নম্বরে। এবার সাকিব আল হাসানের চাওয়া, এই পজিশনেই যেন তাকে রাখা হয় লম্বা সময়।দেশের মাটিতে ত্রিদেশীয় সিরিজে গত বছর ব্যাটিং অর্ডারে প্রমোশন পেয়ে তিনে ওঠার পর সাকিব ছিলেন দারুণ ধারাবাহিক। নিজে ভালো খেলেছেন। তামিম ইকবালের সঙ্গে কার্যকর জুটিও গড়ে উঠেছে নিয়মিত। সাকিব বেশ কয়েকবার বলেছেন, এই পজিশনই এখন নিজের জন্য আদর্শ মনে হয় তার। তবে দলের স্বার্থে ছাড়তে হয়েছে তিন নম্বর।সাকিব যখন চোট পেয়ে মাঠের বাইরে, তখন সৌম্য সরকার, লিটন দাস ও ইমরুল কায়েসের রান পাওয়া মিলিয়ে আবার ওলট-পালট করতে হয় দলের ব্যাটিং অর্ডারে। লিটন-ইমরুলদের সুদিন থমকে যায় দ্রুতই। চলতি ত্রিদেশীয় সিরিজ থেকেই তাই আবার তিনে ফিরিয়ে আনা হয় সাকিবকে।ফলও মিলেছে দ্রুতই। প্রথম ম্যাচেই অপরাজিত ৬১ রান করে দলকে জিতিয়ে ফিরেছেন। তামিম ইকবালের সঙ্গে কার্যকর জুটি গড়েছেন আবার।এই নিয়ে তিন নম্বরে ১৩ ইনিংস খেললেন সাকিব। রান ৪৯৭, ফিফটি করেছেন ৫টি। গড় ৪১.০০। তিন নম্বরে কমপক্ষে ১০ ইনিংস খেলা ক্রিকেটারদের মধ্যে তার ধারে কাছে নেই বাংলাদেশের আর কারও গড়।প্রিয় পজিশনে ফিরে স্বস্তি পাচ্ছেন সাকিব নিজেও। থাকতে চান এখানেই। তবে আবারও জানিয়ে রাখলেন, দলের প্রয়োজনে পজিশন ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছেন।''আগে পাঁচে ব্যাট করলেও ১০ ওভারের মধ্যে ব্যাটিংয়ে নামতে হতো। এখন পাঁচে করলে ৩৫-৪০ ওভারের আগে ব্যাটিং পাওয়া যায় না। সময়ই থাকে না ব্যাটিংয়ের। আগে ব্যাট করাই ভালো।'''''আমি ব্যক্তিগতভাবে চাই তিনে খেলতে, কোচ-অধিনায়ককে এটিই বলেছি। তার পর দলের জন্য যে কোনো জায়গায় খেলতে আপত্তি নেই। আমি মনে করি, ছাড় দেওয়ার মন-মানসিকতা আমার আছে।''

সারাদিন উপোস করে রাতে ক্রিকেট মাঠে, দুই আফগানকে কুর্ণিশ গব্বরের

নয়াদিল্লি, ১০ মে।। সারাদিন উপোস। তার পর রাতে ক্রিকেট মাঠে। এত সহজ নয় ব্যাপারটা, তাই না! রমজান মাস চলছে। তাই রশিদ খান ও মহম্মদ নবিকে সারাদিন উপোস করতে হচ্ছে। কিন্তু তাই বলে মাঠে নামবেন না! সারাদিনের উপোসের পর হায়দরাবাদের হয়ে মাঠে নামছেন এই দুই আফগান তারকা। খেলছেন জান লড়িয়ে। প্লে-অফের ম্যাচে দিল্লির কাছে হারতে হয়েছে হায়দরাবাদকে। কিন্তু তার পরও হায়দরাবাদের এই দুই আফগানকে কুর্ণিশ জানিয়ে গেলেন দিল্লির শিখর ধাওয়ান।গ্রুপ পর্ব থেকে প্লে-অফে ওঠার লড়াইয়ে ছিল কলকাতা-হায়দরাবাদ। সেখান থেকে মুম্বইয়ের কাছে হেরে ছিটকে যায় কলকাতা। কিন্তু প্লে-অফে খেলতে নেমে দিল্লির কাছে হারতে হল হায়দরাবাদকে। ডেভিড ওয়ার্নার, বেন স্টোকস দেশে ফিরে যেতেই হায়দরাবাদের পারফরম্যান্সে ভাঁটা পড়তে শুরু করেছিল। এলিমিনেটর ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে হায়দরাবাদ করেছিল ১৬২। শেষ ওভারের শেষ বলে জয় তুলে নেয় দিল্লি। ম্যাচের পর রশিদ খান ও মহম্মদ নবির সঙ্গে দেখা করেন গব্বর। তাঁদের সঙ্গে ছবিও তোলেন। তার পর সেই ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করেন।ছবির ক্যাপশন-এ শিখর লিখেছেন, """ওদের জন্য গর্বিত। সারাদিন উপোস করে ম্যাচ খেলতে নামাটা সহজ কাজ নয়। তবে ওদের দেখে মনে হচ্ছে, এটা আসলে কোনও ব্যাপারই নয়। ওদের দেশ ও বিশ্ব ক্রিকেটে ওরা অনুপ্রেরণা। তোমাদের এই এনার্জি অন্যদের বড় স্বপ্ন দেখার অনুপ্রেরণা জুগিয়ে যাবে।

ছিটকে গেলেন জাই রিচার্ডসন

অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপ দলে কেন রিচার্ডসন

সিডনি, ১০ মে।। নিজের প্রথম বিশ্বকাপে খেলতে ফিটনেস পরীক্ষায় উতরাতে হতো জাই রিচার্ডসনকে। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারলেন না তরুণ এই পেসার। তার জায়গায় কেন রিচার্ডসনকে ফিরিয়েছে শিরোপাধারীরা।পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলার সময় গত মার্চে কাঁধে চোট পেয়েছিলেন ২২ বছর বয়সী জাই। সময় মতো সেরে না ওঠায় বুধবার তাকে বিশ্বকাপ দল থেকে সরিয়ে নেয় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া।অস্ট্রেলিয়ার ফিজিও ডেভিড বিকলে জানান, যতোটা প্রয়োজন ছিল ততটা ফিট এখনও হয়ে উঠতে পারেননি জাই।''অবশ্যই এটা দল ও জাইয়ের জন্য খুব হতাশাজনক খবর। সর্বশেষ মূল্যায়ন ও নেটে বোলিংয়ের চেষ্টা থেকে এটা পরিষ্কার যে যত দ্রুত উন্নতি প্রয়োজন ছিল ততটা করতে পারেনি জাই। নির্বাচকদের সঙ্গে আলোচনা করে তাকে আমরা দল থেকে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই।''২০ ওয়ানডেতে ২৯ উইকেট নেওয়া কেন আগে থেকেই ব্রিজবেনে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ক্যাম্পে ছিলেন। চোট কাটিয়ে ফেরার অপেক্ষায় থাকা জশ হেইজেলউডকে পেছনে ফেলে তিনি জায়গা করে নিয়েছেন দলে।বিশ্বকাপের অস্ট্রেলিয়া দল: অ্যারন ফিঞ্চ (অধিনায়ক), ডেভিড ওয়ার্নার, স্টিভেন স্মিথ, উসমান খাওয়াজা, শন মার্শ, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, মার্কাস স্টয়নিস, অ্যালেক্স কেয়ারি, প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক, কেন রিচার্ডসন, ন্যাথান কোল্টার-নাইল, জেসন বেহরেনডর্ফ, অ্যাডাম জ্যাম্পা, ন্যাথান লায়ন।
তিন ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ নেইমার

তিন ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ নেইমার

মাদ্রিদ, ১০ মে।। রেনের বিপক্ষে ফরাসি কাপের ফাইনালে সমর্থকের সঙ্গে বাজে আচরণ করায় পিএসজির ফরোয়ার্ড নেইমারকে তিন ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ফ্রেঞ্চ ফুটবল ফেডারেশন (এফএফএফ)। একই সঙ্গে ব্রাজিলের তারকা এই ফুটবলারকে দুই ম্যাচের স্থগিত নিষেধাজ্ঞার শাস্তিও দেওয়া হয়েছে। গত মাসে প্যারিসের ফাইনালে টাইব্রেকারে ৬-৫ গোলে হারে পিএসজি।গত মাসে প্যারিসের ফাইনালে টাইব্রেকারে ৬-৫ গোলে হারে পিএসজি। ম্যাচের পর নিজেদের পদক সংগ্রহ করতে যাওয়ার সময়ে মোবাইলে ভিডিও করতে থাকা এক দর্শকের সঙ্গে বাজে ব্যবহার করেন নেইমার। হাত দিয়ে মোবাইল ফোন নামিয়ে দেওয়া ছাড়াও মুখে হালকা ঘুষি মারেন ২৭ বছর বয়সী এই ফুটবলার।নেইমারের শাস্তি শুরু হবে সোমবার থেকে। তাই শনিবার অঁজির বিপক্ষে লিগ ওয়ানের ম্যাচে খেলতে বাধা নেই তার। মৌসুমে লিগের শেষ দুই ম্যাচে স্তাদ দে রাঁস ও দিজোঁর বিপক্ষে খেলতে পারবেন না বিশ্বের সবচেয়ে দামি এই ফুটবলার।শুক্রবার এক বিবৃতিতে এই শাস্তিকে অনেক বেশি উল্লেখ করে এর বিপক্ষে আপিল করার কথা জানিয়েছে পিএসজি।এর আগে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও পিএসজির মধ্যে শেষ ষোলোর ফিরতি পর্বের ম্যাচে রেফারির একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে বাজে মন্তব্য করায় নেইমারকে ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় তিন ম্যাচ নিষিদ্ধ করেছিল উয়েফা।

মোহনবাগানের নতুন কোচ স্প্যানিশ ভিকুনা

নয়াদিল্লি, ১০ মে।। জল্পনা শেষ। নতুন কোচের নাম ঘোষণা করল মোহনবাগান। বেশ কয়েকদিন ধরে কিছু স্প্যানিশ কোচের নাম হাওয়ায় ভাসছিল। শেষ পর্যন্ত একজন স্প্যানিশ-ই হলেন মোহনবাগানের কোচ। স্প্যানিশ কোচ কিবু ভিকুনা ২০১৯-২০ মরশুমে মোহনবাগানের দায়িত্বে। ৪৭ বছরের এই কোচের উয়েফা প্রো লাইসেন্স রয়েছে। স্পেন ও পোল্যান্ড, দুই দেশের ফুটবলেই কোচিং করানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। মোহনবাগানের কোচের দৌড়ে একটা সময় জাতীয় দলের প্রাক্তন অন্তর্বর্তীকালীন কোচ অ্যাশলে ওয়েস্টউড-এর নাম ভেসে উঠেছিল। অ্যাশলে ওয়েস্টউড আবার বেঙ্গালুরু এফসি-র কোচও ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দৌড়ে সবাইকে হারিয়ে স্প্যানিশ কিবু ভিকুনা হলেন মোহনবাগানের কোচ। ভিকুনা এর আগে পোল্যান্ডের প্রথম ডিভিশন ক্লাব উইসলা প্লোক-এর কোচের দায়িত্বে ছিলেন। ইস্টবেঙ্গলের পর এবার মোহনবাগানেও স্প্যানিশ কোচ। ২০১৫-১৬ মরশুমে কোচিং স্টাফ থাকাকালীন পোলিশ সুপার কাপ জিতেছেন ভিকুনা। ১৯৮৬ বিশ্বকাপে পোল্যান্ডের হয়ে খেলা জান আরবানের সহকারী হিসাবে কাজ করেছেন ভিকুনা। তাঁর ফুটবল জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর ভরসা রাখছেন মোহনবাগানের কর্তারা।

১৭তম রাজর্ষি উৎসব-২০১৯
৯-১১ মে

মহোদয়/মহোদয়া,
তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, পর্যটন দপ্তর এবং উদয়পুর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে ভুবনেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে রাজর্ষি মুক্তমঞ্চে ১৫৯তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ১৭তম রাজর্ষি উৎসব। আগামী ১১মে, ২০১৯ সন্ধ্যা ৬টায় এই উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠান।

সমাপনী অনুষ্ঠান
প্রধান অতিথি ঃ ড. নির্মল দাস
সহকারী অধ্যাপক, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়
বিশেষ অতিথি ঃ শ্রী সজল বিশ্বাস
সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, গোমতী জেলা
শ্রীজ্যোতিষমান দাসচৌধুরী
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার,গোমতী জেলা
শ্রী সৌরভ দাস
বিডিও, মাতাবাড়ি আর ডি ব্লক
শ্রী দেবাশিষ নাথ, সহ-অধিকর্তা
গোমতী জেলা, তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়
সভাপতি ঃ শ্রী প্রদীপ সরকার
অতিরিক্ত মহকুমা শাসক, উদয়পুর
আপনাদের সানুরাগ উপস্থিতিতে এই কবি প্রণাম অনুষ্ঠান সার্থক হোক।
শ্রী আশীষ দত্ত
আহ্বায়ক
(মহকুমা শাসক)
রাজর্ষি উৎসব পরিচালন কমিটি
উদয়পুর, গোমতী জেলা, ত্রিপুরা
ICA/D/164/19-20

জাগরণ 11 May, 2019, Starday আগরতলা, ১১ মে, ২০১৯ ইং, ■ ২৭ বৈশাখ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

নরেন্দ্র মোদীই আবার প্রধানমন্ত্রী হবে : রাজনাথ

মথুরাপুর, ১০ মে (হি. স.) : আবারও নরেন্দ্র মোদী ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে বলেই দাবী করলেন দেশের বিদায়ী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং। শুক্রবার দক্ষিণ ২৪ পরগণার মথুরাপুর থানার অন্তর্গত কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুল লাগোয়া মাঠে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শ্যামাপ্রসাদ হালদারের সমর্থনে নির্বাচনী সভা করেন রাজনাথ সিং। এদিনের সভায় এই কেন্দ্রের প্রার্থী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার পশ্চিমভাগের বিজেপি সভাপতি অভিজিৎ দাস। রাজ্যে নির্বাচনী সভা করতে এসে নরেন্দ্র মোদী কিম্বা অমিত শাহ যেভাবে তৃণমূল কংগ্রেস তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে থাকেন সেই পথে না হেঁটে এদিন রাজনাথ সিং কার্যত গত পাঁচ বছরে বিজেপির হাত ধরে দেশের অগ্রগতি, দেশের সামরিক শক্তিবৃদ্ধি ও সরকারের উন্নয়নমুখী প্রকল্পকে তুলে ধরেন। পাশাপাশি আরও একবার দেশে শক্তিশালী সরকার গঠনের জন্য বিজেপি প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এদিনের সভায় মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের কয়েক হাজার বিজেপি কর্মী সমর্থক উপস্থিত হয়েছিলেন।

দিনের পর দিন পশ্চিমবাংলায় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। আগে যেখানে প্রদীপ নিয়ে এই বাংলায় বিজেপি কর্মীদের খুঁজতে হত, সেখানে এখন রাজ্যের প্রতিটি গ্রামগঞ্জ থেকে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা এগিয়ে আসছেন বলে দাবী করেন রাজনাথ সিং। এই লোকসভা কেন্দ্রে যেমন কেন্দ্রে বিজেপি সরকার তৈরি হবে তেমনি এ রাজ্যে আগামী বিধানসভা ভোটে ও বিজেপিই সরকার গরবে বলে দাবী করেন বিজেপির এই বর্ষীয়ান নেতা। তিনি বলেন, " বিজেপি ঝড়ে ভয় পেয়েছেন মমতা। আর সেই কারণে ফণী ঝড়ের সময় ভয়ে প্রধানমন্ত্রীর ফোন ধরেন নি"। তবে যেভাবে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে গালাগাল করছেন সেতার বিরোধিতা করেন রাজনাথ। তিনি বলেন, " গনতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রী কোন ব্যক্তি বিশেষ হন না। প্রধানমন্ত্রী একটা প্রতিষ্ঠানের মতোই হন। আর গণতান্ত্রিক দেশের বাসিন্দা হিসেবে আমাদের সকলকেই সেই প্রতিষ্ঠানকে সম্মান করা উচিৎ"। এদিন মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে রাজনাথ সিং বলেন, " এরাজ্যে ক্ষমতায় আসার আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বন্ধ কারখানা খোলা হবে। রাজ্যে মা, মাটি, মানুষের সরকার প্রতিষ্ঠা হবে। কিন্তু কিছুই হয়নি। এ রাজ্যে এখন শুধুই আইন শৃঙ্খলার অবনতি চলছে। যে রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার অবনতি চলে সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী বলে আমি মনে করি"।

যদিও এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বা তৃনমুল সরকারকে আক্রমণ করার থেকে বেশী করে গত পাঁচ বছরে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার দেশের জন্য কি কি করেছে সেই তালিকাই তুলে ধরেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, " গত পাঁচ বছরে দেশ অনেক বেশী আর্থিকভাবে সবল হয়েছে। দেশের স্থল, বায়ু ও নৌশক্তি বৃদ্ধি হয়েছে অনেকগুন। বর্তমানে ভারতের কাছে এন্টি স্যাটেলাইট মিশাইল রয়েছে। যা দেখে অনেক দেশই বর্তমানে ভারতকে সমঝে চলছে"। এদিন রাজনাথ সিং আরও বলেন, " দেশের আগামী ছয় থেকে আট বছরের মধ্যে দেশের সমস্ত মানুষ দারিদ্রসীমার উপরে থাকবেন"। তবে এদিন মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এরাজ্যে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়া নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন রাজনাথ। তিনি বলেন মায়ানমারের সাথে কথা বলে রোহিঙ্গাদের তাদের দেশে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। বিজেপি তথা নরেন্দ্র মোদী দেশের সমস্ত হিন্দু, মুসলিম, খীস্ট্রান, জৈন সকল ধর্মের মানুষকে নিয়ে চলতে চায় তবে দেশকে ভাগ করে আমারা এগিয়ে যেতে চাইনা"।

সামনেই পুরোদমে শুরু হবে বর্ষা মরশুম। তাই দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি নিচ্ছে এনডিআরএফ। ছবি- নিজস্ব।

মিথ্যে অভিযোগ এনে হেনস্থা করা হচ্ছে, দাবি মুকুলের

কলকাতা, ১০ মে (হি স)। নির্বাচনে হেরে যাওয়ার ভয়ে বিজেপি প্রার্থীদের ওপর নানা মিথ্যে অভিযোগ আনছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুলিশ ও প্রশাসন। ভারতী ঘোষ প্রসঙ্গে শুক্রবার এই মন্তব্য করেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়। ভারতী দেবীর গাড়ি থেকে টাকা আটক প্রসঙ্গে এ দিন দলের সদর রাজ্য দফতরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুকুলবাবু বলেন, পুলিশ মিথ্যে অভিযোগ এনেছে। গাড়িতে ছিল ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৮৯৩ টাকা। যাত্রী ছিলেন চার জন। নিয়মমত এক একজন সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা সঙ্গে নিতে পারেন। ওই টাকা তো এক জন নিয়ে যাচ্ছিলেন না। মোট পরিমাণটা চার দিয়ে ভাগ করলেই তো অনুমোদিত আর্থিক পরিমাণের মধ্যে চলে আসছে। তাহলে অন্যায়টা কে, কীভাবে করলেন? বিষয়টি নিয়ে আমরা নির্বাচন কমিশনে যাব। এবার থেকে রাতপাহাড়া বাড়ানোর কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া চাইলে মুকুলবাবু বলেন, "কেন, এখনকার নিরাপত্তায় উনি সন্তুষ্ট নন? তাহলে তো পুলিশমন্ত্রী হিসাবে ব্যর্থতার দায় নিয়ে ওনাকেই পদত্যাগ করতে হয়। আর, রাতে শাসকদের নজরদারি না বাড়ালে সমাজবিরোধী ঢোকাবেন কীভাবে?"

আগামী ভোটে প্রতিটি বুথে ১০০ শতাংশ সিআরপিএফ এবং আরও বেশি কুইক রেসপন্স ফোর্স মোতায়েনের দাবি এ দিন ফের তুলেছেন মুকুলবাবু। তিনি অভিযোগ করেন, যে সব স্থানে রবিবার ভোট হবে, সে রকম বিভিন্ন অঞ্চলে সমাজবিরোধীদের জমায়েত বাড়ছে। নিরাপতা না বাড়ালে স্বাভাবিক ভোটপ্রক্রিয়া বিঘ্নিত হতে পারে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নামে নানা খারাপ কথা বলছেন বলে এ দিন সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেন মুকুলবাবু। মুকুল রায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মুখে একদিকে রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের কথা বলছেন। অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে নানা খারাপ কথা বলছেন। এতে বাংলার সংস্কৃতি আর কৃষ্টির অপমান হচ্ছে।"এখন পর্যন্ত লোকসভা ভোটে এ রাজ্যের ছবিটা কী বুঝছেন? সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুকুলবাবু বলেন, ২৫টি-র মধ্যে প্রতিটাই আমাদের ভাল হয়েছে। যাঁরা দাবি করছেন ৪২-এ ৪২, তাঁরা মুর্খের স্বর্গে বাস করছেন।

পুনর্ভোটঃ পশ্চিম, গোমতি সিপাহীজলা ও দক্ষিণ জেলায় ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ২০০মিটারে ১৪৪ জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। ষষ্ঠ দফার ভোটের সাথে ত্রিপুরায় পশ্চিম আসনে ১৬৮টি বুথে পুনর্ভোট অনুষ্ঠিত হবে রবিবার। সেই মোতাবেক ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের ২০০ মিটার এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। পশ্চিম জেলা প্রশাসনের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানা গিয়েছে, পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের অন্তর্ভক্ত পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ৬৬টি ভোট কেন্দ্রে সকাল সাতটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত পুনরায় ভোটগ্রহণ করা হবে। ভোটগ্রহণ সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণ করার জন্য পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক এক আদেশে ভোট কেন্দ্রের ২০০ মিটার এলাকার মধ্যে ১৪৪ ধারা জারী করেছেন। এই আদেশ ১০ মে বিকাল পাঁচটা থেকে ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। আদেশে উল্লিখিত সময়ে এবং এলাকায় অস্ত্র, লাঠি, স্টিক, লোহার রড, বাঁশ, পাথর বা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায় এমন বস্তু সহ পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি সমবেত হতে পারবেন না। পুনরায় ভোটগ্রহণ করা হবে এমন ভোট কেন্দ্রের ২০০ মিটার এলাকার মধ্যে মিছিল, জমায়েত, স্বরবর্ধক যন্ত্রের ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। তাছাড়া দুই বা ততোধিক মোটর বাইক বা গাড়ির একসাথে চলাচলের উপরও নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞা নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত পুলিশ, কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী, তাদের ব্যবহৃত গাড়ি, নির্বাচন কমিশনের পাসযুক্ত সংবাদ মাধ্যমের কর্মীগণ, নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত ড্রাইভার, ক্লিনার, উপযুক্ত পরিচয়পত্র নিয়ে ভোট দিতে ভোটারগণ প্রমুখের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবেনা।

অনুরূপভাবে গোমতী জেলার জেলাশাসক এক আদেশে উদয়পুর মহকুমার অন্তর্গত ২৮টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ২০০ মিটার এলাকা পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারী করেছেন। মহকুমার ২৮টি ভোট কেন্দ্রে ১২ মে সকাল ৭টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হবে। এই আদেশ গোমতী জেলার উদয়পুর মহকুমার অন্তর্গত ২৮টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ২০০ মিটার এলাকায় ১০ মে বিকেল ৫টা থেকে ১৩ মে সকাল ৬টা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

এদিকে, সিপাহীজলা জেলা প্রশাসন জেলার ৫৭টি ভোট কেন্দ্রের এবং দক্ষিণ জেলা প্রশাসন জেলার ১৭টি ভোট কেন্দ্রের ২০০ মিটার এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে। পশ্চিম জেলার মতোই একই বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা ওই তিন জেলাতেই জারি করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে ১৩ হাজার কোটি টাকার বিদ্যুৎ মাসুল কেলেঙ্কারি নিয়ে বিজেপি-র তদন্ত দাবি

কলকাতা, ১০ মে (হি. স.): ২০১১ থেকে ৮ বছরে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ মাসুল-বাবদ ১৩ হাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারি হয়েছে বলে অভিযোগ করল বিজেপি। শুক্রবার এ ব্যাপারে বিশদ তথ্য দাখিল করে দলের তরফে মুকুল রায় এর তদন্ত দাবি করেন। সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন, "আমরা ক্ষমতায় এলে বিদ্যুতের মাসুল কমবে।" ৩১ লক্ষ সিইএসসি-র গ্রাহকের কাছ থেকে 'লুঠ করা' অর্থ ফেরৎ দেওয়ার দাবিও তুলেছেন মুকুলবাবু। এ দিন বিজেপি-র রাজ্য সদর দফতরে দলের সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, শিশির বাজোরিয়া, আইনজীবী অদিতি ভট্টাচার্য, শঙ্কুদেব পন্ডা প্রমুখকে নিয়ে মুকুলবাবু ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বিদ্যুতের মাসুলহার দাখিল করেন। তাঁর মূল অভিযোগ অবশ্য ছিল সিইএসসি-র বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, "ওই সংস্থার মালিক এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বন্ধু। একসঙ্গে বিদেশে ঘোরেন। এই ব্যাপক ঘোটালা নিয়ে মানুষের কাছে ওঁদের জবাবদিহি করতে হবে।"মুকুলবাবু বলেন, এটা ঠিক, বিদ্যুতের মাসুলহার রাজ্য সরকার ঠিক করে না। করে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণ কমিশন। ২০১০ সালে তাদের নির্ধারিত হার সরকার অগ্রাহ্য করে সিইএসসি-কে বাড়তি হারে মাসুল নেওয়ার অনুমতি দেয়। এর পর এই হার ২০১১-'১২ তে ৩১ শতাংশ, ২০১২-'১৩ তে ৪ শতাংশ, ২০১৪-'১৫ তে ১৭.৩৩ শতাংশ বাড়ে। এত দ্রুত সিইএসসি-র মাসুল বাড়ল আমজনতার পকেট কাটতে। ২০১৫-তে রাজ্যের তৎকালীন বিদ্যুৎমন্ত্রী মণীশ গুপ্ত জানিয়েছিলেন, কলকাতা-সহ রাজ্যের বিদ্যুতের মাসুল কমানো হবে। সেটা আর রূপায়িত হয়নি। মুকুলবাবুর বক্তব্য, "২০১৮-তে কমিশনের চেয়ারম্যান সিইএসসি-র কাছে এর বিশদ ব্যাখ্যা এবং ১০ বছর সংস্থার ধার্য করা মাসুল চেয়ে পাঠান। একটি আইনি নথি দেখিয়ে সাংবাদিকদের বলেন, "এই নির্দেশিকার বলে রাজ্য সরকার কমিশনকে নিস্ক্রিয় করে দেয়। সম্প্রতি কমিশনকে পুনর্গঠিত করা হয়েছে। আমাদের আইনজীবী পুরো ঘটনা জানতে চেয়েছেন কমিশনের কাছে।"এ দিন বিজেপি-র তরফে দাখিল করা ৪০টি রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং বিদ্যুৎ নিগমের যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে মাসুলহারের নিরিখে সর্বোচ্চ স্থানে আছে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুত সরবরাহ নিগম ডব্লুবিএসইডিসিএল। এর পরেই সিইএসসি লিমিটেড। মুকুলবাবু বলেন, "মাসুলের দিক থেকে প্রতারিতরা বঞ্চনার প্রতিবাদ জানাতে নির্বাচনে তাঁদের রায় দিন।

প্রচারের শেষ লগ্নে প্রচণ্ড রোদ উপেক্ষা করে রোড শো অভিষেকের

বাঁকুড়া, ১০ মে (হি. স.) : পালে হাওয়া টানতে প্রচারের শেষ লগ্নে প্রখর রোদ উপেক্ষা করে রোড শোতে অংশ নিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় যুব সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই মূহুর্তে বাঁকুড়ায় গরম সর্বোচ্চ।।পারদ চড়তে চড়তে ৪২ ডিগ্রিপার হওয়ার মুখে , আবহাওয়া দফতর সতর্কতা জারি করেছে।, লু বইছে। এসব কিছুকে তোয়াক্কা না করে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা মিছিলে যোগ দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর সাথে।অবস্থা বুঝে প্রচারের অল্প সময় ওনষ্ট করতে নারাজ।

ভোট লুঠ কিছুতেই করতে দেওয়া হবে না, অজয় নায়েকের আশ্বাস

কলকাতা, ১০ মে (হি স)। আজ প্রায় সারাদিন 'সেভ ডেমোক্রেসি' ষষ্ঠ দফার ভোট সুষ্ঠু অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করার জন্য বিক্ষোভ-কর্মসূচি পালন করে। প্রথমে বেলা আড়াইটে থেকে সাড়ে চারটা পর্যন্ত সিইও-র দফতরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ দেখান। সংগঠনের সম্পাদক চঞ্চল চক্রবর্তী জানিয়েছেন,"ইতিমধ্যে খবর আসে বিকেল সাড়ে পাঁচটায় মুখ্য পর্যবেক্ষক অজয় নায়েক আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চান। তখন অবস্থান শেষ করে অবস্থানকারীরা মুখ্য পর্যবেক্ষকের সঙ্গে দেখা করতে কোলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের গেস্ট হাউসে যান। সাত জনের প্রতিনিধি দল অজয় নায়েকের সঙ্গে দেখা করেন। দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়। পঞ্চম দফার নির্বাচনে যে হিংসার ঘটনাগুলো ঘটেছে তার উল্লেখ করে দাবী করি যাতে এই ধরনের ঘটনা পরবর্তী পর্যায়ের নির্বাচনে না ঘটে তার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে।"

গত কয়েকদিন ধরে লাগাতার বিরোধী দলের পোলিং এজেন্টদের ওপর আক্রমণ হচ্ছে তার উল্লেখ করে অপরাধীদের গ্রেফতারের দাবি জানান সংগঠনের প্রতিনিধিরা। তৃতীয় বিষয় হিসেবে পরবর্তী পর্যায়ের ভোট সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কতকগুলো প্রস্তাব দেওয়া হয়। এই বিষয়ে অজয় নায়েক 'সেভ ডেমোক্রেসি'-র মতামত জানতে চান। চঞ্চল চক্রবর্তী বলেন,' শুভেন্দু অধিকারী, দিলীপ ঘোষ, ভারতী ঘোষ প্রমুখ আরও কয়েক জনকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে পরবর্তী নির্বাচনে আরও হিংসার ঘটনা ঘটতে পারে।' অজয় নায়েক প্রতিনিধি দলকে বলেন আপনাদের বক্তব্য অনুযায়ী যা যা পদক্ষেপ নেওয়ার তা নেওয়া হবে। মানুষ যাতে ভোট দিতে পারে তার জন্য যা করণীয় সব করা হবে।ভোট লুঠ কিছুতেই করতে দেওয়া হবে না।

অবাধ ভোটগ্রহণের ব্যবস্থা হচ্ছে, দাবি কমিশনের

কলকাতা, ১০ মে (হি. স.): ষষ্ঠ দফায় পশ্চিমবঙ্গে ১২ মে রবিবার ৮টি লোকসভা কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ করা হবে। এই কেন্দ্রগুলি হ'ল — তমলুক, কাঁথি, ঘাটাল, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং বিষ্ণুপুর। এর মধ্যে ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রটি বাম উগ্রপন্থা অধ্যুষিত।এই লোকসভা কেন্দ্রগুলিতে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের জন্য বিএসএফ, সিআরপিএফ, এসএসবি, সিআইএসএফ, এসএপি, আইটিবিপি এবং আরপিএফ — এর মতো কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনীর ৭৭০ কোম্পানি মোতায়েন করা হবে। এদের মধ্যে ৭৪৩ কোম্পানিকে নির্বাচনের জন্য কাজে লাগানো হচ্ছে এবং ২৭ কোম্পানিকে স্ট্রংরুম পাহারায় নিযুক্ত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোট সংখ্যার মধ্যে বিএসএফ — এর সর্বোচ্চ ২৪১ কোম্পানি জওয়ানকে মোতায়েন করা হয়েছে।অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক সঞ্জয় বসু আজ কলকাতায় জানান, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে স্থানীয় মানুষের মধ্যে নিরাপত্তার বোধ জাগিয়ে তুলতে ফ্ল্যাগমার্চ, ঠহলদারী, এলাকা নিয়ন্ত্রণের মত কাজে লাগানো হচ্ছে। ১২ মে ভোট গ্রহণের আগে, বিএসএফ সহ কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা বিভিন্ন লোকসভা কেন্দ্রে ফ্ল্যাগমার্চ করেন।

এদিকে প্রচণ্ড গরম এবং রোদের মধ্যেও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের জন্য নির্বাচন কমিশন আরও কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। যে সব ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ছায়া নেই, সেখানে অস্থায়ী ছাউনির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এছাড়া, পানীয় জলের জন্য ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলির কাছে নলকূপ মেরামত এবং যেখানে নলকূপ নেই, সেখানে পানীয় জলের পাউচ বিতরণের ব্যবস্থাও করা হবে। সঞ্জয়বাবু বলেন, নির্বাচন কর্মীদের জন্যও বিদ্যুৎ ও জলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। এছাড়া, তাঁদের জন্য মেডিকেল কিট দেওয়া হবে। প্রতিকূল আবহাওয়ায় ভিভিপ্যাট যন্ত্র খারাপ হওয়ার ঘটনা ঘটায়, প্রত্যেকটি লোকসভা কেন্দ্রে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত ৫ শতাংশ ভিভিপ্যাট যন্ত্রের ব্যবস্থা করা হবে বলে তিনি জানান।

হাতির আতঙ্কে ভোট দিতে যেতে ভয় পাচ্ছেন ঝাড়গ্রামবাসী

ঝাড়্গ্রাম, ১০ মে (হি. স.) : এক দিকে ভোটের উত্তাপ অন্যদিকে প্রবল দাবাদহে নাজেহাল জঙ্গলমহলের মানুষজন। তার উপরে হাতির তান্ডবে ব্যপক অতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন জঙ্গলমহলের ঝাড়্গ্রাম ব্লকের বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দারা। আতঙ্কিত বাসিন্দারা ভোট কেন্দ্রে ভোট দিতে যেতেও ভয় পাচ্ছেন। বাসিন্দাদের দাবি বনদফতর ও নির্বাচন কমিশন হাতি তাড়ানোর জন্য ব্যাবস্থা গ্রহণ করুক। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝাড়্গ্রাম ব্লকের বেশ কিছু বুথ জঙ্গল লাগুয়া এলাকার মধ্যে রয়েছে। যার ফলে শালবনী, লবকুশ, ঘৃতখাম, বরিয়া, শিরশি সহ বেশ কিছু গ্রামের মানুষজনেরা হাতির আতঙ্কে ভোট দিতে যেতে ভয় পাচ্ছেন। জানা গিয়েছে বৃহস্পতিবার রাতে ঝাড়্গ্রাম ব্লকের ঘৃতখাম গ্রামে প্রায় দশ থেকে বারোটি হাতি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে গ্রামের দিকে এসেছিল। তবে ওই হাতির দলটি ফসল বা ঘরবাড়ি ভাঙার কোন খবর নেই।বনদফতর সুত্রে জানা গিয়েছে গত দু দিন আগে দশ থেকে বারোটি হাতির একটি দল নয়াগ্রামের দিক থেকে

ছয়ের পাতায় দেখুন

লন্ডনের শপিং মলে ভারতীয় যুবকের রহস্যজনক মৃত্যু, চাঞ্চল্য

নয়াদিল্লি, ১০ মে (হি.স.) : লন্ডনের টেসকো সুপার মার্কেটে এক ভারতীয় যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। মৃত যুবকের নাম মহম্মদ নাদিমুদ্দিন। স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয় একটি শপিং মলে কাজ করতেন মহম্মদ নাদিমুদ্দিন। বিগত ছবছর ধরে তিনি ব্রিটেনেরই বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার টেসকো সুপার মার্কেটের এই ভারতীয় যুবককে গুরুতর আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন অন্যান্য দোকানের মালিক ও স্থানীয় বাসিন্দারা। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আদতে হায়দ্রাবাদের বাসিন্দা এই যুবককে অজ্ঞাতপরিচয় কোনও আততায়ী মারধর করে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। তবে এখনও এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি।

মনে করা হচ্ছে তাঁকে নির্মম ভাবে কোপানো হয়। সুপার মার্কেটের তলায় কার পার্কিংয়ের জায়গায় তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায়

ছয়ের পাতায় দেখুন

রাজ্যে টাকা ছড়িয়ে ভোট কেনার চেষ্টা করছে বিজেপি, ভারতী ঘোষ প্রসঙ্গে অভিযোগ মমতার

অশোকনগর, ১০ মে (হি.স.) : ঘাটালের বিজেপি প্রার্থী ভারতী ঘোষের বিরুদ্ধে টাকা বিলির অভিযোগ নিয়ে মুখ খুললেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার উত্তর ২৪ পরগণার অশোকনগরের জনসভায় নাম না করে তিনি বলেন, "একজন বিজেপি প্রার্থীর গাড়ি থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়েছে। বাইরে থেকে বাংলায় টাকার বাক্স ছড়ানো হচ্ছে। প্রচার শেষ হলেই টাকা বিলোনো হচ্ছে। বিজেপির টাকা ছড়ানো রুখতে আমাদের রাতপাহাড়া দিতে হবে।"বাংলায় টাকা ছড়িয়ে ভোট কেনার চেষ্টা করছে বিজেপি-এই অভিযোগ অনেকদিন ধরেই করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতী ঘোষের গাড়ি থেকে টাকা উদ্ধারের পর তাঁর অভিযোগ যে সত্যি সেটা এদিন প্রমাণ করার মরিয়া চেষ্টা করেন তিনি। অশোকনগরে কাকলি ঘোষ দস্তিদারের সমর্থনে জনসভা থেকে নিজস্ব মেজাজে বিজেপিকে কড়া আক্রমণ করে তিনি বলেন, "নোট বাতিলের টাকা ভোটের প্রচারে খরচ করছে বিজেপি। কেন এত টাকা তারা ভোটে ব্যবহার করবে, সেই প্রশ্নও তোলেন মমতা। তিনি বলেন, রাজ্যের সঙ্গে কথা না বলে দলের নেতাদের জেড প্লাস, ওয়াই প্লাস নিরাপত্তা দিচ্ছে বিজেপি।আর কেন্দ্রীয় নিরাপত্তার সুযোগে টাকা নিয়ে যাচ্ছে বিজেপি নেতারা।"নরেন্দ্র মোদীর উদ্দেশ্যে মমতা বলেন, "এত টাকা যে খরচ করছেন, এসব কি নোট বাতিলের টাকা? রাফায়েল থেকে কত টাকা কামিয়েছেন? জনধন যোজনা, পেটিএম থেকে কতটাকা তুলেছেন?"উল্লেখ্য, আগামী রবিবার ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রে ভোট। তার দু'দিন আগে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে টাকা পাচারের অভিযোগে ওই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ভারতী ঘোষকে আটক করে পুলিশ। ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৮৯৫ টাকা উদ্ধার হয় তাঁর কাছ থেকে।ভারতী ঘোষ দাবি করেন, ভোটের খরচের জন্য ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে তিনি নিয়ে যাচ্ছিলেন। এ বিষয়ে সব নথিপত্রই তাঁর কাছে আছে বলে জানান তিনি। তিনি এটাও দাবি করেন যে, দলীয় সমর্থকদের উপর তৃণমূলের অত্যাচারের খবর পেয়ে তাঁদের বাড়িতে যাচ্ছিলেন। সে সময় পথেই পুলিশ তাঁর গাড়ি আটকায়।

সাফল্য পুলিশের বিহার থেকে উদ্ধার কলকাতার বাসিন্দা

কলকাতা, ১০ মে (হি.স.): বিহারে নিখোঁজ কলকাতার নিরঞ্জনকুমার ওয়ারসিকে উদ্ধার করল কলকাতা পুলিশ। শুক্রবার লালবাজার সূত্রে এমনটাই খবর মিলেছেউএক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশউ ধৃতের নাম রঞ্জিত। এখনও আরেক দুষ্কৃতী পলাতক। তার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে বিহারের পুলিশ।গত ৪ মে আদতে বিহারের বাসিন্দা ব্যবসায়ী নিরঞ্জনকুমার বাবু নিখোঁজ হন। এরই মধ্যে নিরঞ্জনবাবুকে অপহরণ

ছয়ের পাতায় দেখুন

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এল এন বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।